NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ভাষা দিবস ও সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার

স্কুলের ভগ্ন শ্রেণিকক্ষের জন্য ফ্লাড সেন্টারে ক্লাস ৫

কলকাতা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ৯ ফাল্গুন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৫১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 22.2.2024, Vol.17, Issue No. 251, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সন্দেশখালিতে আসছে জাতীয় আদিবাসী কমিশন

ডিজি-মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: তপসিলি কমিশন, জাতীয় মহিলা কমিশনের পর এবার সন্দেশখালিতে আসছে জাতীয় আদিবাসী কমিশন। বুধবার সন্দেশখালি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং ডিজির কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে ওই কমিশনের তরফে। বৃহস্পতিবারই তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল রাজ্যে আসবে বলে আদিবাসী কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে ওই চিঠিতে। সন্দেশখালি নিয়ে একযোগে রাজ্যের শাসকদলের উপর চাপ বাড়ানোর পন্থা নিয়েছে কেন্দ্র সরকার এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি। কেন্দ্রের তরফে আসা জাতীয় তপসিলি জাতি কমিশন আগেই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেছিল। মহিলা কমিশনও রাষ্ট্রপতির কাছে কড়া রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এবার আসছে আদিবাসী কমিশনও। রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে চিঠি লিখে জাতীয় আদিবাসী কমিশন চিঠি লিখে জানিয়েছে, সন্দেশখালিতে আদিবাসীদের কী পরিস্থিতি, তার একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তিনদিনের মধ্যে দিতে হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর সন্দেশখালি গিয়েছিল জাতীয় তপসিলি কমিশনের প্রতিনিধি দল। আবার গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালি যান জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন রেখা শর্মা। দুই ক্ষেত্রেই রাজ্যের তরফে বাধাদানের অভিযোগ উঠেছে। আদিবাসী কমিশন অবশ্য আগেই রাজ্যকে চিঠি লিখে সহযোগিতা কামনা করেছে।

উত্তরপ্রদেশে জোট হচ্ছে সপা-কংগ্রেসের

ঘোষণা অখিলেশের

লখনউ, ২১ ফেব্রুয়ারি: উত্তরপ্রদেশে কাটছে ইন্ডিয়া জোটের জট। সেরকমই ইঙ্গিত দিলেন অখিলেশ যাদব। হাসিমুখে জানিয়ে দিলেন, উত্তরপ্রদেশে ইন্ডিয়া জোট থাকছেই। উত্তরপ্রদেশের ৮০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই ব্যাপক টালবাহানা চলছিল সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেসের মধ্যে। তবে বুধবার অখিলেশ বলেন, 'সব ভালো যার শেষ ভালো। অবশ্যই আমাদের জোট থাকছে, কোনও সংঘাত নেই। সমস্ত কিছুই কয়েকদিনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে।' সূত্রের খবর, শেষ পর্যন্ত ১৭টি আসনে লড়বে কংগ্রেস। বাকি ৬২টি আসনে লড়বেন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীরা। একটি আসন রাখা হবে চন্দ্রশেখর আজাদের সমাজ পার্টির জন্য। এছাড়াও আলাদা আলাদা আসন নিয়ে দুই দলের সংঘাত মেটার পথেই। জানা গিয়েছে, মোরাদাবাদের আসনটি সপাকে ছেড়ে দেবে কংগ্রেস। তার বদলে বারাণসীতে লড়বেন কংগ্রেস প্রার্থী। জানা গিয়েছে, সমস্যা সমাধানের নেপথ্যে রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ও সোনিয়া গান্ধি। এছাড়াও রাজ্য নেতৃত্ব যে বেশ কয়েকটি আসন নিয়ে অবাস্তব দাবি করছেন, সেই বিষয়টি নেতাদের বোঝান সোনিয়া। তার পরেই সম্ভবত বরফ গলেছে।

'পাগড়ি পরলেই খলিস্তানি, মুসলিম হলেই পাকিস্তানি!'

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিজেপিকে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিখ পুলিশ অফিসারের উদ্দেশে 'খলিস্তানি' মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। ওই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন বিজেপির বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলও। মঙ্গলবার ঘটনার ঠিক পরেই এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার অন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মঞ্চ থেকে ওই বিষয়ে আরও একবার সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া, আধার বাতিল ইস্যুতেও তোপ দাগেন মমতা।

বুধবার দেশপ্রিয় পার্কের মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, 'এক জন শিখ অফিসার। তিনি পাগড়ি পরেন। পাগড়ি পরলেই তিনি খলিস্তানি? কত অফিসার তো মুসলিম রয়েছেন। মুসলিম মানেই পাকিস্তানি?' পাশাপাশিই মমতা নিজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'আমাকেও তো কত কী বলে ব্যঙ্গ করেছে! আমি কান দিই না। কিন্তু এগুলো কী ধরনের কথা!'

এর পরেই মমতা নাম না করে শুভেন্দুদের নিশানা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দু-এক জন হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে। তারাই বাংলার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক! বাংলার সংস্কৃতিকে এরা ছিন্নভিন্ন করতে চায়। আমাদের শপথ হোক, বাংলার সংস্কৃতিকে আমরা কখনওই ছিন্নভিন্ন করতে দেব না।' মমতার কথায়, 'বাংলা সংস্কৃতির বটবৃক্ষ। ছায়া, বিশ্বাস, ভরসা জোগায়। একটা শক্তি সেটাকে ভেঙে সব চাপিয়ে দিতে চাইছে! এই চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধেই বাংলার লড়াই।'

এদিন আধার ইস্যুতেও কেন্দ্রকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের নিরন্তর চাপের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র। সেকারণেই রাজ্যে বাতিল হওয়া আধার কার্ড ফের সক্রিয় করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি সাফ জানালেন, 'আমরা আধারে বিশ্বাস করি না। ভোটের অঙ্কে বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি মানবিকতায়। এটা রাজনীতির খেলা, ভোটের খেলা। আধার কার্ড নিয়ে যে জঘন্য চক্রান্ত হল, চক্রান্তটা আমরা রুখে দিলাম। কারণ, এটা বাংলা, অন্য জায়গা নয়। মাথায় রাখবেন। বাংলাই পারে এটা করে দেখাতে। আর কেউ পারবে না। আমরা আধার নিয়ে চক্রান্ত রুখে দিয়েছি। ব্যবস্থা নিয়েছি। সব মতুয়াদের আধার কার্ড ডি-অ্যাক্টিভেট করে দিয়েছে। কেন কেটে দিল আধার? কারণ ওরা বলে বিদেশি। ৫ বছর বাদে শুনতে হবে বিদেশি বিদেশি।'

বস্তুত আধার নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্বল্প সময়ের মধ্যেই একদিকে যেমন প্রতিবাদ জানিয়েছেন তেমনই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'এসব এনআরসি চালু করার প্ল্যান, ডিটেনশন ক্যাম্প করার প্ল্যান। সমস্ত মতুয়াদের কাছ থেকে আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হচ্ছে। কোন অধিকারে? একটা লোক জান পারল না তাঁর কী অপরাধ! তাঁর মানে প্রথমে আমি কাটলাম, তার মানে সে বিদেশি হয়ে গেল। তারপর পাঁচ বছর বাদে তাঁকে শুনতে হবে বিদেশি, বিদেশি, বিদেশি। একদম চিন্তা করবেন না, আমরা কার্ড দিয়ে দেব। হয় এটাকে বন্ধ করবে, আর না হলে, গরিব মানুষদের যে অধিকার তারা পাচ্ছিলেন, সেই অধিকার থেকে তাঁরা যাতে বঞ্চিত না হন, আমরা একটা ওয়েব পোর্টাল চালু করছি। যেটা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবে। যাদের যাদের নাম কাটা হচ্ছে, তাঁদের আমরা একটা আলাদা কার্ড দেব।'

সরেজমিনে দেখতে সন্দেশখালি পৌঁছলেন ডিজি রাজীব কুমার

বৈঠক পুলিশকর্তাদের সঙ্গে, ৪টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বসছে সিসিটিভি

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তপ্ত সন্দেশখালিতে গেলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। লঞ্চ থেকে নেমে টোটোয় চড়ে সন্দেশখালি থানায় পৌঁছন তিনি। তাঁর সঙ্গেই ছিলেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার এবং বসিরহাটের পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান।

সন্দেশখালি থানাতেই বৈঠক হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি-সহ একাধিক বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক। দুপুর আড়াইটের কিছুটা পরে সন্দেশখালিতে পৌঁছন রাজীব। গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে উত্তপ্ত সন্দেশখালি। এই প্রথম সেই এলাকায় গেলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। সন্দেশখালিতে গিয়ে প্রথমেই থানায় চলে যান ডিজি। তিনি বৈঠকের আগে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও কথা বলেননি।

ইতিমধ্যেই নবান্ন ১০ পুলিশকর্তার একটি টিম তৈরি করে দিয়েছে। তাঁরাও গ্রামে গ্রামে ঘুরে অভিযোগ নিচ্ছেন। যদিও ডিজির যাওয়া অর্থবহ বলেই মনে করছেন প্রশাসনের অনেকে। এর মধ্যে দুই তৃণমূল নেতা শিবু হাজরা এবং উত্তম হাজরাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার হয়েছেন সিপিএম ও বিজেপির নেতারাও। এর আগে ভবানী ভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন রাজীব কুমার। সে দিনই সেই সাংবাদিক বৈঠকের পরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন শিবু হাজরা। তবে তৃণমূলের সন্দেশখালি-২ ব্লকের সভাপতি শাহজাহান শেখ এখনও 'বেপাত্তা'। গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলায় তাঁর বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়েই আক্রান্ত হতে হয়েছিল ইডি কর্তাদের।

তবে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে মূলত শাসকদলের বিরুদ্ধেই স্থানীয়দের ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসে। শিবুর পোলট্রি ফার্মে আগুন দেওয়া থেকে শুরু করে বাড়ি ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটে। প্রতিদিন নতুন নতুন ঘটনা ঘটতে থাকে ন্যাজাট থেকে সন্দেশখালি পর্যন্ত। সেই আবহেই বুধবার সন্দেশখালি গেলেন ডিজি রাজীব কুমার। এদিকে গোটা এলাকায় পুলিশি নজরদারি আরও বাড়ছে। এলাকায় নজরদারি বাড়াতে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বসানো হচ্ছে সিসি ক্যামেরা। খুলনা ঘাট, ভোলাখালি ঘাট, এবং সন্দেশখালি ঘাটে বসছে সিসি ক্যামেরা। সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে ত্রিমোহিনী বাজারেও। আসলে সন্দেশখালির সব এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্টে বাড়তি নজরদারি চাইছে পুলিশ। সেই সঙ্গে নজরদারি চালানো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতেও।

শিবু হাজরার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ধর্ষণ মামলা দায়ের পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিকাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূল নেতা শিবপ্রসাদ হাজরা ওরফে শিবুর বিরুদ্ধে আরও একটি ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হল থানায়। বুধবার অভিযোগকারিণীর গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয় বসিরহাট মহকুমা আদালতে। এর আগেই গণধর্ষণের মামলা দায়ের হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ বার দ্বিতীয় অভিযোগ দায়ের হল আদালতে। পুলিশ সূত্রে খবর, শিবু-সহ মোট তিন জনের বিরুদ্ধে এই নয়া অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সন্দেশখালি-২ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি ছিলেন শিবু হাজরা। গত শনিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ন্যাজাট থানা এলাকা থেকে। ঘটনাক্রমে ওই ব্লকে শিবুর পদের দায়িত্ব সামলানোর জন্য সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতোকে নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল। বছর ছয়েক আগে তৃণমূলের তরফে দলের সন্দেশখালি ২ ব্লক সভাপতি করা হয় শিবুকে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, তার পর থেকে একের পর এক দুর্নীতি এবং অপরাধমূলক কাজ করেছেন তিনি। তবে শিবুর নাম উঠে এসেছে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের সূত্র ধরে। ইডির অভিযানের পর শাহজাহান 'বেপাত্তা' হয়ে যাওয়ার পর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না শিবুরও। জমি দুর্নীতি থেকে মহিলাদের উপর নির্যাতন; তৃণমূলের ওই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিস্তর। কয়েক দিন আগে শিবুর মুরগির খামারে আগুন দেওয়া থেকে শুরু করে তাঁর বাগানবাড়িতে ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত শনিবার শিবুকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার বসিরহাট থানা থেকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলার সময় শিবুকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয়দের একাংশ। এমনকী, থানার সামনে শিবুকে দেখে 'চোর-চোর' স্লোগানও ওঠে।

'খলিস্তানি' বিতর্কে চাপে বিজেপি, রাজ্য দপ্তরে বিক্ষোভ শিখদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি ইস্যুতে রাজ্যের উপর চাপ বাড়াতে গিয়ে পালটা চাপে বিজেপি। খলিস্তানি বিতর্কে গোটা দেশ থেকেই চাপ আসছে গেরুয়া শিবিরের উপর। এমনকী, দলের অন্দরেও চাপে শুভেন্দু অধিকারী-অগ্নিমিত্রা পলরা।

শিখ আইপিএস আধিকারিককে 'খলিস্তানি' কটাক্ষের বিরোধিতায় গর্জে উঠেছে গোটা দেশ। মঙ্গলবার বিকাল থেকেই মুরলীধর সেন লেনে রাজ্য বিজেপির দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ দেখান শিখ সম্প্রদায়ের বহু মানুষ। বুধবারও সেই একই ধরনের বিক্ষোভ চলছে। তাঁদের দাবি, যে পুলিশ আধিকারিকের উদ্দেশে 'খলিস্তানি' মন্তব্য করা হয়েছে, তাঁকে তো বটেই গোটা শিখ সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। আসরে নেমেছে কংগ্রেস এবং আপের মতো বিরোধী দলও। টুইট করে ঘটনার নিন্দা করেছেন রাহুল গান্ধি, ভগবন্ত মানরা। এসবের মধ্যে দলের অন্দরেও চাপ বাড়ছে শুভেন্দু অধিকারীদের উপর। মঙ্গলবার রাতেই বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা মনজিন্দর সিং সিরসা ফোন করেন শুভেন্দুকে। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শোনেন বিরোধী দলনেতার কাছ থেকে। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাইছেন রাজ্যে বিজেপির সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়াও। খলিস্তান বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলতে হয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপিকেও। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এ নিয়ে বলেন, 'এটা যেই বলে থাকুন, অন্যায় করেছেন। তবে রাজ্য বিজেপি জানিয়ে দিয়েছে, দলের নেতারা কেউ ওই মন্তব্য করেননি।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বার বার দাবি করেছেন তিনি বা তাঁর দলের 'খলিস্তানি' কটাক্ষ করেননি। বিজেপি বিধায়কের সেই দাবি নস্যাৎ করে পুলিশ আধিকারিক জসপ্রীত সিং সাফ জানিয়েছেন, শুভেন্দুই তাঁকে খলিস্তানি বলে কটাক্ষ করেছেন। ইনটেলিজেন্সের আধিকারিকের সেই সাক্ষাৎকারের ভিডিও সোশাল নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ।

দিল্লি হাইকোর্টে মহুয়া মৈত্র

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি: ফের একবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ মহুয়া মৈত্র। ফেমা-র অধিনে তাঁর বিরুদ্ধে ইডির তদন্ত সম্পর্কিত কোনও গোপন বা অযাচাইকৃত তথ্য ফাঁস, সম্প্রচার এবং প্রচার করা থেকে বিরত রাখতে চেয়ে ইডি ও ১৯টি মিডিয়া হাউসের বিরুদ্ধে রেস্ট্রেইন ওর্ডারের আবেদন করেছেন তিনি।

সাড়ে ৮ ঘণ্টা জেরার পর ইডি দপ্তর থেকে হাসিমুখে বেরোলেন দেব

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি: দিল্লির ইডি দপ্তর থেকে প্রায় সাড়ে ৮ ঘণ্টা পর বেরোলেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব। গোরুপাচার মামলায় তাঁকে তলব করা হয়েছিল। বুধবার সকাল ১১টার আগে রাজধানীতে ইডির সদর দপ্তরে দেব হাজিরা দেন তিনি। সেখান থেকে বেরোন সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিট নাগাদ।

ইডির সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সামনে বেশি কথা বলেননি দেব। সামান্য কিছু কথা তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে। তিনি বলেন, 'হাসি মুখে গিয়েছি, হাসি মুখে ফিরলাম। আমি তো চুরি করিনি। তাই কোনও ভয় নেই। আগেও বলেছি, যত বার ডাকবে, তত বার আসব। বাকি কথা ইডি বলবে। এ সব নিয়ে এখন বেশি কথা না বলাই ভাল। আমার ফ্লাইটটা মিস্ হয়ে যাবে।' এর পরেই দেব গাড়িতে ঢুকে পড়েন। বুধবার রাতেই তিনি কলকাতায় ফেরেন। দেব জানিয়েছেন, আপাতত

আর তাঁকে ডাকা হয়নি।

দিল্লিতে ইডির দপ্তরে হাজিরা দিতে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়েও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দেব। তখন জানিয়েছিলেন, তদন্তে সহযোগিতা করবেন বলে তিনি শুটিং বাতিল করে ইডির ডাকে সাড়া দিয়ে দিল্লিতে যাচ্ছেন। তিনি কোনও অপরাধ করেননি বলেও দাবি করেন।

২০২২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নিজাম প্যালেসে দেবকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছিল, গোরু পাচারকাণ্ডে বিভিন্ন সাক্ষীকে জেরা করার সময় দেবের নাম উঠে এসেছিল। সেই কারণে তাঁকে ডাকা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সিবিআই দপ্তর থেকে বেরিয়ে দেব জানিয়েছিলেন, 'একজন ব্যক্তিকে চিনি কি না, সেই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। আমার বক্তব্য জানিয়েছি। মনে হয় আর ডাকবে না।'

২০২৩ সালে দেবের বিরুদ্ধে নিয়োগ 'দুর্নীতি'তে জড়িত থাকার অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেতা হিরণ। তাঁর অভিযোগ ছিল, গোরু পাচারকাণ্ডে ধৃত এনামুল হকের কাছ থেকে ৫ কোটি টাকা নিয়েছেন ঘাটালের সাংসদ। দেব পাল্টা জানিয়েছিলেন, তথ্যপ্রমাণ থাকলে যেন ইডি বা সিবিআইয়ের কাছে যান হিরণ। বুধবারও একই প্রশ্ন করা হয়েছিল দেবকে। জবাবে সরাসরি তৃণমূল সাংসদ জানান, তিনি এনামুলকে চেনেন না। তাঁর কাছে থেকে কোনও টাকাও দেবের অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি।

খনৌরি সীমানায় মৃত ২১ বছর বয়সী কৃষক

পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে মাথায় আঘাত

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি: পঞ্জাব-হরিয়ানার খনৌরি সীমানায় মৃত্যু হল ২১ বছর বয়সি এক আন্দোলনকারীর! সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বুধবার হরিয়ানা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় চোট পাওয়ার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার হরিয়ানা পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তির সময় চোট পাওয়ার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও কৃষক মৃত্যুর খবর গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছে হরিয়ানা পুলিশ। অভিযোগ, বুধবার মনোহরলাল খট্টর সরকারের পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ওই কৃষক। এর পর পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কির সময় চোট পান তিনি। তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাথায় চোট

লাগার কারণে ২১ বছর বয়সি ওই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, হরিয়ানা পুলিশের দাবি, শম্ভু সীমানায় বুধবার কোনও কৃষকের মৃত্যু হয়নি। বুধবার দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ হরিয়ানা পুলিশ এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছে, 'এটি নিছকই একটি গুজব। দাতা সিং-খানোরি সীমানায় পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে দু'জন পুলিশকর্মী এবং একজন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই চিকিৎসাধীন।' যদিও হাসপাতাল সূত্রে খবর, পুলিশ সেই টুইট করার পর মৃত্যু হয়েছে ওই কৃষকের। কৃষক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে শম্ভু সীমানায় আন্দোলনের তেজ আরও বাড়িয়েছেন বিক্ষোভকারী কৃষকেরা। নিজেদের দাবিদাওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে বুধবার থেকে নতুন করে 'দিল্লি চলো' যাত্রা শুরু করেছেন কৃষকেরা। বুধবার সকালে প্রায় ১৪ হাজার কৃষক শম্ভু সীমানা পেরোনোর চেষ্টা করার সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে তাঁদের। বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। নামানো হয় আধা সামরিক বাহিনী। সেই সংঘর্ষের সময়ই চোট পাওয়ার কারণে ওই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। সূত্রের খবর, শম্ভু সীমানায় আরও ১৬৬ জন কৃষক আহত হয়েছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Subir Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bhabani Prasad Banerjee ও B. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫১৭ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Samanta S/o. Ananda Mohan Samanta ও Swapan Samanta S/o. A. M. Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫১৩ নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Bhowmick S/o. Motilal Bhowmick ও Tapan Bhowmick S/o. M. Bhowmick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২১১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Yasin Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nabibar Rahaman Mondal ও N. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ৯ই ফাল্গুন। বৃহস্পতি বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরি চন্দ্র র ও বিংশোত্তরী শনির র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে, বান্ধব এবং স্বজন আত্মীয় দ্বারা কিছু সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কাল। যারা শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের পূর্ণ সম্মান প্রাপ্তির দিন। গৃহ বাস্তু জমি ভূমি বিষয়, লাভ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। গৃহবধূদের আনন্দের দিন। দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। বিবাহের বিষয়ে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন সঙ্গে চলুন।

বৃষ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান খুব শুভ নয়। বাণিজ্যে নতুন কোন লগ্নি করা উচিত হবে না। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের শরীর খারাপ বিষয়ে, বিশেষ চিন্তা। এক ছলনাময়ী নারীর কারণে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। প্রেমে অশান্তি। দাম্পত্য অশান্তির কালো মেঘ। বিদ্যার্থী এবং উচ্চবিদ্যায় যারা আছেন তাদের আজকের দিনটি একটু বাঁধা পড়বে। হরিনাম করুন ঐশ্বরিক কৃপা গ্রহন করুন।

মিথুন রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান খুব শুভ। যারা বিদ্যার্থী তাদের শুভ যোগাযোগ। যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ র মিষ্টি চাহুনি থাকবে, আপনার দিকে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বান্ধব কূল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ দেবতার চরণে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জালন করুন, শুভ হবে। প্রতিবেশী দ্বারা আজ শুভ যারা NGO তে কাজ করেন তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তি দিন।

কর্কট রাশি : আজ আজ শুভ দিন। আজ প্রপার্টি সম্পত্তি- বাস্তু- ভূমি- জমি- বিষয় লাভ প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। নতুন পথ দেখা যাবে আয় বৃদ্ধির। যারা শিল্পী অভিনয় করেন কলাকুশলী তাদের আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। কর্ম প্রার্থীদের আজ নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা পাওয়া যাবে। শুধু সচেতন থাকতে হবে এক কুটিল বুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিবেশীর কারণে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ জৈষ্ঠ মাসের শনিবার। শ্রী চন্ডী পাঠ করুন। প্রদীপ জালুন ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

সিংহ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে পরিবারে বাকবিতণ্ডা বৃদ্ধি হবে। তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা থাকবে। কোন ছলনাময়ী নারীর দ্বারা বিপদবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা কাল। সতর্ক থাকতে হবে বাণিজ্যে। কোন লগ্নি করা উচিত হবে না। আজ ব্যাংক ইন্সুরেন্স বা পাসপোর্ট অফিসের কাজে বাধা পড়বে। পারিবারিক সম্পত্তি- ভূমি- জমি- বাস্তু বিষয়, আজ কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া শুভ হবে। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ীরা আজ একটু ধৈর্য ধরুন। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন। বাড়িতে দেবতার চরণে হলুদ নিবেদন করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

কন্যা রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটানো উচিত। গ্রহণ সংস্থান অনুসারে আজকের রাহুর প্রভাব বৃদ্ধি হবে। অতি ব্যায় বৃদ্ধি হবে। ক্রোধ আসবে মনে। বিবাদ বিতর্ক দ্বারা সুন্দর সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। নিজেকে সংযত করলে অতীব শুভ। যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের অতীব সতর্ক হয়ে, আজকের দিনটি পথ চলা উচিত। শিবনাম করুন এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে। হলুদ পুষ্প। লাল পুষ্প। নিবেদন করুন। আজকের দিনটি শুভ তবে দুজন পারিবারিক সদস্যের দ্বারা বিবাদ বিতর্ক দেখা দেবে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। অর্থপ্রাপ্তির পুর্ণ সম্ভাবনাময় কাল। যারা তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যবসা করেন। তাদের লাভ প্রাপ্তির দিন। আজ সারাদিন দুর্গা নাম করে, ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক শুভ। শ্বশুরবাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা বিশেষভাবে সম্মান প্রাপ্তির দিন। তবে গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থাকছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজর আপনার দিকে থাকবে। শরীরের দিকে নজর দিন। পরিবারের প্রবীণ মানুষের শরীরের দিকেও নজর দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে হলুদ দান করুন। বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি সম্ভব।

ধনু রাশি : আজ শুভ দিন। যে বিষয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন-- এতদিন। আজ সহজেই তা সমাধান হয়ে পড়বে। গৃহ বাস্তু- ভূমি- জমি- বিষয়ে শান্তি প্রাপ্তি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ থাকবে। আজ শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, আজ শনিবার, দেবী মা চন্ডীর ঘট স্থাপন করুন। ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে, নৈরাশ্য হতাশা বৃদ্ধি। পরিবারে যেন গুপ্ত শত্রুর, ষড়যন্ত্র দেখা যাবে। সতর্ক হয়ে থাকা শুভ। প্রতিবেশী যেন ঈর্ষা কাতর হয়ে পড়বে--আপনার প্রতি। বান্ধব বান্ধবী দ্বারা সম্মান হানির যোগ। কথাবার্তায় তর্ক বিবাদের সম্ভাবনা। আজ ধৈর্য ধরে শুধু কথা শোনার দিন। দেবী মা দুর্গার নাম করুণ। আজ শনিবার বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

কুম্ভ রাশি : যারা ঠান্ডা পানীয় জল- তরল- পদার্থ- কেমিক্যালের ব্যবসা করেন, তাদের অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা মেশিনারি লৌহ ব্যবসা করেন, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। সকালের দিকে বেলা বারোটা পর্যন্ত, রাহু কাল। বড় অর্থ লগ্নী না করা শুভ। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বান্ধব দ্বারা সম্মান প্রাপ্তিযোগ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন আর হলুদ দান করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

মীন রাশি : আজ বাড়ি জমি- গৃহ- বাস্তু বিষয় লাভ প্রাপ্তি। সন্তানের উন্নতিতে গর্ববোধ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি সম্ভাবনা। বাড়িতে মাছের অ্যাকোরিয়াম যেন না থাকে। আজ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে। জীবনের বহু বাধা দূর হবে।

(দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ র তিরোধান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫১২ নং এফিডেভিট বলে Asit Dey S/o. Srish Chandra Dey ও Asit De S/o. S. Ch. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Madhurima Dey D/o. Kamalesh Dey নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Maryam Zahrat নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। Maryam Zahrat & Madhurima Dey D/o. Kamalesh Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১২৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Swarnendu Ghosh S/o. Smrajit Kumar Ghosh & Swarnendu Ghosh S/o. Smarajit Ghosh & Swarnendu Kumar Ghosh S/o. Smrajit Kumar Ghosh R/o. Kulti Road, Pandua, Hooghly-712149, W.B., উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক নাম Swarnendu Ghosh S/o. Smrajit Kumar Ghosh.

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫০৭ নং এফিডেভিট বলে Susanta Kar S/o. Mohan Chandra Kar ও Susanta Kar S/o. Lt. M. Kar সাং নয়াসড়াই, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Rustam Khan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md. Main Khan ও M. Khan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫২৪ নং এফিডেভিট বলে Mansa Murmu S/o. Lachchu Murmu ও Monsa Murmu, Manasa Murmu S/o. Lt. L. Murmu, Lt. Lachchu Murmu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদিয়া, মোকাম কৃষ্ণনগরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জর্জ/সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন ১ম আদালত
সাকসেশন কেস নাম্বার- ১৭/২০২৩
দরখাস্তকারী- শর্মিষ্ঠা গুপ্তা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী শর্মিষ্ঠা গুপ্তা, স্বামী- মৃত জ্যোর্তিস্ময় গুপ্তা, সাং-দেবগ্রাম সতিমাপাড়া, পোঃ দেবগ্রাম, থানা- কালিগঞ্জ, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১১৩৭। উক্ত দরখাস্তকারীর পুত্র মৃত সুবর্ণ কুমার গুপ্তা, পিতা- মৃত জ্যোর্তিস্ময় গুপ্তা, সাং-দেবগ্রাম সতিমাপাড়া, পোঃ দেবগ্রাম, থানা- কালিগঞ্জ, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১১৩৭ গত ইংরাজির ৬/১১/২০২২ তারিখে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত মৃত ব্যক্তির নামে L.I.C.I. তে ৭২,০০০ টাকা গচ্ছিত আছে। উক্ত টাকা ফেরত পাইবার জন্য অত্র আদালতে দরখাস্তকারী সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি/বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে মহামান্য আদালতে হাজির হইয়া শুনানি কার্য্যে অংশগ্রহন করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানি হইবে। অদ্য তারিখে আমার দস্তখত আদালতের সিল ও সহি প্রযুক্ত মতে দেওয়া হইল। তাং-০১/০২/২০২৪

SCHEDULE

L.I.C.I. Policy being number 421652732, dated- 04/08/2023 Vest. Bouns/ Guar. Add. Rs. 72,000/-.

অনুমত্যানুসারে
শ্রী অশোক পাল
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিনি. ডিভি.)
১ম আদালত

CHANGE OF NAME

I, Erina Ghosh, D/o Bipul Ranjan Ghosh R/o Nangi, Dharmatala, Batanagar, have changed my daughter's name from **C Arshia Reddy** to **Arshia Ghosh** vide affidavit no. 10354 Dated 20.02.24 At Alipore Kolkata

নাম-পদবী

আমি বিমল সরকার, পিতা- জয়দেব সরকার, সাং সাতগাছি, পোঃ ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, আমার জমির রেকর্ডে ও দলিল নং ৭০১ তাং ১৮.০১.১৯৭৪-তে আমার নাম সতীশ চন্দ্র সরকার হইয়াছে। ২১.১২.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে বিমল সরকার ও সতীশ চন্দ্র সরকার একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি অমর কীর্ত্তনীয়া পিতা- অক্ষয় কীর্ত্তনীয়া PLI/RPLI-পলিসি R-WB-EA 659014-তে নাম অমর কীর্ত্তনীয়া আছে ৯/২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারাকপুর কোর্টে এফিডেভিটে Amar Kirttaniya ও Amar Kirtania একই ব্যক্তি হলাম আমার আসল নাম Amar Kirttaniya গ্রাম ভায়না হাঁসখালি নদীয়া

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, মোকাম শ্রীরামপুরের ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৩ সালের ৭৯ নং অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা
দরখাস্তকারীঃ শ্রীমতী কাবেরী দে

স্বামী- মৃত গৌরমোহন দে, সাং শ্রীমা অ্যাপার্টমেন্ট, সেকেণ্ড ফ্লোর, ৩৮, শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, উত্তরপাড়া, কোতরং, পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া জেলা- হুগলী পিন- ৭১২২৫৮।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে অত্র মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারী, প্রয়াত গৌরমোহন দে, পিতা মৃত কৃষ্ণদাস দে সাং শ্রীমা অ্যাপার্টমেন্ট, সেকেণ্ড ফ্লোর, ৩৮, শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড উত্তরপাড়া, কোতরং পোঃ ও থানা উত্তরপাড়া জেলা হুগলী পিন- ৭১২২৫৮ -এর ত্যক্ত তপশীল বর্ণিত স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া, শেক্সপীয়র সরণী (কলকাতা) শাখার ১০৯৩৭৯৩৩২৩৪ নং সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রক্ষিত মোট ২৫,৯৯,৩৬৬.১২/- (পঁচিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত ছেষট্টি টাকা বারো পয়সা) পাইবার প্রার্থনায়, জেলা হুগলী, মোকাম শ্রীরামপুর ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালতে সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার আবেদন করিয়া ২০২৩ সালের ৭৯ নং অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, যাহা আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে। এমতাবস্থায় নোটীশ প্রকাশিত হইবার ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত প্রয়াত গৌরমোহন দে'র সম্পত্তির কোন ওয়ারিশান বা দাবিদার থাকিলে তিনি নিজে অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী মতে মোকর্দ্দমার নিস্পত্তি হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
অরূপ কুমার শী

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদারবাবু
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
শ্রীরামপুর, হুগলী, পঃবঃ
১৩/০২/২৪

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শচীন মুন্সী তাহার অরজিনাল দলিলের শেষ পৃষ্ঠা যাহার নং ৯৯৭/২০০৬ যাহা মৌজা লক্ষ্মনপুর, ডোমজুড় হাওড়া তে অবস্থিত সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল দ্বারা গোলাবাড়ী থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি নং ২৩০৫ তারিখে ২১/০২/২০২৪। আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহন করিতে চলেছেন।

এমতাবস্থায় উক্ত দলিল সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোন প্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি
(রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০, কিরন শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা- ৭০০০০১।

CHANGE OF NAME

I, **M. M Masbul** S/o - Abdul Hai residing at Vill.- Char Babupur, P.O.- Hanumantanagar, P.S.- Bhagwangola, Dist.- Murshidabad, Pin - 742135, W.B. do hereby Solemnly Affirm and declare that my name has been recorded as M. M Masbul in all the educational certificates and other relevant documents. That now I have changed my name permanently as Masbul Khan in place of my previous name M. M Masbul. That in the future I will be known by a new name **Masbul Khan** for all purposes. That I further declare that both the names mentioned hereinabove belong to one and the same person vide Affidavit dated 12.02.2024 before the Notary Public at Lalbagh, Murshidabad, W.B.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, সদর মহকুমার ডেলিগেট আদালত
রেফাঃ- অ্যাক্ট ৩৯ কেস নাম্বার ৭২/২০২৩
দরখাস্তকারীগনঃ ১) শ্রীমতি সোমা সেনগুপ্ত, ২) দ্যুতি সেনগুপ্ত

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে, যে ১/৩৭২, ঝাঁপপুকুর নন্দীবাগান, পোঃ- সাহাগঞ্জ, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০৪, নিবাসীর অধুনামৃত গৌতম সেনগুপ্ত, পিতা- মৃত জগৎ জীবন সেনগুপ্ত মৃত্যু কালীন তাহার জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড একাউন্ট নং ৩০৫১৫, অফ এমপ্লয়ী আই ডি নং ২১০১৬, অফ দি কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ৫, এস. এন. ব্যানার্জী রোড, কোলকাতা- ৭০০০১৩, -তে ৩৪,০১,৯৮২/- (চৌত্রিশ লক্ষ এক হাজার নয় শত বিরাশি) টাকা মাত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

অত্র দরখাস্তকারীগন মৃত গৌতম সেনগুপ্তের স্ত্রী এবং কন্যা বিধায় উপরোক্ত অর্থ সংক্রান্তে সাকশেসন সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত আদালতের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন।

দরখাস্তকারীগনের উক্ত প্রার্থনা মোতাবেক যদি কাহারো কোনরুপ দাবী অথবা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটিশ প্রকাশিত হইবার পর হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপন দাবী পেশ করিবেন, অন্যথায় মোকর্দ্দমায় একতরফা বিবেচিত হইয়া যথা বিহিত আদেশ হইবে।

দরখাস্তকারীগণের তরফ
উকিলবাবু
শ্রী সন্দীপ কুমার শীল
(এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
জেলা- হুগলী, সদর মহকুমার
ডেলিগেট আদালত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯২২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১
পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৩৩২৭৭০৭৬৭

বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি, মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার হাওড়ার সদর হাসপাতালে পাঁচলার বিজেপি কোনভেনারকে দেখতে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দাগেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, ' মুখ্যমন্ত্রীর বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়েছে। যখন বাংলার মহিলাদের ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানি করা হচ্ছে তখন উনি সামাল দিতে না পেরে শুটিং করছেন। বাংলার পুলিশ, প্রশাসন ও তৃণমূল কংগ্রেস আগে নিজেদের অবস্থান ঠিক করুক। আগে বলেছিল কিছু হয়নি, আবার আইনের নির্দিষ্ট ধারা দিয়ে শিবু হাজরাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হল। বাংলার পুলিশ নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্টে ওই অভিযুক্তা নির্যাতিতার ভিডিও প্রকাশ করল। আমি মানবাধিকার কমিশনে চিঠি লেখার পর সেই ভিডিও পুলিশ সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এটাই বাংলার পুলিশের পেশাদারিত্ব, এরা আইনও সঠিক জানে না।'

পাশপাশি দেবের ইডি দপ্তরে হাজিরা প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস। দেবের সেটাই হয়েছে। ও তৃণমূল ছাড়বে বলে সিদ্ধান্ত নিতেই দিদি ও ভাইপো শাসানিতে ছাড়তে পারেনি। না হলে এই রাজ্যে ব্যবসা, সিনেমা করতে দেবে না। সুকান্ত বলেন, ' রোম যখন জ্বলছিল তখন রোমের সম্রাট বেহালা বাজাচ্ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বেহালা বাজাতে পারেন না, কবিতা লিখতে পারেন। এবার কবিতা না লিখে শুটিং করছেন।'

এছাড়াও হাওড়ার পাঁচলাতে দীঘি ভরাটকে কেন্দ্র করে বিজেপির কর্মীদের মারধরের ঘটনার নিন্দা করে সুকান্ত বলেন, ' তৃণমূল সবই চুরি করেছে, মহিলাদের ইজ্জত থেকে শুরু করে জলাশয়। কিছুই বাদ রাখেনি।'

নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগেই রাজ্যে আসতে চলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার আগে রাজ্যে আসতে চলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দেশের জাতীয় নির্বাচন কমিশন এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশেষত মানুষের মধ্যে থেকে ভয় দূর করে নিজের ভোট নিজে দেওয়ার প্রবণতাকে বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং সব এলাকা এখন থেকেই শান্তিপূর্ণ রাখার জন্যই দেশের জাতীয় নির্বাচন কমিশন এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, যেসমস্ত এলাকায় আইন শৃঙ্খলা নিয়ে সমস্যা আছে সেখানে রুট মার্চ করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রসঙ্গত, বুধবারই প্রত্যেকটি লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে কতগুলি করে স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে জেলাশাসকদের কাছে তার তালিকা চায় নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয়, স্পর্শকাতর বুথের পাশাপাশি স্পর্শকাতর অঞ্চল কতগুলি করে রয়েছে তার তালিকাও চায় নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন জেলা জেলাশাসকদের বুধবারের মধ্যেই তালিকা পাঠানোর নির্দেশ দেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। একইসঙ্গে, ২০১৯-এর তুলনায় স্পর্শকাতর বুথ ও স্পর্শকাতর অঞ্চলের সংখ্যা বেড়েছে কিনা সেই রিপোর্টও চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা যায়, স্পর্শকাতর বুথের উপর নির্ভর করেই লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে আধা সেনা মোতায়েন করা হবে। সেই কারণেই দ্রুত তালিকা চেয়েছে নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য, জেলায় জেলায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আগেও রিপোর্ট তলব করেছিল নির্বাচন কমিশন। কোনও জায়গায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে তার রিপোর্ট সঙ্গে সঙ্গে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের তরফে। এই বিষয়ে জেলাশাসকদের সঙ্গে গত সপ্তাহেই ভার্চুয়াল বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনারদের নিয়ে সশরীরে বৈঠক করবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় যে অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে সেই এলাকাগুলিকে মার্ক করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। কমিশন সূত্রে খবর, প্রয়োজনে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়ানো হতে পারে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পক্ষে বিরোধীরা বারংবার সরব হলেও শাসকদল আগাগোড়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলি চালানোর অভিযোগ তুলে সেই ঘটনার যথার্থতা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন করেছে শাসক দল তৃণমূল। তবে, এখন দেখার বিষয়, শেষ পর্যন্ত এরাজ্যে ঠিক কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

টিটাগড়ে অস্থায়ী দোকানপাট উচ্ছেদ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অস্থায়ী দোকানপাট উচ্ছেদ ঘিরে বুধবার উত্তেজনা ছড়াল টিটাগড় টাটাগেট সংলগ্ন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল রোডে। এদিন সকালে পুরসভার পক্ষ থেকে রাস্তার ধারে থাকা দোকানপাট উচ্ছেদ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জেসিবি মেশিন দিয়ে একটি শৌচালয় ভাঙতেই বাধা দেয় স্থানীয় দোকানদাররা। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল রোডে। অভিযোগ, পুরসভার তরফে নোটিশ না দিয়েই দোকানপাট ভাঙা হচ্ছে। যদিও দোকানদারেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এদিন উচ্ছেদ আটকে দেয়। উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানিয়ে দীর্ঘক্ষন তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্থানীয় দোকানদার মহম্মদ জলিল ও টিপু সুলতান বলেন, 'নোটিস ছাড়াই পুরসভা দোকানপাট ভাঙতে এসেছিল। তারা একজোট হয়ে উচ্ছেদ রুখে দিয়েছেন।' তাঁদের দাবি, নতুন দোকান ঘর করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁরা দোকান ভাঙতে দেবেন। এ প্রসঙ্গে টিটাগড় পুরসভার চেয়ারম্যান কমলেশ সাউ বলেন, 'ওখানে পুরসভার একটা নিকাশি ড্রেন ছিল। কিছু লোক দখল করে ড্রেনের ওপর দোকানপাট বানিয়েছে। জল অপসারণ না হওয়ার ফলে বর্ষাকালে ওই এলাকায় জল জমে। তাই ওখানে নতুন করে ড্রেন করার জন্য টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে।' পুরপ্রধান স্পষ্ট করে দেন, কাজে বাধা দিলে তাঁরা আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবেন। তিনি দোকানদারদের সঙ্গে কথাও বলবেন।

অবৈধ জমি লেনদেনে যুক্তদের ধরতে হবে, পাঁচলা কাণ্ডে সুর চড়াল বিজেপি মহিলা মোর্চা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গত কয়েকদিন পাঁচলা বিধানসভায় ২৬০ বিঘার দিঘি বোজানোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পাঁচলা বিধানসভা বিজেপির কর্মীদের উপর শারীরিক নিগ্রহ ও হামলার ঘটনা ঘটে বলেই বিজেপির অভিযোগ। হাওড়া হাসপাতালে আহত কর্মীদের ভর্তি করা হয়েছে। আহত কর্মীকে দেখতে হাওড়া হাসপাতালে আসেন বিজেপির মহিলা মোর্চা সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র। তিনি সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শেখ শাহজাহানের মতো লোকেরা ছড়িয়ে আছে। যারা মুখ্যমন্ত্রীর ছাতার তলাতে দুধেভাতে আছে, আর সাধারণ মানুষ নিগৃহীত হচ্ছে। এই বিএলআরও অফিসগুলো আসলে ঘুঘুর বাসা। এখান থেকে জমির চরিত্র, মালিকানা বদলে দেওয়া হচ্ছে। তদন্ত এখান থেকে শুরু করতে হবে। দোষীদের শাস্তি দিতে হবে।'

পাঁচলা ব্লকের দিঘির পাড় এলাকা চলতি সপ্তাহের সোমবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা হাতে লাঠি, ঝাঁটা, জুতো নিয়ে একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। প্রায় ২৬০ বিঘা জমি নিয়ে এই দীঘি কয়েক দশকের বেশি সময় ধরে এলাকার মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, অবৈধ উপায়ে এই দিঘি ভরাট করার কাজ করা হচ্ছে। সোমবার হাতে লাঠি, ঝাঁটা হাতে প্রতিবাদ দেখাতে আসেন। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পাঁচলা থানার পুলিশ। এলাকাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ওই এলাকার পঞ্চায়েতের সদস্য ও তৃণমূল নেতা শেখ খলিলের নির্দেশেই এই দিঘি বুঝিয়ে ফেলা হচ্ছে। আশেপাশের তিন ফসলি জমির চাষবাস থেকে শুরু করে পুজার সমস্ত জলের সরবরাহ এই দিঘি থেকেই করা হয়।

মাঝ বসন্তেও ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বসন্তেও পিছু ছাড়তে চাইছে না বর্ষা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বসন্তেও বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আবহাওয়ায় বড় সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে আগামী ক'দিন। তবে বৃষ্টি হলেও আগামী কয়েকদিনই সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশ খানিকটা বেশিই থাকবে। বুধবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৬৩ থেকে ৯১ শতাংশের আশপাশে।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার, ২২ ফেব্রুয়ারিও উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এই কারণে বৃহস্পতিবার এই সব জেলায় জারি করা হয় হলুদ সতর্কতা। এর মধ্যে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এরপর শুক্রবার, ২৩, ফেব্রুয়ারিও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে জারি থাকবে বৃষ্টি। সেদিন হালকা বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতায়। তবে সেদিন হাওড়া, হুগলি, হাওড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, ২৪ এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমানে।তবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে এই দুই দিন আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থকবে বলে জানা গিয়েছে। আগামী পাঁচদিনে কলকাতার তাপমাত্রাতেও খুব একটা পরিবর্তন আসবে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

এদিকে উত্তরবঙ্গে বুধ এবং বৃহস্পতি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে। তবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে এই দুই দিন আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থকবে বলে জানা গিয়েছে। আগামী পাঁচদিনে কলকাতার তাপমাত্রাতেও খুব একটা পরিবর্তন আসবে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

এদিকে উত্তরবঙ্গে বুধ এবং বৃহস্পতি সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এরপর ২৩ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বৃষ্টি হতে পারে।তবে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ৯ ফাল্গুন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

অনির্দিষ্টকালের জন্য কাউকে হেপাজতে রাখা যায় না

পার্থ মামলায় ইডি অধিকর্তার রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অনির্দিষ্টকালের জন্য কাউকে হেপাজতে রাখা যায় না। কবে থেকে নিম্ন আদালতে বিচারপর্ব শুরু করা সম্ভব? প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলায় এ বার ইডির বিশেষ অধিকর্তার রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, ১ বছর ৭ মাস জেলে আছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু কতদিন? ইডিকে প্রশ্ন করেন বিচারপতি। ২৭ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি।

নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালের জুলাই মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। গ্রেপ্তার হওয়ার ১৩ মাস পর কলকাতা হাই কোর্টে জামিনের আবেদন করেন পার্থ। কিন্তু ইডি প্রথম থেকেই 'প্রভাবশালী' উল্লেখ করে জামিনের বিরোধিতা করে। পালটা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসেই শুরু হয় পার্থের জামিনের মামলার শুনানি। গত বছর ৬ সেপ্টেম্বর এই মামলায় প্রথম শুনানি ছিল। কিন্তু ইডি শুনানির তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল। ইডির আবেদন মেনে শুনানি পিছিয়েও দিয়েছিলেন বিচারপতি।

'এসএসসি এবং পর্ষদের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিন!'

সিআইডির অভিযোগে মন্তব্য বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদের গোঠা এয়ার স্কুলে 'অবৈধ' শিক্ষক নিয়োগের ঘটনায় স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ আনল সিআইডি। আর তা শুনেই ক্ষুব্ধ বিচারপতির মন্তব্য, 'তদন্তে সহযোগিতা করছে না বলে চুপ করে বসে থাকবেন? এসএসসি এবং পর্ষদের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিন!'

সংশ্লিষ্ট মামলায় সিআইডির তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে মঙ্গলবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সিআইডির ডিআইজিকে বুধবার সকাল সাড়ে সাড়ে ১০টার মধ্যে সশরীরে আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিচারপতির এজলাসে এসে পৌঁছন সিআইডির ডিআইজি সোমা দাস মিত্র। আদালতকে তিনি জানান, স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ তদন্তে সহযোগিতা করছে না। যা শুনে বিচারপতির মন্তব্য, 'এসএসসি এবং পর্ষদের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিন।'

সিআইডি-কে বিচারপতি পরামর্শ দেন, 'যদি কোন কর্মীর নথি কমিশন বা পর্ষদের কাছ থেকে না পাওয়া যায়, তাহলে সরাসরি স্কুলে যান। সেখান থেকে নথি সংগ্রহ করুন। এটা কি বিরাট কোন কাজ?' বিচারপতির প্রশ্ন, 'আমি কি এখানে বসব, নাকি আপনাদের সিটে যোগদান করব?' এরপরই অতিরিক্ত ১৫ দিন সময় চান সিআইডির ডিআইজি। বিচারপতি ওই আবেদন মঞ্জুর করেন।

বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'যাঁদের নাম দুর্নীতির অভিযোগ আসছে, তাঁদের কাছ থেকে বেতন ফেরত নেওয়া যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখুন।'

মুর্শিদাবাদের গোঠা এয়ার স্কুলের চাকরি করছিলেন অনিমেষ তিওয়ারি। অভিযোগ, তাঁর বাবার (ওই স্কুলেরই শিক্ষক) যোগসাজশে সুপারিশপত্র মেমো নকল করে চাকরি পেয়েছিলেন তিনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার তদন্তে সিবিআই নয়, সিআইডি ডিজির উপর ভরসা রেখেছিল আদালত। আদালত সূত্রের খবর, এই মামলায় পাঁচ অভিযুক্তের মধ্যে সিআইডি এখনও তিন জনকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এরপরই মঙ্গলবার ভরা এজলাসে এ নিয়ে সিআইডিকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি। ডেকে পাঠান সিআইডির ডিআইজিকে।

গোথা হাইস্কুলের এক শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় কার্যত কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে আসে। তদন্তের মাঝেই সিআইডি-র হাতে জমা পড়ে এক সরকারি আধিকারিকের চিঠি। মামলার সূত্রে খামে ভরে সেই চিঠি জমা পড়ে আদালতে। অভিযোগ, জিটিএ এলাকায় অর্থাৎ পাহাড়ে ৩২৩ জন শিক্ষকের নিয়োগে বেনিয়ম হয়েছে।

সাইবার প্রতারণার তদন্তে বেনিয়াপুকুর থেকে বাগুইহাটিতে অভিযান ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাজার কোটি টাকার সাইবার প্রতারণার তদন্তে বুধবার সকালে শহর জুড়ে চলে তল্লাশি অভিযান চালাল ইডি। এদিন সাতসকালে কলকাতার বেনিয়াপুকুরের তাঁতিবাগান লেনে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। নিরাপত্তার জন্য ছিল আধা সেনা।

> **ভুয়ো কল সেন্টার খুলে সাইবার প্রতারণা চক্র খুলে বসেছিলেন কুণাল গুপ্তা। ইকো স্পেসের ভেতরে মেট নামের একটি কল সেন্টার খুলে চলত এই সাইবার প্রতারণা। ইডি সূত্রে খবর, একাধিক কলসেন্টার খুলে হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করা হয়েছে। যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছিল তা শেষপর্যন্ত পূরণ করা হয়নি।**

প্রসঙ্গত, ভুয়ো কল সেন্টার খুলে সাইবার প্রতারণা চক্র খুলে বসেছিলেন কুণাল গুপ্তা। ইকো স্পেসের ভেতরে মেট নামের একটি কল সেন্টার খুলে চলত এই সাইবার প্রতারণা।

ইডি সূত্রে খবর, একাধিক কলসেন্টার খুলে হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করা হয়েছে। যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছিল তা শেষপর্যন্ত পূরণ করা হয়নি। এরপর হঠাৎ ভোজবাজির মতো উবে যায় ওই সব কলসেন্টার। ওই ঘটনায় প্রথম তদন্ত নামে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা। তারপর সেই তদন্তভার এসে পৌঁছয় ইডির কাছে। এদিকে কল সেন্টার প্রতারণা চক্রের কিংপিন কুণাল গুপ্তা অনেকদিন ধরেই নজরে ছিলেন তদন্তকারী আধিকারীকদের। তাঁর নামে আগে লুক আউট সার্কুলারও জারি করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কুণালের বিরুদ্ধে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। এরপর দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয় কুণাল গুপ্তাকে। ইডি হেফাজত থেকে তিনি এখন জেল হেফাজতে। থা থেকে টাকা তোলা হয়েছিল, কার কাছে সেই টাকা গেল এবং শেষপর্যন্ত বেনিফিসিয়ারি কে তার তদন্তেই বুধবার সকালে বেনিয়াপুকুরে আলম ফ্যামিলি নামে একটি পরিবারে হানা দেয় ইডি। সেটি শোয়েব আলমের বাড়ি। এই শোয়েব আলমকে দুর্নীতির অংশীদার বলেই মনে করেছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। একইসঙ্গে ইডির ধারণা, মোট হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। এছাড়াও কলকাতার একাধিক জায়গাতেও হানা দেয় ইডি।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, কুণাল গুপ্তাকে জেরা করে তার একাধিক সহযোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শোয়েব আলমের বাড়িতে ওই জালিয়াতির কোনও প্রমাণপত্র পাওয়া যায় কিনা তার তল্লাশি চালানো হয় ইডির তরফ থেকে। ইডি সূত্রে এ খবরও মেলে তল্লাশির সময় বাড়িতেই ছিলেন শোয়েব আলম। এই ঘটনায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি ইডি আধিকারিকেরা পৌঁছে যান বাগুইহাটি দেশবন্ধু নগরে গৌতম গুপ্তের বাড়ি। সেখানেও অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেন বলে খবর। ইডি সূত্রে খবর, এই গৌতম গুপ্তা আবার কুণাল গুপ্তের আত্মীয়।

উল্লেখ্য, প্রথমে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা ভুয়ো কলসেন্টার চক্রের পর্দাফাঁস করে। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের বেঙ্গল ইন্টেলিজেন্স পার্কের১৩ তলায় বিনীত টেকনোলজিস্ট প্রাইভেট লিমিটেড নামে এক কলসেন্টারের হদিশ মেলে। সেখানেই হানা দিয়ে প্রতারণা চক্রের হদিশ পান তদন্তকারীরা।

প্রতিশ্রুতিই সার, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হল না নৈহাটির গৌরীপুর জুটমিলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নবান্নে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর নতুন আশায় বুক বেঁধেছিলেন শ্রমিকরা। কথা ছিল, ২০ ফেব্রুয়ারি নৈহাটি শিল্পতালুকের গৌরীপুর জুটমিলে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হবে। তার কয়েকদিনের মধ্যেই খুলবে জুটমিল।

অপেক্ষায় ছিলেন শ্রমিকরা। কিন্তু পেরিয়ে গেল তারিখ। আশা নিয়ে থাকা মানুষগুলোর বুক থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে বন্ধ নৈহাটি শিল্পতালুকের গৌরীপুর জুটমিল। বাম আমলে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আচমকা মিলে তালা পড়ে যায়। মিল খোলার দাবিতে লাগাতার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন বিপন্ন শ্রমিকরা। শুধু তাই নয়, নির্বাচন আসলে রাজনৈতিক নেতারা শ্রমিক মহল্লায় ভোট প্রচারে এসে মিল খোলার আশ্বাস দিতেন। অভিযোগ, বাম আমলে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন শ্যামনগরের বাসিন্দা প্রয়াত বিদুৎ গঙ্গোপাধ্যায়। অথচ তিনিও মিল খোলার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেননি।

স্থানীয়দের দাবি, দেশের মধ্যে সবচেয়ে আয়তনে বড় এই গৌরীপুর জুটমিল। ইতিহাস বলছে, ১৮৬২ সালে ব্রিটিশ শিল্পপতি ম্যাকলিন বেরি নৈহাটির গৌরীপুরে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর স্বপ্নের বড় জুটমিল। পাটের আঁশ থেকে এখানে সোনালী সুতো তৈরি হত। গৌরীপুর জুটমিলে তৈরি হওয়া চটের বস্তা জাহাজে চেপে পাড়ি দিত বিদেশে। এমনকি ভিন রাজ্য থেকে শ্রমিকরা এই মিলে কাজে আসতেন। মিলের সাইরেনে ঘুম ভাঙতো শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দাদের। এখন সবই অতীত। বহু বছর বন্ধ থাকায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত মিলের বাড়ি। বোলিংয়ের ফাঁক ফোকর দিয়ে বড় বড় গাছ গজিয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ আমলে তৈরি জুটমিল শ্রমিকদের বাসস্থান এখন ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত। যদিও ইদানিং বন্ধ মিল খোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের ঘরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী তথা নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক, আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জুট কমিশনার তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত। বৈঠকে মিল খোলার সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠক শেষে জানিয়ে দেওয়া হয় ২০ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে মিলে রক্ষনাবেক্ষনের কাজ শুরু হবে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষনের কাজ শুরু না হওয়ায় হতাশ শ্রমিক মহল্লার মানুষজন। বন্ধ মিলের শ্রমিক বয়সের ভারে জীর্ণ স্বরাজ আনসারি জানান, মিলটি আদালতের অধীনে রয়েছে। শুনছি মিল ফের খুলবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকেই মিল চত্বরে দেখা যায়নি। তাঁর দাবি, অনেক শ্রমিক অনাহারে মারা গিয়েছেন। যাঁরা জীবিত আছেন তাদের বকেয়া পাওনা গন্ডা মিটিয়ে মিল চালু হোক। মিলের হাজিরা বাবু ঠাকুর দাস পালিত বলেন, 'মিলটা এখনও আদালতের অধীনে রয়েছে। তিনটে সিফটে পাহারাদারও নিযুক্ত আছেন। মিলের ভেতরে অবশিষ্ট বলে আর কিছুই নেই। বন্ধের পর মিলের যন্ত্রাংশ সব চুরি হয়ে গিয়েছে। মিলের বিল্ডিং ভগ্নদশায় পরিণত।' ঠাকুরদাস বাবুর অভিযোগ, 'পিএফ,গ্যাচুইটির টাকা কিছুই মেলেনি। ভোটের সময় রাজনৈতিক নেতারা মিল খোলার আওয়াজ তোলেন। আর ভোট মিটলে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যান।' গৌরীপুর জুটমিল খোলার বিষয়ে আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক পার্থ প্রতিম দাশগুপ্ত বলেন, 'মিল চালু হতে এখনও ছয়-সাত মাস সময় লাগবে। সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক মিলটিকে খোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। আশা করছি, প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে মিলটা চালু হবে।' পার্থপ্রতিম বাবু এটাও জানান, মিলটা খুললে নৈহাটি-গৌরীপুর অর্থনৈতিক মানচিত্র অনেকটা পাল্টে যাবে। গৌরীপুর মজদুর বাঁচাও মঞ্চের সভাপতি সুব্রত সেনগুপ্ত বলেন, 'বন্ধ মিলটি আদালতের অধীনে রয়েছে। তবে রাজ্য সরকার বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ করছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তারা শ্রমিকদের বকেয়া হিসাব শ্রম দপ্তরে জমা দেবেন।' তাঁর দাবি, শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা গন্ডা মিটিয়ে মিল খুলতে হবে।

'যৌনগন্ধী' গল্পের জের, কাউন্সিলর অনন্যার গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার কলকাতা পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা অভিনেত্রী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্যকে হাতিয়ার করে পথে নামল বিজেপি। গত দু'দিন ধরেই এ নিয়ে বিতর্ক চলছে। কলকাতা পুরসভা বাজেট বিতর্ক নিয়ে অধিবেশনে কাউন্সিলর মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট জানা কতটা জরুরি তা বোঝাতে গিয়ে একটি গল্প শুনেয়েছিলেন। বলেও ছিলেন, এটা নেহাত একটা গল্পই। কিন্তু তা নিয়েই বিতর্ক শুরু হয়।

অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করার দাবিতে নিউ মার্কেট থানায় এফআইআর দায়ের করল বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চা। তার পর হাজরা মোড় থেকে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করেন বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের প্রতিনিধিরা। কিন্তু পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। আটক করে নেতাদের।

গত সোমবার, পুরসভার বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে অনন্যা গল্পের ছলে যা বলেছিলেন, তা নিয়ে হইচই পড়ে যায়। শুরু হয় বিতর্ক। 'ফাদার' এবং 'নান'-এর সম্পর্কে গল্প শুনিয়েছিলেন কাউন্সিলর। উদ্দেশ্য ছিল কার্যক্ষেত্রে পুরসভার আইন জানাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝানো। কিন্তু সেই গল্পে 'যৌনতা' সংক্রান্ত ইঙ্গিত দেন। যা নিয়ে বিতর্ক ছড়ায়। গল্পে বলা হয় বাইবেলের ১১২ নম্বর অধ্যায়ে 'গভীরে যাও, আরও গভীরে যাও' বলা হয়েছে। সেই সময়েই প্রতিবাদ ওঠে বিজেপির তরফে। বিজেপির কাউন্সিলর সজল ঘোষ ছাড়াও প্রতিবাদ করেন ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর বিজয় ওঝাও। ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুস্মিতা ভট্টাচার্যের সঙ্গেও অনন্যার বাদানুবাদ হয়। সুস্মিতা বলেন, 'ফাদার-নানের সম্পর্কে 'সেক্স' শব্দটি উচ্চারণ করে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ করেছেন অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়।' প্রসঙ্গত, সুস্মিতা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। এ বার এ নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ বিজেপি।

তবে, তৃণমূলের একটি অংশ মনে করছে, খলিস্তানি বিতর্কে 'কোণঠাসা' বিজেপি পাল্টা পুর অধিবেশনে এক তৃণমূল কাউন্সিলরের বলা 'যৌনগন্ধী' গল্পকে হাতিয়ার করতে চাইছে।

কুণালের বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ বিজেপি মহিলা মোর্চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সংবাদমাধ্যমে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকে 'নির্লজ্জ-বেহায়া' বলে আক্রমণের অভিযোগে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে সরব হল বঙ্গে বিজেপি। প্রতিবাদে বুধবার পথে নেমে বিক্ষোভ দেখা. বিজেপির মহিলা মোর্চা। পাশাপাশি সুকিয়া স্ট্রিটে কুণাল ঘোষের বাড়ি ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নেওয়া হয় বিজেপির মহিলা মোর্চার তরফ থেকে। তার জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। এই কর্মসূচিতে হাতে কুণাল ঘোষের ছবি নিয়ে তাতে জুতো দিয়ে আঘাত করতেও দেখা যায় বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যদের। ছবির নিচে নজরে আসে লেখা 'কুণাল ঘোষ চোর'।

প্রসঙ্গত, একটি টিভি চ্যানেলের বিতর্কমূলক অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ও বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অভিযোগ, সেখানে সন্দেশখালি নিয়ে বিতর্ক চলার সময় কুণাল ঘোষ অগ্নিমিত্রা পালকে 'নির্লজ্জ - বেহায়া' বলে আক্রমণ করেন। আর কুণালের সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই সরব হয় বিজেপি। এই বিষয়ে সোশ্যাল সাইটে অগ্নিমিত্রা লেখেন, 'তৃণমূল ও তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানেন না কী ভাবে সম্মান করতে হয়। তিনি সন্দেশখালির নারীদের অভিযোগকে মিথ্যে বলছেন। প্রকাশ্যে তিনি আমাকে বেহায়া নির্লজ্জ বলেছেন।'

এদিকে বিজেপির এই কর্মসূচির পালটা বিক্ষোভে নামে তৃণমূলও। শাসক দলের তরফেও পালটা হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। যার জেরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় গোটা সুকিয়া স্ট্রিট এলাকায়। দুই পক্ষকে সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে দেখা যায় পুলিশকে। ঘটনায় কুণাল বলেন, 'ওরা আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক, তৃণমূল ৪২-এ ৪২ পাবে।' পাশাপাশি কুণাল ঘোষ দাবি করেন, তিনি নির্লজ্জ বেহায়া অগ্নিমিত্রাকে বলেননি। অগ্নিমিত্রা নারদা কাণ্ডের কথা তুলেছিলেন। অথচ তাতে অভিযুক্ত কিন্তু শুভেন্দু-ও। এই আক্রমণটাকেই তিনি নির্লজ্জ বা বেহায়া বলেছেন। ব্যক্তি অগ্নিমিত্রাকে নন।

ধর্মতলায় ভাষা উদ্যানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন। ছবি: অদিতি সাহা

প্রসন্ন রায় ও তাঁর স্ত্রীর সংস্থার ২০০টি অ্যাকাউন্ট!

অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের থেকে কয়েকশো কোটি টাকা তুলেছে প্রসন্ন, দাবি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চাকরি পাইয়ে দিতে অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে কীভাবে টাকা তুলে তা দিয়ে সম্পত্তি কেনা হয়েছে তা আদালতের কাছে তা তুলে ধরল ইডি। সেই টাকায় মিডলম্যান তথা এজেন্ট প্রসন্ন রায় ও তাঁর পররিবার ৩৯০ টাকা সম্পত্তি কেনে, দাবি ইডির। অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে কয়েকশো কোটি টাকা তুলেছেন মিডলম্যান তথা এজেন্ট প্রসন্ন রায় বলছে ইডি। সন্ধান মিলেছে প্রসন্ন রায়, তাঁর স্ত্রী ও সংস্থার দু'শোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেরও।

নিয়োগ দুর্নীতিতেই আগে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তারির পর সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পান প্রসন্ন রায়। সোমবার তলবের পর প্রসন্নকে গ্রেপ্তার করে ইডি। মঙ্গলবার তাঁকে ব্যাঙ্কশালে ইডির বিশেষ আদালতে তোলা হয়। প্রসন্নর জামিনের আবেদন জানান তাঁর আইনজীবী অনির্বাণ গুহঠাকুরতা। প্রসন্নর গ্রেপ্তারির কারণ ইডি স্পষ্টভাবে না দেখানোর ফলে তা আইন মেনে হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। ইডির আইনজীবী ভাস্করপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জামিনের বিরোধিতা করেন। দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে প্রসন্ন রায়কে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইডির হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক।

আদালতে আবেদনে ইডি জানিয়েছে, প্রসন্ন রায় ও তাঁর স্ত্রী কাজল সোনি রায় ৯০টির উপর সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। কয়েকটিতে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে প্রসন্নর সঙ্গী রোহিতকুমার ঝায়ের। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমেই নিয়োগ দুর্নীতির বিপুল টাকা পাচার হয়েছে। গত ১৮ জানুয়ারি প্রসন্ন রায়ের বাড়ি ও অফিসে ইডি তল্লাশি চালায়। প্রসন্নর অফিস থেকে ৩৯০টি সম্পত্তির দলিল ও 'ডিড' উদ্ধার হয়। দেখা গিয়েছে, গত ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে প্রসন্ন রায়, তাঁর স্ত্রী, মা ও বাবার নামে এই সম্পত্তিগুলি কেনা হয়েছে। সাধারণভাবে সরকার নির্ধারিত দরের থেকে অনেক কম দামে এই সম্পত্তিগুলি কেনা হয়। টাকা পাচারের জন্য প্রসন্ন, তাঁর স্ত্রী ও সংস্থার নামে দু'শোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়।

ইডির দাবি, প্রসন্ন ও তাঁর লোকেরা চাকরিপ্রার্থীদের নামের তালিকা এসএসসির আধিকারিকদের পাঠাতেন। প্রসন্ন রায় ছিলেন মূল মিডলম্যান বা এজেন্ট যিনি চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তুলতেন। তাঁর সঙ্গে যোগ ছিল নিয়োগ দুর্নীতির অন্য মাথাদের। নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতে ৯৫২ জন চাকরিপ্রার্থীর ওএমআর শিট কারচুপি করা হয়। এ ছাড়াও ১৮৩ জন প্রার্থীকে প্যানেলের মেয়াদ ফুরনোর পর নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। একইভাবে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ৯০৭ জন চাকরিপ্রার্থীর ওএমআর শিট কারচুপি করা হয়। এই ক্ষেত্রে প্যানেলের মেয়াদ ফুরনোর পর নিয়োগপত্র পান ৩৯ জন প্রার্থী। তদন্তে দেখা গিয়েছে, মোট ২০৮১ জন অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে নবম-দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে ১১৩৫ জন ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে ৯৪৬ জন বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছেন। প্রসন্ন রায় ও তাঁর লোকেরাই এই চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে মোট কয়েকশো কোটি টাকা তোলেন।

'দিদি নম্বর ওয়ান'-এ মুখ্যমন্ত্রী মমতা, আপ্লুত রচনাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কথায় আছে যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন।

তেমনই এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যও সামলান, আবার বাড়ির কালীপুজোয় রীতিমতো কোমর বেঁধে ভোগও রাঁধেন। তবে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অত্যন্ত জনপ্রিয় শো-তে এসে মুখ্যমন্ত্রী দেখালেন, তিনি হোস্টকে দিয়ে রুটি বেলাতেও পারেন।

জানা গিয়েছে, 'দিদি নম্বর ওয়ান' জনপ্রিয় গেম শো-তে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি বাকিদের সঙ্গে মজা করেন, তাঁর জীবনের গল্প করেন, নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করে । এই পর্বে প্রতিযোগী ছিলেন তিন সেলব্রিটি। নৃত্যশিল্পী তথা ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ডোনা, প্রখ্যাত দুই সঙ্গীত শিল্পী অরুন্ধতী হোমচৌধুরী ও শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার পূর্ব পরিকল্পনামতো টেলিভিশন রিয়্যালিটি শো 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর শুটিং হয় হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে। এদিন কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল চত্বর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথমবার সেটে পেয়ে ভীষণ খুশি ছিলেন হোস্ট রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'এতদিনে এই শোয়ের নামটা এবার সার্থক হয়েছে বলা চলে।' ভীষণই ভালো লাগছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। আড়াই ঘণ্টা শ্যুটিং চলল দিদি নম্বর ওয়ানের সেটে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় মমতার প্রতিক্রিয়াও বুঝিয়ে দিয়েছেন ভালো হয়েছে শো।

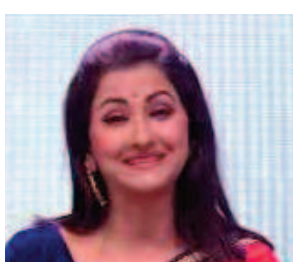

জানা গিয়েছে, এদিন রুটি বেলা সংক্রান্ত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। ওই শোয়ে প্রতিযোগীদের লুচি বেলে ভাজার কথা ছিল। তবে অনেকেই নাকি লুচি ফুলকো করে ভাজা নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। অতএব লুচির বদলে মেনুতে রুটি নিয়ে আসা হয়।

মমতা অবশ্য আগেই শোয়ের সঞ্চালিকা রচনাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, গাইবেন, নাচবেন, বাজাবেন, কবিতাও বলবেন। তবে রুটি বেলার প্রতিযোগিতায় থাকবেন না। রুটি বেলা সংক্রান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেন বাকি তিন প্রতিযোগী ডোনা এবং দুই গায়িকা অরুন্ধতী হোমচৌধুরী আর শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জানা গিয়েছে, মমতা প্রতিযোগিতায় অংশ না-নিলে রচনা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন রুটি বেলতে। মমতা উল্টে রচনাকেই বলেন রুটি বেলে দেখাতে। রচনা অবশ্য রুটি বেলেছেন। তারপরে মমতাও রুটি বেলে দেখিয়ে দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই বিশেষ পর্বে প্রতিযোগিতা হয়েছে ডোনা-অরুন্ধতী-শ্রীরাধার মধ্যেই।

শোয়ের অন্দরে মমতা কী করেছেন, কী বলেছেন তা নিয়ে সকলেরই কৌতূহল তুঙ্গে। তবে জানা গিয়েছে মমতা নাকি শো-য়ে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেছেন।

প্রায় ১৫ বছর ধরে এই রিয়্যালিটি শো সঞ্চালনা করছেন রচনা। এই শো-তে বিভিন্ন বয়সের মহিলারা তাঁদের জীবন সংগ্রাম, ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বলেন। নানা রকম খেলা হয়। নজিরবিহীন ভাবে এত বছর কোনও গেম শো এতটা জনপ্রিয়।

সম্পাদকীয়

ভার্চুয়াল জগতে অধিক বিচরণ ‘স্ট্রেস’ বাড়ায়, কমে যায় উৎপাদনশীলতা

আরও একটি বইমেলা চলে গেল, আবারও প্রশ্ন উঠল বই পড়ার অভ্যাস নিয়ে। ‘বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেওয়া সাঁকো’। অনেকেই মনে করেন, বই পড়াটা আজ একটি ক্লান্তিকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বলা হয়, বই আমাদের ‘মানুষ’ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, কারণ বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায়, প্রতিটি চরিত্রে নতুন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও আগামী প্রজন্ম ঠিক কতটা বইমুখী হতে পারছে, আমরা কতটা তাদের বইমুখী করতে পারছি, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

হয়তো কর্মব্যস্ততা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার জন্যই বই পড়ার ইচ্ছের শিকড় কিছুটা মাটি থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন আর কাউকে জন্মদিনে বই উপহার দিতে সচরাচর দেখি না। বই উপহার দেন, এমন মানুষের সংখ্যা এখন খুবই কম। পাঠ্য বই, সহায়িকা বই এ সবের পরে আর গল্পের বই বা উপন্যাস পড়ার সময় নাকি থাকে না! অথচ, হাজার ব্যস্ততার মাঝেও সময় বার করে মুঠোফোন নিয়ে বসে থাকার সময় ঠিকই পাওয়া যায়।

একটি বই এক জন অভিভাবকের ভূমিকা যেমন পালন করে, তেমনই বন্ধুরও। আজকাল কিশোর-তরুণদের মধ্যে বিষণ্ণতা বাড়ছে। তারা কোনও বিষয়ে মনোযোগী হতে পারছে না। ভার্চুয়াল জগতে অধিক বিচরণের ফলে ‘স্ট্রেস’ অনেক বেড়ে যায়, কমে যায় উৎপাদনশীলতা। মানসিক চাপ কমানোর জন্য আমাদের উচিত তাদের সামনে বইকে তুলে ধরা। তাতে কল্পনাশক্তি, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাশক্তিও বাড়ে। ছুটির দিনে একটি ভাল বই সন্তানের সামনে এনে ধরতে হবে অভিভাবকদের। স্কুলেও অন্তত একটি পিরিয়ড লাইব্রেরির জন্য বরাদ্দ রাখা দরকার। অনেক বিদ্যালয়েই এই নিয়ম আছে। যে সব জায়গায় নেই, সেখানেও পড়ার বইয়ের বাইরে অন্যান্য বই পড়াকে আবশ্যক করতে হবে।

ভাষা দিবস ও সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার

রথীন কুমার চন্দ

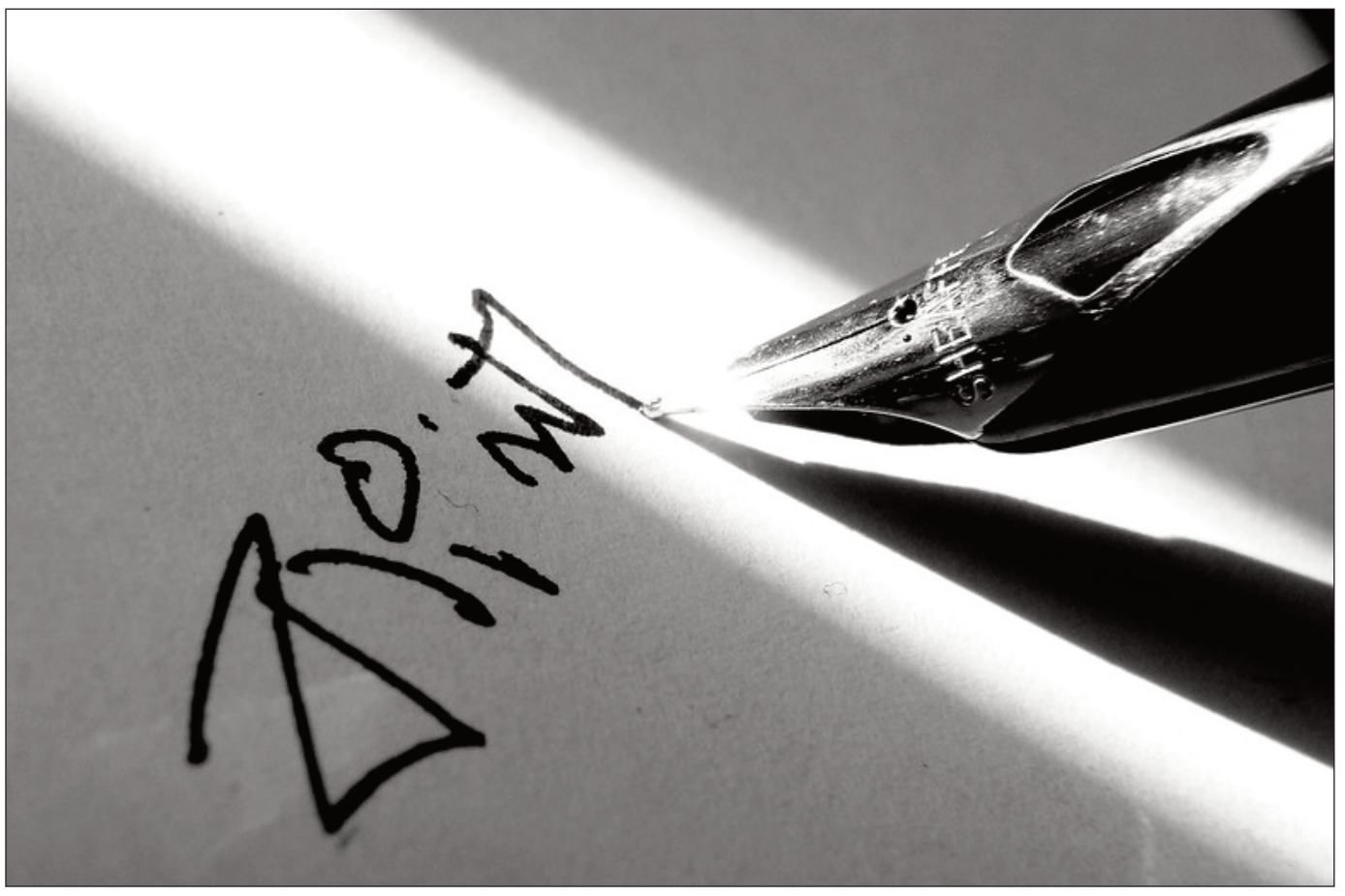

সরকারি কাজে বাংলা ভাষার প্রয়োগকে রাশভারী; মাধ্যম হিসাবে খটোমটো, শব্দবন্ধনীর ব্যবহার দুর্বোধ্য, অক্ষয় কুমার দত্তের ভাষায় বদখত। সরকারি কাজের ধারবাহিকতায় নজরে পরে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারে আন্তরিকতা ও সাবলীলতা দেখা গেলেও, বাংলা ভাষার ব্যবহারে অনীহা মিশ্রিত জড়তা থেকেই যায়। এই ভাষা সরকারী ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর মধ্যে তাচ্ছিল্য দেখা যায়। এমনকি এই ভাষাকে সরকারী কাজে একঘরে করে রাখার পরোক্ষ প্রবণতা দেখা যায়। ‘গেয়ো যোগী ভিখ পায় না’ বাংলা ভাষাকে সরকারী ক্ষেত্রে প্রয়োগে সেই প্রবণতাই প্রকট হয়ে ওঠে। মোট ২১৫ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী আছেন প্রথিবীতে। সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলাদেশ ও ভারতে (পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরা) প্রচলিত। আভিজাত্যে বাংলার চেয়ে ইংরাজী অনেক এগিয়ে থাকলেও মনে রাখতে হবে প্রথম ‘মা’ ডাক এই ভাষাতেই সুচনা ঘটে আমাদের মুখের বচন।

ভাষা প্রাথমিক প্রথম বচন শিক্ষা গুরু, অভিব্যক্তি প্রকাশের শক্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণভোমরা, আপোষহীন মর্যাদার লড়াই চালানোর প্রাণশক্তি। ভাষা পৃথিবীর সর্বাধিক কথিত হোক অথবা নাই হোক, কবির ভাষায় গর্ব করার হাতিয়ার।বাংলার মুখ, নাটোরের বনলতা সেন শোভা বর্ধন করে বাংলা সাহিত্যকে, সম্ভব করে তোলার উৎস শক্তি বাংলা ভাষা।

বিশ্বকবি ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় এয়ী কথাসাহিত্যিক বাংলা ভাষায় প্রকৃতিকে বাচনশক্তি, চরিএদের অব্যক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন বাংলা ভাষার প্রকাশ গুণে। মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা ভাষার মধুর ছন্দ বোধনে সৃষ্টি।

সত্যজিৎ রায়ের ‘অপুর সংসার’ বাংলা ভাষায় চলচ্চিএায়িত, দুনিয়া কাঁপানো খ্যাতির জন্য লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ভূষিত হন। মৃণাল সেনের ‘তাহাদের কথা’ জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত চলচ্চিত্র বাংলা ভাষায় পরিচালিত ও প্রযোজিত। ঋত্বিক ঘটক’র ‘মেঘে ঢাকা তারা’, তপন সিংহ’র ‘সাগিন মাহাতো’, বিমল কর সবাই বাংলা সিনেমা তথা ভারতীয় সিনেমার পথিকৃৎ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও নিমাই ভট্টাচার্য বর্তমান যুগের বাঙালি ও বাংলা ভাষার দিকপাল কলমবাজ। বাংলা ভাষায় এদের সাহিত্য চর্চা ভাষার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও ওপার বাংলার বহু সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা এই ভাষাকে সম্মানিত করেছে।

বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রে বাংলা ভাষা আন্দোলন, জীবন দান পুলিশের গুলিতে বিশ্বের দ্বিতীয় কোথাও হয়েছে এমন উদাহরণ বিরল। ভাষা নিয়ে আবেগঘন আন্দোলনের ঢেউ বাংলা ভাষার জন্য হতে পারে, জলন্ত প্রামাণ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন। রফিক, আব্দুল সহ বেশ কিছু আন্দোলনকারী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সাল থেকে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয়।

বাংলা ভাষা সরকারি কাজে ব্যবহার দুর্লভ, ব্রাত্য এবং স্বকৃতিহীন হয়ে রয়েছে। সরকারী কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বা প্রচলন নেই বললে চলে। পশ্চিমবাংলায় বাংলা কথ্য ভাষা হলেও অনীহা লক্ষ্য করা যায় সরকারী কজে বাংলা ভাষার ব্যবহারে। বিদেশী ভাষার সরকারী কাজে ব্যবহার প্রীতি ও স্তাবকতা থেকে বাংলা ভাষার প্রতি অনাদর।

শুধু তাই নয় সরকারি নির্দেশ, আদর্শ, চিঠির আদান প্রদানে বাংলা ভাষার চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয় ইংরাজী ভাষাকেই। ইংরাজী ভাষার কৌলিন্য স্বীকার করে নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী আবহমান কাল ধরে বাংলা ভাষার ব্যবহারে অবহেলা চলে এসেছে, চলছে। বাংলা ভাষা সরকারী কাজে দুয়ো রাণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটেছে আজ ৭০ বছর অতিক্রান্ত তবু আমরা ‘ওগো বধূ সুন্দরীর’ গানের ভাষায় বলি ‘লেজটাকে ধরে আছি এখনো’।

বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা ‘ভাষা দিবস’ উদযাপন করি অথচ সরকারি কাজে বাংলা ভাষার প্রয়োগ নিয়ে আমরা উদাসীন।বাংলা ভাষার মহতব নিয়ে মধুসূদন দত্ত গর্ব প্রকাশ করেছিলেন ‘ আ মরি বাংলা ভাষা’ বলে। সরকারী কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহারে আমরা হোঁচট খাই, মুখ ঘুরিয়ে থাকি। এই ভাষার ব্যবহার নিয়ে উদাসীনতার জেরে দূরত্ব বজায় রাখাই দস্তুর হয়ে দাড়িয়েছে। ভাষা দিবস পালনে আমরা পিছপা নই, ভাষার ব্যবহারে শুধু অনাদর, অনীহা প্রকাশ করি মাত্র, সচেতনতার অভাব কিঞ্চিৎ বেদনাদায়ক।

সরকারি কাজে বাংলা ভাষার প্রয়োগকে রাশভারী; মাধ্যম হিসাবে খটোমটো, শব্দবন্ধনীর ব্যবহার দুর্বোধ্য, অক্ষয় কুমার দত্তের ভাষায় বদখত। সরকারি কাজের ধারবাহিকতায় নজরে পরে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারে আন্তরিকতা ও সাবলীলতা দেখা গেলেও, বাংলা ভাষার ব্যবহারে অনীহা মিশ্রিত জড়তা থেকেই যায়। এই ভাষা সরকারী ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর মধ্যে তাচ্ছিল্য দেখা যায়। এমনকি এই ভাষাকে সরকারী কাজে একঘরে করে রাখার পরোক্ষ প্রবণতা দেখা যায়।

‘গেয়ো যোগী ভিখ পায় না’ বাংলা ভাষাকে সরকারী ক্ষেত্রে প্রয়োগে সেই প্রবণতাই প্রকট হয়ে ওঠে। মোট ২১৫ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী আছেন প্রথিবীতে। সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলাদেশ ও ভারতে (পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরা) প্রচলিত। আভিজাত্যে বাংলার চেয়ে ইংরাজী অনেক এগিয়ে থাকলেও মনে রাখতে হবে প্রথম ‘মা’ ডাক এই ভাষাতেই সুচনা ঘটে আমাদের মুখের বচন।

এই ভাষায় চর্চা করেছেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রশান্ত চন্দ্র মহানালনবীশ প্রমুখ। বাংলা ভাষার এমন মহিমায় ভীত হয়েছিলেন ইংরেজ শাসকরা, তাই শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, বিভুতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিক এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনান্দ দাশ, মধুসুদন দত্ত প্রভৃতি কবি এই ভাষাতেই কবিতা রচনা করেন।

রবীন্দ্রানাথ এই ভাষাতেই বিশ্বকবি হয়েছেন। এই ভাষাতেই তিনি বিখ্যাত হয়েছেন সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রে। রাশিয়া থেকে ইটালি সমস্ত দেশে তার খ্যাতির শীর্ষে থেকে বিশ্ব পরিব্রাজক হয়েছিলেন।

জগদীশ চন্দ্র বসু এই ভাষার সন্তান হিসাবে রেডিও এবং গাছের প্রাণ আবিস্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইনস্টাইনের তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন এই ভাষার সন্তান হয়ে।

ভাষা মানেই মাতৃভাষা নয়

স্বপনকুমার মণ্ডল

আধুনিক বিশ্বে তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যত উৎকর্ষের অভিমুখে সক্রিয় হয়েছে, তার আধারে ততই ভাষার বহুত্ববাদী চেতনা বিস্তার লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষার চেয়ে মাতৃভাষার বুনিয়াদি চেতনার জাগরণে তার স্বীকৃতি ও সম্মান এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল সময়ের অপেক্ষা। ভাষার একাধিপত্য থেকে ভাষার রাষ্ট্রীয়করণের পথে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠাই তার মূলাধার। সেদিক থেকে বাংলা ভাষার বনেদি ভূমিকা চরৈবেতি। ১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বরে ইউনেসকো-র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তারই স্বীকৃতি । শুধু তাই নয়, বাঙালি তার মাতৃভাষার সম্মান ও স্বীকৃতি লাভের শ্রীবৃদ্ধিমান প্রকৃতিতে সমান সচল। ২০০২-এ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন বাংলা ভাষাকে সম্মানসূচক সরকারি ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত বিদেশি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা তৃতীয় স্থানে উঠে আসে ২০১৮-তে।

অন্যদিকে তার মাসতিনেক পূর্বে ২০১৯-এর ডিসেম্বরে ব্রিটেনের রাজধানী লণ্ডনে দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে বাংলা। ইংরেজির পরেই সেখানে বাংলাতেই সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলেন। সেই সময় সেখানে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ৭১,৬০৯। সেদিক থেকে বাঙালির মনে আত্মশ্লাঘা জাগাই স্বাভাবিক। বাংলাভাষার বিস্তারে এসব স্বীকৃতি ও সম্মান লাভের পথ বেয়ে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তুলেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সংখ্যাগুরুর প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক বর্তমান। আর এই বিতর্কের মূলে রয়েছে আমাদের ভাষিক চেতনা। সেখানে ভাষা ও মাতৃভাষার একাকার। অথচ ভাষামাত্রেই যেমন সকলের মাতৃভাষা নয়, মাতৃভাষামাত্রই ভাষা হয়ে ওঠে না। যে ভাষা মানসিক লালন-পালনে মা হয়ে ওঠে, সেই ভাষাই মাতৃভাষা। তার সঙ্গে নাড়ির যোগ ছেদন হলেও অদৃশ্য অস্তিত্বে তা আজীবন বহমান। যে ভাষা আঘাতে বেরিয়ে আসে, আনন্দে জেগে ওঠে, সে ভাষাই মাতৃভাষা। সেই মাতৃভাষার আকাঁড়া মূর্তিই পরিশোধিত হয়ে ভাষার আভিজাত্যে প্রতিমায় নৈবেদ্য লাভ করে। সেদিক থেকে মাতৃভাষা যেখানে জনসম্পদে বিস্তার লাভ করে, তেমনই তার ভাষা মনসম্পদে শ্রীবৃদ্ধি করে চলে।

মাতৃভাষার প্রকাশে আন্তরিক, ভাষা বিচরণে আত্মনিষ্ঠ। সেক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক বৈরিতার তো নয়ই, বরং একেঅপরের সত্তায় বিজড়িত, অবিচ্ছিন্ন পরিপূরক। আবার ভাষার যোগ যেখানে বহুবিস্তারি, মাতৃভাষা সেখানে একক হয়েও প্রকাশমুখর। সেই প্রকাশেই যে অস্তিত্বের স্বাভাবিক বিস্তার। তাকে অস্বীকারের মধ্যে সেই মানুষকেই অস্বীকার করা হয়। এজন্য যেখানে ভাষা মানুষের অধিকারের কথায় উচ্চকিত, সেখানে মাতৃভাষা তার আপন অস্তিত্বে প্রকট প্রকাশ। সেদিক থেকে বাংলার ভাষিক শ্রীবৃদ্ধিতে তার ভাষার নয়, মাতৃভাষার যোগ সুনিবিড়। আসলে আধুনিক বিশ্বে বহুমুখী বিস্তারে ভাষার আবেদন উৎকর্ষমুখর । তার বিকল্পের পরিসর যেমন মুক্ত, তেমনই তার বিস্তার আবেদনপ্রবণ। এজন্য একাধিক ভাষাশিক্ষার প্রবণতা সেখানে প্রবহমান। শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষাশিক্ষায় আভিজাত্যবোধের বিষয় নানাভাবেই হাতছানি জাগায়। অন্যদিকে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। যথেষ্ট বড় হওয়া সত্বেও সুস্থসবল শিশুর কথা বলতে না শেখার হদিশ মেলে তার বাবা-মা’র দুই ভিন্ন ভাষায় কথা বলার মধ্যে । তার অবিকল্পতাই তার আত্মিক স্বকীয়তা। এজন্য মাতৃভাষায় কণ্ঠরোধ হলেই জনকণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে। সেখানে অমর একুশের ভাষা আন্দোলন ছিল আসলে মাতৃভাষার সংগ্রাম । মাতৃভাষার মধ্যে শুধু ভাষিক পরিচিতি থাকে না, আত্মিক সত্তা তার অবিচ্ছেদ্য। এজন্য সেই ভাষিক অস্তিত্বে শাসকের সাম্রাজ্যবাদী চেতনায় আঘাত নেমে আসা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই তার প্রতিরোধী চেতনাও জীবনমরণ লড়াই-এ সামিল করে। বন্দুকের গুলি থেকে ধর্মের বুলি দিয়েও তাকে বিরত করা যায় না। শুধু তাই নয়, সেখানে ভাষার ক্ষেত্রে কিছু শিথিল মানসিকতা দিয়েও সেই মাতৃভাষার আন্দোলনকে বাগে আনা যায় না। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৯৫৫-তে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা একাডেমি গঠন করে দুধের বদলে পিটুলি গোলা দিয়েও ভোলাতে পারেনি। আসলে তা ভোলানো যায় না।

যেখানে অস্তিত্বই ধ্বংসের মুখে, সেখানে মূকও মুখর হয়ে ওঠে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেই মাতৃভাষার আন্দোলনে দেশের ৮৫ শতাংশ আপামর আমজনতাই ভাষাসৈনিক। সেই মাতৃভাষার সৈনিকরাই ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের সবুজ পতাকার মাঝে রক্তিম সূর্য নিয়ে এসেছে। অন্যদিকে দেশভাগ হয়েছে, মানুষ ভাগ হয়েছে, ভাষাও এপার-ওপারে ভাগ হয়েছে, কিন্তু মাতৃভাষাকে কেউ ভাগ করতে পারেনি। অস্তিত্বের পরশেই তার সরব প্রকাশ। এজন্য তা অবিভাজ্য, অবিচ্ছিন্ন সত্তায় বিরাজমান। সেই মাতৃভাষার কণ্ঠরোধ করার উপক্রম হলেই তার প্রতিরোধে সামিল হওয়ার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি বা প্রেরণার প্রয়োজন হয় না, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তার বিরুদ্ধে আমজনতার কণ্ঠ জীবনপণ প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। এভাবেই উঠে এসেছে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ মে’র রক্তাক্ত সংগ্রাম। সেখানে ভাষার পরিশুদ্ধতা বা ধনসম্পদ তার নেই, কিন্তু আকাঁড়া প্রকৃতির সবুজ প্রাণের পরশে রয়েছে আত্মিক যোগ। সেই যোগের পরিচয়ে বাঙালির ভাষিক পরিচিতি আজ শ্লাঘার বিষয় হয়ে উঠেছে। সেখানে বাংলা ভাষার নয়, বাঙালির মাতৃভাষাই সমান সচল। আসলে বিশ্বায়নের যুগে ভুবনগ্রামে ভাষিক পরিচয়ের সঙ্কট সেই অর্থে নেই। সেখানে মাতৃভাষার আত্মিক সঙ্কটকে অনিবার্য করে তুলেছে । একদিকে যেমন তার বহুভাষার বা জাতীয়বাদী এককভাষার আভিজাত্যবোধ শ্রীবৃদ্ধিমান, অন্যদিকে তার আগ্রাসী প্রভাবে মাতৃভাষা ক্রমহ্রস্বমান। সেই প্রেক্ষিতে বাঙালির মাতৃভাষা যখন বিদেশেও আপন অস্তিত্বে মর্যাদা লাভ করে, তখন তার বনেদিয়ানাই স্বীকৃতি পায়। অন্যদিকে ভাষার আভিজাত্যের মধ্যে তার মাতৃভাষার অস্তিত্বও বর্তমান। অন্যদিকে ভাষা মানুষের মন বা মননের সম্পদ, মাতৃভাষা আত্মিক সম্পর্ক।

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

আনন্দকথা

মাস্টার সমস্ত পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেখিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন, এরই নাম ভাব। যেমন কেহ ছিপ হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে করিয়া ফাতনার দিকে একদৃষ্টে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা কয় ন; এ-ঠিক সেইরূপ ভাব। পরে শুনিলেন ও দেখিলেন, ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন তিনি একেবারে বাহ্যশূন্য হন!

মাস্টার — আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ) — না — সন্ধ্যা — তা এমন কিছু নয়।

আর কিছু কথাবার্তার পর মাস্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, ‘‘আবার এস’’।

মাস্টার ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, ‘‘এ সৌম্য কে?

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

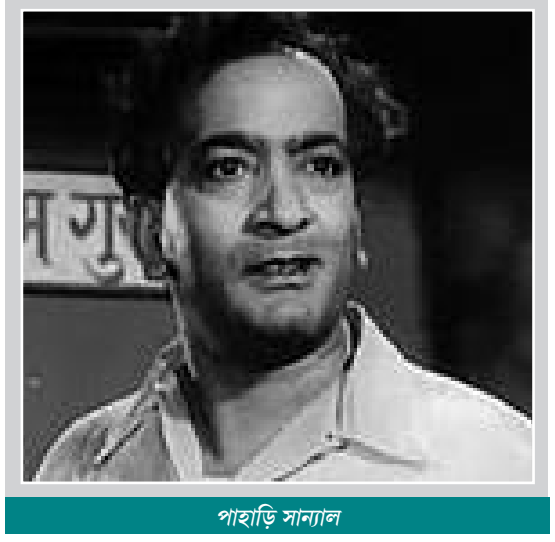

পাহাড়ি সান্যাল

১৯০৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা পাহাড়ি সান্যালের জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ফারুক ইঞ্জিনিয়ারের জন্মদিন।*
১৯৫৭ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় অশোক অমৃতরাজের জন্মদিন।*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

স্কুলের ভগ্ন শ্রেণিকক্ষের জন্য ফ্লাড সেন্টারে চলছে ক্লাস, নিন্দার ঝড় বুদ্ধিজীবী মহলে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: স্কুলের নিজস্ব শ্রেণিকক্ষ একেবারে বেহাল। তাই বাধ্য হয়ে সরকারি ফ্লাড সেন্টারে চলছে স্কুল। বন্যা দুর্গতদের মতো আশ্রয় নিয়েছে ছাত্র ছাত্রীরা। এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া ব্লকের রনবাগপুর বিত্তবতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলের একটি মাত্র শ্রেণিকক্ষের অস্তিত্ব থাকায় কচিকাঁচারা সেখানে পঠন পাঠন করছে। প্রত্যেক দিন ভেঙে ভেঙে পড়ছে স্কুলের শ্রেণিকক্ষ। তাই শ্রেণিকক্ষগুলিতে দীর্ঘ চার পাঁচ বছর ধরে চাবি দিয়ে রাখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিপদ যে পুরোপুরি কেটেছে তা নয়। স্কুলের ভিতরে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ওই বিপজ্জনক শ্রেণিকক্ষের বাইরে ঘুরে বেড়ায়। তাই যে কোনও মুহূর্তে পিলার ভেঙে গিয়ে পাকার ছাদ-সহ পড়ে যেতে পারে। বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আর সেই আতঙ্কে আতঙ্কিত শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকেরা। অথচ উদাসীন প্রশাসন। স্থানীয় বিডিও থেকে শুরু করে শিক্ষা দপ্তরের এসআই সকলেরই গা- ছাড়া ভাব। পুরশুড়ার বর্তমান বিডিও নতুন এসেছেন বলে দায় এড়িয়েছেন। আর এসআই সাংবাদিক দেখে ভীষণ ব্যস্ত ভাব নিয়ে এক প্রকার ছুটে স্কুটিতে চেপে অফিস থেকে বের হয়ে যান। আসলে ছোট ছোট শিশুদের কথা কেউ ভাবেনি বলে অভিযোগ। প্রশাসনকে বার বার জানিয়েও লাভ হয়নি।

দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে পড়ুয়াদের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে ফ্লাড সেন্টারে। বছরের পর বছর ধরে এমন ভাবেই চলছে ওই স্কুলটি। এই বিষয়ে এক অভিভাবক বলেন, স্কুলের যা অবস্থা, তাতে আমাদের ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে ভয় হয়। যখন তখন স্কুলের ছাদের চাঙড় ভেঙে মাটিতে পড়ে। তালাগাড়ে কাড়ি দিয়ে ছাদ আটকে কিছুদিন স্কুল চলছে। তারপর শিক্ষককেরা ভয় পেয়ে ছাত্র ছাত্রীদের ফ্লাড সেন্টারে নিয়ে যায়। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অষ্ট কুমার পাখিরা বলেন, আমাদের ক্লাস রুমের অবস্থা খুব খারাপ। বাধ্য হয়ে ফ্লাড সেন্টারে ক্লাস করাতে হচ্ছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ক্লাস ফ্লাড সেন্টারে চলছে। প্রথম শ্রেণির ক্লাস আমাদের একটি নিজস্ব শ্রেণিকক্ষে চলছে। আমরা বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। সহকারি শিক্ষক অভিষেক সাহা বলেন, স্কুলের বিল্ডিং খুবই বিপদজনক অবস্থায় আছে। তাই ফ্লাড সেন্টারে ক্লাস চলছে। প্রায় তিন বছর আগে এই স্কুলে যোগদান করি। সেই থেকেই এই রকম বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। স্থায়ী দুই জন শিক্ষক ও একজন অস্থায়ী শিক্ষক। ছাত্র সংখ্যা ৫৬ জন। দুটি ক্লাস নিয়ে একটি শ্রেণিকক্ষে ক্লাস করানো হয়। বেহাল ছাদ ও বিপদজনক পাচিল থেকে ভাঙা পিলারের ওই স্কুলটিতে ঘরের সংখ্যা ৫টি। বর্তমানে ওই ঘরগুলির মধ্যে একটি ভালো এবং চারটি ড্যামেজ হয়ে রয়েছে। একটি ঘরে প্রি প্রাইমারি ও ক্লাস ওয়ানের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে। এই বিষয়ে পুরশুড়া ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সমরেশ ঢালি বলেন, এই ঘটনাটি সত্যি। কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। বিজেপি বিধায়ক বলে কাজ করতে দেওয়া হয় না।

অমর একুশে স্মরণ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কল্যাণী: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আম্রকুঞ্জে স্মরণ করা হল অমর একুশে। বিভাগেই অবস্থিত ভাষা শহিদ বেদিতে মালা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অমলেন্দু ভূঁইয়া। এরপর তিনি জানান, সবার আগে বাজার অর্থনীতি, বাংলা ভাষাকে বাজার অর্থনীতির উর্ধ্বে নিয়ে যেতে হবে। বাংলায় বিভিন্ন বিদেশি শব্দের পরিভাষা তৈরি করতে হবে। তবেই বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি কাজ বাংলায় চালানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি প্রশাসনিক দিক থেকেও বাংলাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বক্তৃতার পাশাপাশি বিভাগের আম্রকুঞ্জে বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক গীতি আলেখ্য, নৃত্য, কবিতা কোলাজ ইত্যাদির মাধ্যমে ঢাকার ভাষা শহিদ গফুর, রফিক, সালাম প্রমুখ ও শিলচরের ভাষা শহিদ শচীন্দ্র পাল, কানাই নিয়োগী, কমলা ভট্টাচার্য প্রমুখকে স্মরণ করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরেই 'আমি বাংলায় গান গাই' গাইতে গাইতে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদক্ষিণ করেন প্রায় চারশো ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও অধ্যাপক।

অন্যান্যদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক

সঞ্জিৎ মণ্ডল, অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস, অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক, অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ। ভাষা বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস জানান, বাঙালির নাগরিক মনন ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। আধুনিকতার বদলে একদিনের কৃত্রিম বাঙালিয়ানাকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত বিপন্ন হচ্ছে।

ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের, কফিনবন্দি দেহ পৌঁছল মালদার চৌকিগ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল মালদার মানিকচকের কংগ্রেস দলের গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যার ছেলের। বুধবার সকালে মৃত যুবকের কফিনবন্দি দেহ মানিকচকের গ্রামের বাড়ি পৌঁছতেই শোকে ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। এই পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম শেখ সাফি আলম (২২)। সে স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিল। গ্রামে কাজ না পেয়ে ভিন রাজ্যে যেতে হয়েছিল তাঁকে। শুধু তাই নয়, তাদের থাকার ভিটেমাটি পর্যন্ত নেই। অন্যের জমিতে কামাত বাড়ি করে থাকেন। মানিকচক ব্লকের চৌকি মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌকিগ্রামের বাসিন্দা ছিল ওই যুবক।

মৃত যুবকের মা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য রুনা বিবি। তিনি বলেন, একমাস হয়ে গেল বিহারের পাটনায় টাওয়ারের কাজে গিয়েছিল ছেলে। সেখানে কর্মরত অবস্থায় টাওয়ার থেকে পড়ে মারা যায়। গত রবিবারের এই ঘটনার পর এদিন ছেলের মৃতদেহ বাড়িতে আসে।

এদিকে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক শেখ সাফি আলমের বাবা শেখ ইস্রাফিল একজন শ্রমিক। বয়সের ভারে কাজ করতে পারেন না। মা রুনা বিবি এবার কংগ্রেসের প্রতীকে চৌকি মিরদাদপুর অঞ্চলের সালাবাতগঞ্জ এলাকা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা হিসাবে জয়ী হয়েছেন। বাড়িতে রয়েছে বাবা, মা একভাই ও বোন। এত বড় সংসার চলবে কি করে। এই কথা ভেবে সংসারে বোঝা টানার জন্যই চলে যায় টাওয়ারের কাজে।

মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মৃত্যু জানিয়েছেন, ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। ওই পরিবারটির পাশে পঞ্চায়েত এবং প্রশাসন সবসময় রয়েছে। আমিও ব্যক্তিগতভাবে ওই পরিবারটির সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছি। তাদের সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কোন্নগরে বালক খুনের অভিযোগে মা ও বান্ধবীর ৯ দিন পুলিশ হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: কোন্নগরে বালক খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া মা ও বান্ধবীকে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ বুধবার দুপুরে শ্রীরামপুর কোর্টে তোলে তারপর মহামান্য বিচারক তাঁদের ৯ দিনের পুলিশ হেপাজতে নির্দেশ দেয়। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজত চাওয়া হয়েছিল।

উত্তরপাড়া থানা থেকে গাড়িতে তোলার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মায়ের দাবি, তিনি নির্দোষ, এই ব্যাপারে কিছু জানেন না। তাঁর বান্ধবী সেদিন বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তখন বাড়ি ছিলেন না। এরপর শ্রীরামপুর কোর্টে সাংবাদিকরা মাকে প্রশ্ন করে, নিজের ছেলেকে খুন করলেন কেন? তার উত্তরে তিনি দাবি করেন, তিনি এসব করেননি তাঁর বান্ধবী করেছেন তখ নও বলেননি। তা হলে সঙ্গে মহিলাটা কে? তাঁর উত্তর, ও হচ্ছে বন্ধু।

এদিন শ্রীরামপুর কোর্টে অভিযুক্তপক্ষের হয়ে কোনও উকিল ছিলেন না। এই খুনের ঘটনায় কোন্নগরে পাড়া-প্রতিবেশীরা মা ও বান্ধবীর কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন। খুন হওয়া বালকের বাবার দাবি, 'আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, ফাঁসি হোক।' কোন্নগর কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আচ্ছালাল যাদব বলেন, 'এটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না, মা তাঁর ছেলেকে কী ভাবে খুন করেন। এটা সারা ভারতবর্ষে খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। ওদের কঠোর সাজা চাই, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।'

এদিন পুলিশ মা ও বান্ধবীর বিরুদ্ধে ২০১ ও ৩০২ ধারা দিয়েছে। একটি খুনের ধারা ও আর একটি প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা। বেশ কিছু মানুষের দাবি, 'মা ও বান্ধবীর কীসের এত বন্ধুত্ব যে, সন্তানকে সরাতে হবে ওদের ফাঁসি চাই।'

ভাষা দিবসে বিএসএফের কড়া নজরদারিতে সীমান্তে মিলল দুই বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: ভাষা দিবসে বিএসএফের কড়া নজরদারিতে সীমান্তে মিলল দুই বাংলা। বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে একসময় গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল রফিক সালাম বরকতের মতো একাধিক ভাষাপ্রেমী যুবকদের বুক। অবশেষে তাঁদের সেই লড়াই সার্থক হয়। বাংলা ভাষা আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পায়। আর সেই লড়াইয়ে সামিল ভাষা শহিদদের স্মরণে দুই বাংলা সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যেখানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ রয়েছেন তাঁরাই একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিকে বিশেষভাবে স্মরণ করেন। একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বের সমস্ত বাংলাভাষীদের কাছে একটি আবেগের নাম। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পেট্রাপোল, বেনাপোল সীমান্তে এই দিনটিকে দুই বাংলার মানুষ যৌথভাবে পালন করে আসছেন। এ বছরও তার অন্যথা হল না। প্রতিবারের মতো এবারেও পেট্রাপোল, বেনাপোল সীমান্তের নোম্যানস ল্যান্ডে শহিদবেদীতে মাল্যদান করেন দু'দেশের প্রতিনিধিরা। সেখানে হাজির হন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তথা দুই বাংলার প্রতিনিধিরা যার মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তারা। তাঁরা যৌথভাবে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানান।

পুনঃপ্রকাশ ফর্ম জি
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**প্রিসিশন রিয়েলটি ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড** (পূর্বতন কা ভি রিটেল ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড হিসেবে পরিচিত) U70200MH2007PTC166932
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	চালু রেজিস্টার্ড অফিস : শপ নং ৪৫, একতলা, এফ উইং, কৃশা আর্কেড, বিল্ডিং নং ১১, যশোবন্ত শ্রুস্তি, খাইরা বয়সার পালঘর থানে এমএইচ ৪০১৫০১ ভারত (চালু-নয়), পূর্ব রেজিস্টার্ড অফিস : নলেজ হাউস, শ্যামনগর, যোগেশ্বরী- ভিক্রলি লিঙ্ক রোড যোগেশ্বরী-পূর্ব মুম্বই -৪০০০৬০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	-
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	স্থাবর সম্পত্তি : বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ অস্থাবর সম্পদ : নির্ধারিত নয়।
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	নির্ধারিত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	পরিষেবা বিক্রি থেকে আয় অনুমানিক ২৬১.২ লাখ টাকা ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, (বর্তমানে কেবল ওয়ারহাউস এর ভাড়া থেকে আয়)।
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	জ্ঞাত নয়
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	ip.prdpl@gmail.com থেকে ই-মেল দ্বারা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিস্তারিত পাওয়া যাবে।
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	ip.prdpl@gmail.com থেকে ই-মেল দ্বারা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিস্তারিত পাওয়া যাবে।
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১১ মার্চ ২০২৪
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৬ মার্চ ২০২৪
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২১ মার্চ ২০২৪
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৬ মার্চ ২০২৪
১৪	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	৩০ মার্চ ২০২৪
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৯ এপ্রিল ২০২৪*
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	ip.prdpl@gmail.com

*মহামান্য এনসিএলটি কর্তৃক সম্প্রসারিত আবেদনের অনুমোদন সাপেক্ষ।

তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
স্থান : সুরাত

স্বা/-
সিএ. প্রদীপ কুমার কাবরা
আরপি **মেসার্স প্রিসিশন রিয়েলটি ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড**
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P01104/2017-18/11790 | **ইমেল :** ip.prdpl@gmail.com

---

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি নোটিশ

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

প্রতি

১. শ্রী অচিন্ত্য রক্ষিত (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)
(পিতা অলোকনাথ রক্ষিত), ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং বি, ১ম তল, প্লট নং - ৪ডি/৩/১এম, ধর্মতলা রোড, তিজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯

২. শ্রীমতি সর্বানী গরাই রক্ষিত (সহ-ঋণগ্রহীতা)
স্বামী অচিন্ত্য রক্ষিত, ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং বি, ১ম তল, প্লট নং - ৪ডি/৩/১এম, ধর্মতলা রোড, তিজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯

বিষয় - লোন অ্যাকাউন্ট/এইচবিএল এ/সি নং - ৭২৫৯১০৬৫৪৭ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বড়িশা শাখা - রেজি.

আপনি বকেয়া ঋণ পরিমাণ **২০,৭২,০১৩.০০ টাকা (কুড়ি লাখ বাহাত্তর হাজার তেরো টাকা) টাকা ০৭.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৮.০২.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ পরিশোধ না হওয়ার তারিখ পর্যন্ত।

ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে বকেয়া পরিমাণ **২০,৭২,০১৩.০০ টাকা (কুড়ি লাখ বাহাত্তর হাজার তেরো টাকা) টাকা ০৭.০২.২০২৪ অনুযায়ী** আদায়ের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। নোটিশ স্পিড পোস্টে পাঠানো হয়েছিল এবং তা অবণ্টিত অবস্থায় ফেরৎ এসেছে। নোটিশের একটি কপি ফ্ল্যাট নং বি, ১ম তল, প্লট নং - ৪ডি/৩/১এম, ধর্মতলা রোড, তিজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯ ঠিকানায় সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ **২০,৭২,০১৩.০০ টাকা (কুড়ি লাখ বাহাত্তর হাজার তেরো টাকা) টাকা ০৮.০২.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট বকেয়া আদায়ে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে। ব্যাঙ্ক কোনও উপায়ান্তর না দেখে সমাধানের জন্যই এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল অধীনে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা এবং প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সমাধানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ঋণদাতা ডিআরটি/আরও-ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালত-এর নিকট সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া পরিচালনার অধিকারী এবং সংশ্লিষ্ট আইন অধীনে ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী।

তপশিল

সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নমতে : বন্ধকদত্ত সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ কমবেশি ৫২৫ বর্গফুট ফ্ল্যাট নং বি একতলায় অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪ডি/৩/১এম, ধর্মতলা রোড, নির্মিত জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৪ ছটাক ১০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : কসবা, জেএল নং ১৩, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩স আরএস নং ২৩৩, দাগ নং ১৬৮৩ এবং ১৬৮৩/২১৮৫, খতিয়ান নং ১৩৭৩ এবং ১৪৭১, ওয়ার্ড নং ৬৭ কলকাতা পৌর সংস্থ অধীন, পো : তিলজলা, থানা : কসবা, কলকাতা : ৭০০০৩৯, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ,রেজিস্ট্রিকৃ দলিল নং ১-৩৬৬৩/২২ তারিখ : ২৭/০৭/২০২২, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শিয়ালদহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **শ্রী অচিন্ত্য রক্ষিত**, পিতা অলোকনাথ রক্ষিত এর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : পুকুর, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৪ডি/৩/১এ, ধর্মতলা রোড, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৪ডি/৩/১এন, ধর্মতলা রোড।

তারিখ : ২২.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI **এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)**
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 31040403401

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬.০৯.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী তপন চক্রবর্তী**, প্রেমিসেস নং ১০৬সি, পশুপতি ভট্টাচার্যি রোড, থানা - বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২,৮১,৮০৯.০০ টাকা (দুই লাখ একাশি হাজার আটশ নয় টাকা) ২৭.০৯.২০২৩ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।**

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২,৮১,৮০৯.০০ টাকা (দুই লাখ একাশি হাজার আটশ নয় টাকা) ২৭.০৯.২০২৩** থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

প্রথম তপশিলের স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ২ কাঠা ৮ ছটাক ৫ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত চারতলা ভবন, প্রেমিসেস নং ১০৬সি, পশুপতি ভট্টাচার্য রেড,থানা : বেহালা, কলকাতা : ৭০০০৩৪, কলকাতা পৌর সংস্থর ওয়ার্ড নং ১২১, দাগ নং ৯৫/৪৩২, খতিয়ান নং ২১৭, মৌজা : মামুদপুর,জেএল নং ৭, তৌজি নং ৪১১, ২৩, ২৬, ৬৯, এডিএসআর বেহালা, ডিএসআর ২, আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুর অ্যাসেসি নং ৪১-১২১-১৩০-৬৫২৩।

স্বত্বাধিকারী : শ্রী তপন চক্রবর্তী

সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : তপন দাসের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, **পূর্বে :** বিজলি দাসের ভবন, **পশ্চিমে :** চণ্ডীতলা ব্রাঞ্চ রোড (শীতলা মন্দির)

দ্বিতীয় তপশিলের স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

চতুর্থতল স্বয়ংসম্পূর্ণ আই ই সর্ব্বোচ্চ তল, সামনের অংশে ফ্ল্যাট পরিমাণ কমবেশি ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ বাথ রুম, ১ বারান্দা, বিশেষভাবে মানচিত্রে/প্ল্যানে দর্শিত লালকালিতে চিহ্নিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ১০৬সি, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, থানা : বেহালা, কলকাতা : ৭০০০৩৪, কলকাতা পৌর সংস্থর ওয়ার্ড নং ১২১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৯.০২.২০২৪
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

OMKARA **ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা. লি.**
CIN : U67100TZ2014PTC020363
কর্পোরেট অফিস: কোহিনুর স্কোয়ার ৪৮তম তল, এন সি কেলকার মার্গ আরজি গরকরি চক, দাদার (পশ্চিম) মুম্বই - ৪০০০২৮
ইমেল: mumbai@omkaraarc.com টেলি: ০২২-৬৯২৩১১১১

দখল নোটিশ
পরিশিষ্ট IV
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১)

যেহেতু ওঙ্কার অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (ওএআরপিএল) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৮.০৮.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স শ্রীমা সারিস, (শ্রীমা সারিসের স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা প্রয়াত সবিতা বাজোরিয়ার আইনি উত্তরাধিকারী দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী) শ্রী মনোজ কুমার বাজোরিয়া, শ্রী অভিষেক বাজোরিয়া এবং শ্রী অভিনব বাজোরিয়া** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,১১,৩৯,১১৯.৩১ টাকা (এক কোটি এগার লাখ উনচল্লিশ হাজার একশ উনিশ টাকা এবং একত্রিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী সুদ সহ ২৮.০৮.২০২৩ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ঋণ সুবিধাদি সহ জরিমানা সুদ যদি থাকে, মূল্য, চার্জ, ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

আরও, উল্লিখিত যে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. (আইবিএল) মূল পাওনাদার তার সমস্ত অধিকার, শিরোনাম এবং উপরোক্ত উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/ঋণ অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত বকেয়া ঋণের সুদ এবং অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিগুলি ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি. এর পক্ষে বরাদ্দ করেছে সারফেসি আইন অধীনে ওমকারা পিএস ৩০/২০২১-২২ ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করছে। ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (ওএআরপিএল) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধানের অধীনে একটি কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) সাথে যথাযথভাবে নিবন্ধিত একটি সম্পদ পুনর্গঠন কোম্পানি হিসাবে আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন প্রয়োগের ধারা ৩ এর অধীনে, ২০০২ ("দি সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২") যার CIN U67100TZ2014PTC020363 এবং এর নিবন্ধিত অফিস ৯, এমপি নগর, ফার্স্ট স্ট্রিট, কঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর -৬৪১৬০৭ এবং কর্পোরেট অফিস কোহিনুর স্কোয়ার, ৪৮ তলা, এন.সি. কেলকার মার্গ, আর.জি. গডকরি চক, দাদার (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০০২৮, এখানে "ওমকারা পিএস ৩০/২০২১-২২ ট্রাস্ট"-এর একটি ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করছে।

ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা. লি. (ওএআরপিএল) -এর পক্ষে ঋণ/আর্থিক সম্পদের উল্লিখিত চুক্তি অনুসারে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. (আইবিএল) হয়ে কাজ করছে এবং সমস্ত বকেয়া পাওনা পুনরুদ্ধার এবং নিরাপত্তা প্রয়োগের অধিকারী হয়েছে।

মেসার্স শ্রীমা শাড়ি; (প্রয়াত সবিতা বাজোরিয়া শ্রীমা শাড়ির মালিক এবং জামিনদার যেহেতু মৃত তার আইনি উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে); শ্রী মনোজ কুমার বাজোরিয়া, শ্রী অভিষেক বাজোরিয়া এবং শ্রী অভিনব বাজোরিয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ২৮.০৮.২০২৩ তারিখের নোটিশ অনুসারে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (১২) অধীনে নিযুক্ত নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির দখল নিয়েছেন ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং রুল ৮ সংস্থান অধীনে।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং কোনরূপ লেনদেন ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি.এর ওমকারা পিএস ৩০/২০২১-২২ ট্রাস্টের ট্রাস্টি সি কোহিনুর স্কোয়ার, ৪৮ তম তল, এন.সি. কেলকার মার্গ, আর. জি. গডকরি চক দাদার (পশ্চিম), মুম্বই - ৪০০০২৮ হিসাবে কাজ করছে **১,১১,৩৯, ১১৯.৩১/- (এক কোটি এগারো লক্ষ উনচল্লিশ হাজার একশ উনিশ টাকা এবং একত্রিশ পয়সা)** ২৮/০৮/২০২৩ তারিখের উল্লিখিত নোটিশে সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট সুবিধার বিপরীতে উল্লিখিত আরও সুদ এবং পেনাল সুদ যদি থাকে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে অর্থপ্রদান এবং আদায়ের তারিখ পর্যন্ত ৬০ দিনের মধ্যে খরচ, চার্জ এবং খরচ ইত্যার্দি সাপেক্ষ।

উক্ত আইনের ধারা ১৩ ধারার উপধারা ৮-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে খালাস করার জন্য।

উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে আমাদের কোম্পানির কাছে দায়বদ্ধ/অর্পিত/চার্জড/বন্ধক এবং যাদের দখলে নেওয়া হয়েছে তার বিবরণ এখানে দেওয়া হল

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

নির্মিত আবাসিক ইউনিট নং ৪ই ৫ম তল এরিয়া ১৪৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবিভক্ত পরিবর্তনশীল অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশের সাথে একত্রে এবং উল্লিখিত জমির অংশে অবস্থিত এবং প্রেমিসেস অ্যামওয়ে, প্রেমিসেস নং - ৩৩৯ (পুরাতন)/৫৩০ (নতুন), ক্যানাল স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ৩৪, বিগ বাজারের নিকট, থানা - লেক টাউন, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, কলকাতা-৭০০০৪৮। ***সম্পত্তির বিশদ বিবরণ আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে দলিল নং আই-১৯০৪-০৫৮১৯/২০১৭ তারিখে ১৪/০৬/২০১৭ যা শ্রী মনোজ কুমার বাজোরিয়ার নামে নিবন্ধিত হয়েছিল।

তারিখ : ২১.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
(ওঙ্কার পিএস ৩০/২০২১-২২ ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে কার্যরত)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
[A Govt. Of India Undertaking]

জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল,
প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ডিডি ব্লক
সেক্টর - III, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০১০৬

অরবিন্দ সরণি শাখা, সল্টলেক সেক্টর ৫ শাখা, রবীন্দ্র সরণি শাখা, সেলিমপুর শাখা, খিদিরপুর শাখা, ওয়েলেসলি স্ট্রিট শাখা এবং হাজরা রোড শাখা স্থানান্তর নিমিত্ত অফিস প্রেমিসেস ইজারার জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক **অরবিন্দ সরণি এরিয়া,সল্ট লেক সেক্টর ৫ এরিয়া, রবীন্দ্র সরণি এরিয়া, সেলিমপুর এরিয়া, খিদিরপুর এরিয়া, ওয়েলেসলি স্ট্রিট এরিয়া এবং হাজরা রোড এরিয়ায় পরিমাণ ১২০০-১৪০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া মাপের একতলায়/দোতলায় পার্কিং সুবিধা সহ/ব্যতীত ১৫ বছরের ইজারায়** অরবিন্দ সরণি শাখা, সল্ট লেক সেক্টর ৫ শাখা, রবীন্দ্র সরণি শাখা, সেলিমপুর শাখা, খিদিরপুর শাখা, ওয়েলেসলি স্ট্রিট শাখা এবং হাজরা রোড শাখা স্থানান্তর নিমিত্ত ইজারার ভিত্তিতে (ইতিমধ্যেই নির্মিত/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) আগ্রহী স্বত্বাধিকারীগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক) টেন্ডার আহ্বান করছে।

নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে **২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ থেকে ৭ মার্চ ২০২৪ সময়ে ২৫০.০০ টাকা (অফেরতযোগ্য)** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে ডিডি/বিপিও এর আকারে আদায় দিয়ে টেন্ডার ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন।

"টেকনিক্যাল বিড" এবং "ফিনান্সিয়াল বিড" শীর্ষাঙ্কিতভাবে দুটি পৃথক মুখবন্ধ খামে টেন্ডার দাখিল করতে হবে।

টেকনিক্যাল ডাকের সঙ্গে ফেরতযোগ্য **ইএমডি ৫০০০.০০ টাকা** ডিডি/বিপিও আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল এর অনুকূলে **৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫ টার মধ্যে** দাখিল করতে হবে।

টেকনিক্যাল বিড খোলা হবে **১১ মার্চ ২০২৩ তারিখ বেলা ১২ টায়।**

অসম্পূর্ণ টেন্ডার/বিলম্বিত টেন্ডার/ প্রয়োজনীয় ইএমডি ব্যতীত টেন্ডার/নির্ধারিত মতে ব্যতীত টেন্ডার বাতিল হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা/ সরকারি সংস্থার টেন্ডার অগ্রাধিকার পাবে।

ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখে।

প্রতিনিধ মারফত/দালাল মারফত টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ২২.০২.২০২৪

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল

SBI **এসবিআই অনুলিয়া ব্রাঞ্চ (০৮৮৫৭)**
যোগপুর রোড, থানা - রানাঘাট
জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৫৫
ইমেল - sbi.08857@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 31844450642 (HBL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২১.০২.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী বাসুদেব কর্মকার (ঋণগ্রহীতা) পিতা মণীন্দ্র মোহন কর্মকার এবং শ্রীমতি সীমা কর্মকার, স্বামী শ্রী বাসুদেব কর্মকার উভয়ের একই ঠিকানা গ্রাম - সতীগাছা, মঠপাড়া, পো. অনুলিয়া, থানা - রানাঘাট, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৫৫** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১. ১,৯৪,০৫৬.০০ টাকা (এক লাখ চুরানব্বই হাজার ছাপান্ন টাকা) ০৭.০২.২০২৩ অনুযায়ী** সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুলিয়া শাখা** নিকট বকেয়া **১,৯৪,০৫৬.০০ টাকা (এক লাখ চুরানব্বই হাজার ছাপান্ন টাকা) ০৭.০২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তির পরিমাণ এরিয়া ১ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : সতীগাছা,জেএল নং ১৫৪, তৌজি নং ৩৫৫০, হাল-১১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৪৩, আরএস খতিয়ান নং ১৫২, এলআর খতিয়ান নং ১৪২২, প্লট নং অবস্থিত গ্রাম : সতীগাছা, পো : আনুলিয়া, থানা : রানাঘাট, জেলা : নদিয়া,পিন : ৭৪১২৫৫, পশ্চিমবঙ্গ দলিল নং ৫৭২৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১৬৭ থেকে ১৭৪ - ২০০৯ সালের, এডিএসআরও -রানাঘাট।

সম্পত্তি **শ্রীমতি সীমা কর্মকার** স্বামী শ্রী বাসুদেব কর্মকার এবং **শ্রী বাসুদেব কর্মকার** পিতা মনীন্দ্র মোহন কর্মকার এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রীমতি রুনা দত্ত এবং অসীমা দত্ত এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ধর্ম নারায়ণ দেবনাথের সম্পত্তি, **পূর্বে :** ৯ ফুট চওড়া সড়ক, **পশ্চিমে :** ভোলা বাবুর সম্পত্তি।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২০.০২.২০২৪, স্থান - অনুলিয়া, নদিয়া

অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
ডানকুনি ব্রাঞ্চ
জোনাল অফিস: হাওড়া, "ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং";
৫, বি.টি.এম. সরণি (৪র্থ ফ্লোর), কলকাতা- ৭০০ ০০১

রেফা. নং ডানকুনি/২৩-২৪/ **তারিখ: ২০/০৪/২০২৩**

থেকে:
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া :
ডানকুনি শাখা,
বসাক ভবন, পোস্ট- ডানকুনি, থানা- ডানকুনি- তে

প্রতি:
শ্রীমতী লাকি ধর
স্বামী- হিমাংশু ধর
৯, নং মিলনি, লিচুবাগান, পোস্ট ও থানা- ডানকুনি, হুগলী- ৭১৪২০১

মহাশয়া/মহাশয়,

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি

আপনার অনুরোধে, ব্যাঙ্কের **ডানকুনি শাখা** আপনাকে মোট **১৮,০০,০০০/- টাকার** ক্রেডিট সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আমরা নিম্নে সময়ে সময়ে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা এবং বকেয়াগুলির বিবরণ দিচ্ছি। নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া:-

সুবিধার প্রকৃতি	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া পাওনা
হাউজিং লোন ৪২৯৯৭৫১১০০০০২৫৬	**১০,০০,০০০/- টাকা**	**৭,৬৩,০০০.০০ টাকা** (৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক বকেয়া) তদুপরি ০১/০৪/২০২৩ থেকে বার্ষিক @৯.৪৫% হারে সুদ মাসিক অবশিষ্টের উপর এবং বার্ষিক ২.০০% হারে সব কিছুর উপর পেনাল সুদ।
টপ আপ লোন ৪২৯৯৬২৬১০০০০০২৫	**৮,০০,০০০/- টাকা**	**১১,০৬,১১৭/- টাকা** (৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক বকেয়া) তদুপরি ০১/০৪/২০২৩ থেকে বার্ষিক @ ৯.৯৫% হারে সুদ মাসিক অবশিষ্টের উপর এবং বার্ষিক ২.০০% হারে সব কিছুর উপর পেনাল সুদ।

ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত ঋণ সুবিধা নিম্নলিখিত সম্পদ/সিকিউরিটিজ দ্বারা সুরক্ষিত :-

নিরাপত্তার প্রকৃতি

আবাসিক ফ্ল্যাট প্রেমিসেস নং ২৮ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, আলোছায়া অ্যাপার্টমেন্ট, মিলনী, মিলনী ক্লাবের কাছে, ২য় ফ্লোর ফ্ল্যাট (সমগ্র), পোস্ট + থানা-ডানকুনি, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২৩১১, ডানকুনি পৌরসভার অধীনে, মৌজা- মৃগালা, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৩৬৫, আর.এস. দাগ নং ৮৪, এলআর দাগ নং ১০৮, প্রেমিসেস নং ২৮, লিচু বাগান, এলাকা-৬১৮.২২ বর্গফুট ২০১৬ সালের ডিড নং.আই-০৬০৮০২৩৭৫, বন্ধকদাতা এবং সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী লাকি ধর।

৩. যেহেতু আপনি উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধার অধীনে ব্যাঙ্কে আপনার বকেয়া পরিশোধে খেলাপি করেছেন, তাই আমরা ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জারি করা নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে আপনার অ্যাকাউন্টকে **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি ২৫.০২.২০২৩ থেকে।**

৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং আপনাকে এবং আপনাকে নিম্নে উল্লিখিত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাছে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি -
ক) ৭,৬৩,০০০.০০ টাকা (৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক বকেয়া) তদুপরি ০১/০৪/২০২৩ থেকে বার্ষিক @ ৯.৪৫% হারে সুদ মাসিক অবশিষ্টের উপর এবং বার্ষিক ২.০০% হারে সব কিছুর উপর পেনাল সুদ এবং আপনার দ্বারা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্কের চার্জ এবং খরচ।
খ) ১১,০৬,১১৭/- টাকা(৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক বকেয়া) তদুপরি ০১/০৪/২০২৩ থেকে বার্ষিক @ ৯.৯৫% হারে সুদ মাসিক অবশিষ্টের উপর এবং বার্ষিক ২.০০% হারে সব কিছুর উপর পেনাল সুদ, এবং আপনার দ্বারা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ্কের চার্জ এবং খরচ।
যা ব্যর্থ হলে আমরা সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর নির্ভর করা ফল এবং ফলাফলের ঝুঁকিগুলি উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ -এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করবো।

৫. যদিও আমরা আপনাকে ব্যাঙ্কের সমস্ত বকেয়া প্রযোজ্য সুদ, সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাঙ্কের খরচ এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের মাধ্যমে পরিশোধ করার জন্য উপরের মতো আপনার দায়ভার বহন করার আহ্বান জানাচ্ছি।, অনুগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি মনে রাখবেন যে সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদের মুক্ত করার অধিকার শুধুমাত্র পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত বা সরকারি বা বেসরকারি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখ পর্যন্ত আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে। লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তরের চুক্তি।

৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যে কোনও ব্যয়ের পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ পাওনা (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য কোনো পাওনা সহ, তা ঋণগ্রহীতা বা জামিনদার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে প্রদান করা হবে।

৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি ট্রাইব্যুনাল/আদালতে দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা বন্ধক বা অন্যথায় যেকোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন।

৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার।

১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি পক্ষপাত ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করে করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

স্থান: ডানকুনি
তারিখ: ২০/০৪/২০২৩

স্বা/- চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

বহিরাগত দুষ্কৃতীদের দাপটে অশান্ত মালদা, মন্দিরের গ্রিল ভেঙে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিহারী দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চলল মালদায়। লোহার গ্রিল ভাঙার পাশাপাশি পুড়িয়ে দেওয়া হল কালী মন্দিরের একাংশ। যদিও গ্রামবাসীদের ধাওয়া খেয়ে দুষ্কৃতীর দল পালিয়ে গেলেও একজন ধরা পড়ে যায়। পরে খবর পেয়ে তদন্তে আসে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত দুষ্কৃতী সমস্ত ঘটনার খোলসা করেছে। বিহার থেকে এসে তারা মালদায় তাণ্ডব চালানোর পরিকল্পনা করেছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। বহিরাগত দুষ্কৃতীরা যে বাংলায় এসেছে হিংসা ছড়ানোর পরিকল্পনা করছে, এ নিয়ে আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল রাজ্য প্রশাসন। আর ঠিক রাজ্য প্রশাসনের এই আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। মঙ্গলবার মধ্য রাতে দুষ্কৃতীদের কালী মন্দিরের তাণ্ডব চালানোর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার বিনোদপুর গ্রাম

পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর গ্রামে। ইতিমধ্যে দুষ্কৃতীদের এই তাণ্ডবের ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে এক দুষ্কৃতী পুলিশের জেরায় বিহারের কিষাণগঞ্জ থেকে এসে মালদায় গোলমাল পাকানোর কথাও জানিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুষ্কৃতী একেক সময় একেক রকম নাম বলছে। তবে ধৃত যে বিহারের কিশানগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। এদিন মধ্যরাতে চার থেকে পাঁচ জনের দুষ্কৃতীর দল ইংরেজবাজারের কৃষ্ণনগর গ্রামের একটি কালী মন্দিরে লোহার গ্রিল ভেঙে মন্দিরের পুজোর সামগ্রী এবং প্রতিমায় আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এলাকার এক নৈশ প্রহরী বিষয়টি দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করে দেন। এরপরই গ্রামবাসীরা হইহই করে দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করে। তখনই একজন দুষ্কৃতী গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে বিভ্রান্ত করতেই আটক ওই দুষ্কৃতী নিজের নাম ভুলভাল বলছে। তবে ধৃতের বাড়ি বিহারের কিশানগঞ্জ এলাকায়। এই ঘটনার সঙ্গে আরও চার থেকে পাঁচ জন দুষ্কৃতী ছিল বলেও গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। সেই দুষ্কৃতদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

পুরো ঘটনাটি নিয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে অনুমান করছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, রাজ্য প্রশাসন আগেই অনুমান করেছিল বাইরে দুষ্কৃতীরা বাংলায় এসে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তা এদিন আবারো প্রমাণ মিলে গিয়েছে। সম্প্রীতির ঐক্য বাংলায় গোলমাল পাকিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক দল নষ্ট করতে চাইছে। এটা আমরা কখনোই হতে দিব না। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পুলিশের কাছে দাবি করছি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা হোক।

মর্যাদার সঙ্গে এগরায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন হল

মদন মাইতি

এগরা: বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে একসময় গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল রফিক, সালাম, বরকতের মতো ভাষাপ্রেমী যুবকদের বুক। অবশেষে তাঁদের সেই লড়াই সার্থক হয়। বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পায়। আর সেই লড়াইয়ে সামিল ভাষা শহিদদের স্মরণে দুই বাংলা সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যেখানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ রয়েছেন, তাঁরাই ২১ ফেব্রুয়ারির দিনটিকে বিশেষভাবে স্মরণ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বের সমস্ত বাংলাভাষীদের কাছে একটি আবেগের নাম। এ বছরও তার অন্যথা হল না। প্রতিবারের মতো এবারেও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এগরা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এগরা সারদা শশীভূষণ কলেজে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস পালন করা হয়। এগরা কলেজে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন 'অমর একুশ' শহিদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সেখানে হাজির হন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তথা মহকুমা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। তাঁরা যৌথভাবে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি এদিন এগরা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এগরার মহকুমা শাসক মনোজিৎ কুমার যাদব, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক সাহিন শরিয়ার আনসারি, এগরা কলেজের অধ্যক্ষ ড দীপক কুমার তামিলী প্রমুখ।

হাতির তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড জমির ফসল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সোমবার রাতে সাঁকরাইল ব্লকের বালিভাষা এলাকায় ১৫ থেকে ২০ টি হাতির একটি দল তাণ্ডব চালিয়ে বিঘার পর বিঘা জমির ফসল নষ্ট করেছে। ধান ও সবজির ব্যাপক ক্ষতি করায় মাথায় হাত চাষিদের। তাদের অভিযোগ, এলাকায়

হাতি ঢোকার পরেও দেখা পাওয়া যায়নি বনদপ্তরের, মেলে না ক্ষতিপূরণ। মঙ্গলবার সকালে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা খবর করতে গেলে বনদপ্তরের এক আধিকারিক তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জমির ফসল পরিদর্শন করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বনদপ্তরের পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়া যায় না। তবে এদিন সংবাদ মাধ্যমে প্রতিনিধিদের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেন বিট অফিসার।

সাংবাদিক সন্তু পানের পরিবারের পাশে থাকতে গ্রামের বাড়িতে গেলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যের প্রথম শ্রেণির একটি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক সন্তু পানকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় তোলপাড় সারা রাজ্য। বুধবার সন্ধ্যায় ধৃত সাংবাদিককের গ্রামের বাড়িতে দেখা করতে এলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। এদিন তিনি হাওড়ার একটি দলীয় কর্মসূচি সেরে সোজা আরামবাগের দিকে রওনা দেন। সন্ধ্যার সময় সুকান্ত মজুমদার গোঘাটের হাজিপুরে সন্তু পানের বাড়িতে পৌঁছন এবং মা ও বাবার সঙ্গে কথা বলেন এবং পাশে থাকার বার্তা দেন। এদিন কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী সমর্থক ও এলাকার সাধারণ মানুষ বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে সন্তুর বাড়িতে যান। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সন্তুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করে গ্রামের মানুষ। পথ অবরোধ করে দ্রুত মুক্তির দাবি তোলে তারা। সামনেই লোকসভা। এদিন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকে বলছে সন্দেশখালিতে কোনও ধর্ষণ হয়নি। কুণাল ঘোষ প্রকাশ্যে বলছে কোনও ধর্ষণ হয়নি। অথচ তৃণমূলের পুলিশ একজন মহিলাকে দিয়ে ১৬৪ ধারায় অভিযোগ করিয়েছে। এমনকী ওই মহিলার ভিডিও দিয়েছিল। জাতীয় মহিলা কমিশনে অভিযোগ করার পর কলকাতা পুলিশ তা ডিলিট করে। শিবু হাজরাকে ধর্ষণের অভিযোগে মমতার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাহলে সত্যিটা কি? তাহলে বোঝা যাচ্ছে কারা মিথ্যাবাদী। সরকারের এই মানসিকতা নিন্দনীয়। সন্তুর পরিবারের পাশে আছি। অপরদিকে সাংবাদিক সন্তু পানের বাবা আনন্দ মোহন পান বলেন, পুলিশ চাপে পড়ে সন্তুকে গ্রেপ্তার করেছে। আমার ছেলে কোনও অন্যায় করেনি।

মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং রবীন্দ্র পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবারের রবীন্দ্রভবন প্রেক্ষাগৃহে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। নাচ, গান, কবিতা পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে এদিন অমর একুশে ভাষা শহিদদের স্মরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক ব্রতী বিশ্বাস সহ শিল্পী ও বিশিষ্টজনেরা। এছাড়াও বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের নিয়ে 'আর্ট ক্যাম্প' এবং চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

আরামবাগে পালিত হল আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: একুশে ফেব্রুয়ারি হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমস্ত বাংলাভাষী অঞ্চলে পালিত একটি বিশেষ দিবস, যা ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বরে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়। আরামবাগ শহরও তার ব্যতিক্রম না। আরামবাগ মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও আরামবাগ গ্রন্থাগারের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আরামবাগের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গানে নাচে কবিতা ও বিশিষ্টজনেদের বক্তব্যে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। এই বিশেষ দিন সম্পর্কে ওই গ্রন্থাগারের প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান বিভাংশু দত্ত বলেন, বাংলাভাষী মানুষের কাছে ২১ ফেব্রুয়ারি বিশেষ দিন। অন্যদিকে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বপন লাহা একটি কবিতাও পাঠ করেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ দেবাশিস শেঠ বলেন, দেশভাগের সময় থেকেই ভাষা নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। মাতৃভাষাকে ভালোবেসে আগামী প্রজন্মগুলি বাঁচবে বলে মৃত্যুবরণ করেন রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউর, সালামের মতো ছাত্রেরা। তারই ফলস্বরূপ এই দিনটা। এটি শহিদ দিবস হিসাবেও পরিচিত। সবমিলিয়ে এই দিনটিকে ভাষা দিবস হিসাবে পালন করতে পেরে আপামোর গর্বিত বাঙালি।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক স্কুটি আরোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল ৬টা নাগাদ কাঁকসার এল অ্যান্ড টি মোড়ের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এক স্কুটি আরোহী জাতীয় সড়ক ধরে পানাগড়ের দিকে আসছিলেন। সে সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরি স্কুটি আরোহীকে ধাক্কা মারলে রাস্তার ওপরে ছিটকে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ও দুর্ঘটনাগ্রস্থ স্কুটিটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। মৃতের নাম পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জঙ্গীপুর শাখা
লালগোলা মহারাজা রোড, রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৫।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **২৭.০৩.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **৫৬,৭১,৪৯৩.৭২ টাকা** (ছাপ্পান্ন লক্ষ একাত্তর হাজার চারশো তিরানব্বই টাকা বাহাত্তর পয়সা মাত্র) [(১) সেখ আলম ও হনুফা বিবি (এইচবিএল) = ৯,০১,০৬৭.৯৯ টাকা, (২) মেসার্স আলম ফুড প্রোডাক্টস = ২৪,০৯,২৫৪.৩৪ টাকা এবং (৩) মেসার্স ভাই ভাই বেকারি = ২৩,৬১,১৭১.৩৯ টাকা) **১৯.০২.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ **(১) সেখ আলম ও হনুফা বিবি (এইচবিএল), (২) মেসার্স আলম ফুড প্রোডাক্টস** এবং **(৩) মেসার্স ভাই ভাই বেকারি,** গ্রাম- বাণীপুর, পোস্ট - বাণীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২৩৫, পঃবঃ- এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর প্রাপ্য।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা (এইচবিএল): সেখ আলম, পিতা- মতিয়ার রহমান ২. ঋণগ্রহীতা (এইচবিএল) : হনুফা বিবি, স্বামী- সেখ আলম ৩. মেসার্স আলম ফুড প্রোডাক্টস স্বত্বাধিকারী: সেখ নুরুল হাসান ৪. ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী: সেখ নুরুল হাসান, পিতা- সেখ আলম ৫. গ্যারান্টর এবং বন্ধকদাতা: সেখ আলম, পিতা- মতিয়ার রহমান ৬. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স ভাই ভাই বেকারি, স্বত্বাধিকারী: সেখ আলম ৭. স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা: সেখ আলম, পিতা- মতিয়ার রহমান ৮. সেখ নুরুল হাসান (জামিনদার), পিতা- সেখ আলম, সকলেরই ঠিকানা: গ্রাম- বাণীপুর, পোস্ট - বাণীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২৩৫, পঃবঃ খ) জঙ্গীপুর শাখা	তথায় থাকা নির্মান সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- শ্রীকান্তবাটি, জে.এল. নং ১১৪, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৬৯, এলআর খতিয়ান নং - ৮০৩০, আরএস খতিয়ান নং- ২২৬, এলাকা ৪.১৩ ডেসিমেল জারুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, বাণীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, টাইটেল ডিড নং আই-৫৭১২ তারিখ- ০৭.০৬.২০১৩ জঙ্গিপুরে এডিএসআর - মুর্শিদাবাদ। সম্পত্তিটি সেখ আলম -এর নামে আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ফাকুরুদ্দিন সেখের সম্পত্তি, দক্ষিণ- রমজান আমিনের সম্পত্তি, পূর্ব- স্বত্বাধিকারীর সম্পত্তি, পশ্চিম - রাস্তা দ্বারা।	৫৬,৭১,৪৯৩.৭২ টাকা (ছাপ্পান্ন লক্ষ একাত্তর হাজার চারশো তিরানব্বই টাকা বাহাত্তর পয়সা মাত্র) [(১) সেখ আলম ও হনুফা বিবি (এইচবিএল) = ৯,০১,০৬৭.৯৯ টাকা, (২) মেসার্স আলম ফুড প্রোডাক্টস = ২৪,০৯,২৫৪.৩৪ টাকা এবং (৩) মেসার্স ভাই ভাই বেকারি = ২৩,৬১,১৭১.৩৯ টাকা) ১৯.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	ক) ৪০.৯৫ লাখ টাকা ( ) (চল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) ৪.১০ লক্ষ টাকা (চার লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB3246376813 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২৭.০৩.২০২৪; সময় - দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস ibapiop@@mstcecommerce.com, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য ibapifin@@mstcecommerce.com -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)-এরও প্রতি

তারিখ: ২১.০২.২০২৪
স্থান : জঙ্গীপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, (প্রতিষ্ঠানের নাম) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৯.১১.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা ১. শ্রী সুকান্ত রায় এ/সি নং ৪২৬২৭৩২১০০০২৭১** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬,০৮,৪৪৬.৮৫ টাকা (কথায় ছয় লাখ আট হাজার চারশ ছেচল্লিশ টাকা এবং পঁচাশি পয়সা) টাকা** এবং সুদ **২. শ্রীমতি স্নিগ্ধা সাহা রায় এ/সি নং ৪২৬২৭৩২১০০০০৩২২** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫,১১,১৬০.৩০ টাকা (কথায় পাঁচ লাখ এগার হাজার একশ ষাট টাকা এবং তিরিশ পয়সা) টাকা** এবং সুদ সহ মোট **১১,১৯,৬০৭.১৫ টাকা** এবং সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা **১. শ্রী সুকান্ত রায় এবং ২. শ্রীমতি স্নিগ্ধা সাহা রায়** সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, (প্রতিষ্ঠানের নাম) নিকট **১১,১৯,৬০৭.১৫ টাকা** এবং সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমি তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা বিষ্ণুপুর পুরসভা, এডিএসআর, জেএল নং ১০১, এলআর খতিয়ান নং ২৪৪২৯ এবং ২৪৪৪৬, ডব্লুবিএলআর এলআর প্লট নং ১০৮০৮ এরিয়া ০.০৩৫৬ একর এবং তদস্থিত একতলা ভবন, **সুকান্ত রায় এর নামে সমুদয় সম্পত্তি**। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি প্লট নং ১০৮০৮, রেজিস্ট্রেশন সাব ডিস্ট্রিক্ট -বিষ্ণুপুর এবং জেলা : বাঁকুড়া। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পদ্মাবতী টুডুর ভবন,দক্ষিণে : শ্যামাপদ মাঝির ভবন, পূর্বে : শুভেন্দুর ভবন, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ- ২১.০২.২০২৪, স্থান - বিষ্ণুপুর
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল)
এস. সরণি কলকাতা - ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট IV
[রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা এবং সহঋণগ্রহীতার নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
শ্রী অমলেন্দু নেয়া (ঋণগ্রহীতা)	১) ০২.০৯.২০২৩ ২) ১৭.০২.২০২৪ ৩) ১০,১০,৩৭৫.১০ টাকা (দশ লাখ দশ হাজার তিনশ পঁচাত্তর টাকা এবং দশ পয়সা) ১০.০৪.২০২১ অনুযায়ী।	**দলিল নং ১-০০০৯১-২০১২ সালের :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪ ডেলিমেল এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : শিবগঞ্জ দাগ নং ১৯০/১৩৩৬ এবং ১৮৯/১৩৭০; আরএস খতিয়ান নং ৩৯৮, এলআর খতিয়ান নং ১৫২৯, জেএল নং ১৫৩, সুন্দরবন লট নং ১২৮, তৌজি নং ২৬৫৭, ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, ডিআরও -আলিপুর, এসআরও-বাসন্তি, থানা : বাসন্তি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে :** শ্রীমতি জয়া বর এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** শ্রী সুধীর চন্দ্র নেয়ার সম্পত্তি, **পূর্বে :** মেসার্স মাধব/আবদুল এর সম্পত্তি এবং ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** সনাতন বাগের সম্পত্তি।

তারিখ : ২২.০২.২০২৪, স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
EXTRA-ORDINARY APPELLATE JURISDICTION
Petition for Special Leave in Appeal (Civil) No. 8634 OF 2023
WITH PRAYER FOR INTERIM RELIEF

PARVEZ ALAM AND OTHERS ...Petitioner(s)
VERSUS
MD TOHID AND OTHERS ...Respondent(s)

To, 1 MD. TOHID S/O LATE ALI JAN, RESIDING AT 51H, SAMBUL HUDA ROAD, KOLKATA-700017, WEST BENGAL
PID : 24617/2024 FOR R[1] IN DIARY NO. 8634/2023 (SEC XVI)

WHEREAS the Petition for Diary to Appeal with application for PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/...), EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT, PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES above mentioned (copy enclosed) filed in the Registry by Mr. KUNAL CHATTERJI, Advocate on behalf of the Petitioner above named was listed for hearing before this Court on 28th February, 2023, when the Court was pleased to pass the following order:-

"Taken on Board.
Learned counsel for the petitioners Mr. Soumya Dutta, and Mr. Kunal Chatterji, submit that as per instructions the 5th and 6th Floor of the building in question have been already demolished and 4th floor's demolition is going on.
Issue notice.
Petitioners are permitted to serve notice on the standing counsel for the State for Respondent Nos. 2 to 10.
There will be stay of the operation of the order dated 17.02.2023 and 07.02.2023, as far as the petitioners are concerned and insofar as the demolition on the Ground, First, Second, Third and Fourth Floor of the building in question bearing No.3/1 Narkeldanga Main Road, Ward No.29 Kolkata 700011 (Mualana Abdul Kalam Azad Sarani).
The Registry will immediately communicate a copy of this order to the respondent No.2-The Kolkata Municipal Corporation and respondent No.9 The Officer in Charge Narkeldanga Police Station, Kolkata forthwith."
THEREAFTER, the Petition was listed for hearing before this Court (In Chambers) on 05th January, 2024, when the Court was pleased to pass the following order:-
"Learned counsel for the petitioners is directed to issue the notice to unserved respondents in both matters by alternate mode of service i.e. by way of publication of notice in widely circulated daily newspaper in Bengali language as well as in English language. The same be done positively within four weeks.
Learned counsel appearing for the petitioner objected to the submission made by the learned counsel for the respondents.
In Diary No. 8633/2023 the learned counsel for the State accepts notice on behalf of respondent No.7.
List the matter after four weeks.
NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that the above petition will be posted for hearing before this Court (In Chambers) on 09th February, 2024 at 10.30 O' Clock in the forenoon or so soon thereafter as may be convenient to the Court and show cause to the court as to why condonation of delay in filing be not condoned and the resultant appeal be not allowed.
Take Further Notice that this Court has passed an interim order pending for disposal of SLP after notice as quoted above.
Take Further Notice that the prayer for interim relief after notice will also be listed before the Court on the aforesaid date.
You may file your affidavit in opposition to the petition as provided under Rule 14(1) of Order XXI, S.C.R.2013 within 30 days from the date of receipt of notice or not later than 2 weeks before the date appointed for hearing, whichever be earlier, but shall do so only by setting out the grounds in opposition to the questions of law or grounds set out in the SLPs and may produce such pleadings and documents filed before the Court/Tribunal against whose order the SLP is filed and shall also set out the grounds for not granting interim order or for vacating interim order if already granted.
TAKE FURTHER NOTICE that if you fail to enter appearance as aforesaid, no further notice shall be given to you even after the grant of special leave for hearing of the resultant appeal and the matter above mentioned shall be disposed of in your absence.

Dated :31st January, 2024
ASSISTANT REGISTRAR

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
EXTRA-ORDINARY APPELLATE JURISDICTION
Petition for Special Leave in Appeal (Civil) No. 8633 OF 2023
WITH PRAYER FOR INTERIM RELIEF

MD. SHAMIM AHMAD AND OTHERS ...Petitioner(s)
VERSUS
MD TOHID AND OTHERS ...Respondent(s)

To, 1 MD. TOHID S/O LATE ALI JAN, ROAD, KOLKATA - 700011 RESIDING AT 51H, SAMBUL HUDA ROAD, KOLKATA-700017, WEST BENGAL - 700011
ALSO AT 58, NARKELDANGA NORTH
PID : 24983/2024 FOR R [1] IN DIARY NO. 8633/2023 (SEC XVI)
PID : 24983/2024 FOR R [7] IN DIARY NO. 8633/2023 (SEC XVI)
2 THE COMMISSIONER OF POLICE LALBAZAR DISTRICT - KOLKATA, WEST BENGAL

WHEREAS the Petition for Diary to Appeal with application for PERMISSION TO FILE PETITION (SLP/TP/WP/...), EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT, above mentioned (copy enclosed) filed in the Registry by Mr. SOUMYA DUTTA, Advocate on behalf of the Petitioner above named was listed for hearing before this Court on 28th February, 2023, when the Court was pleased to pass the following order:-

"Taken on Board.
Learned counsel for the petitioners Mr. Soumya Dutta, and Mr. Kunal Chatterji, submit that as per instructions the 5th and 6th Floor of the building in question have been already demolished and 4th floor's demolition is going on.
Issue notice.
Petitioners are permitted to serve notice on the standing counsel for the State for Respondent Nos.2 to 10.
There will be stay of the operation of the order dated 17.02.2023 and 07.02.2023, as far as the petitioners are concerned and insofar as the demolition on the Ground, First, Second, Third and Fourth Floor of the building in question bearing No.3/1 Narkeldanga Main Road, Ward No.29 Kolkata 700011 (Mualana Abdul Kalam Azad Sarani).
The Registry will immediately communicate a copy of this order to the respondent No.2-The Kolkata Municipal Corporation and respondent No.9 The Officer in Charge Narkeldanga Police Station, Kolkata forthwith."
THEREAFTER, the Petition was listed for hearing before this Court (In Chambers) on 05th January, 2024, when the Court was pleased to pass the following order:-
"Learned counsel for the petitioners is directed to issue the notice to unserved respondents in both matters by alternate mode of service i.e. by way of publication of notice in widely circulated daily newspaper in Bengali language as well as in English language. The same be done positively within four weeks.
Learned counsel appearing for the petitioner objected to the submission made by the learned counsel for the respondents.
In Diary No. 8633/2023 the learned counsel for the State accepts notice on behalf of respondent No.7.
List the matter after four weeks.
NOW, THEREFORE, TAKE NOTICE that the above petition will be posted for hearing before this Court (In Chambers) on 09th February, 2024 at 10.30 O' Clock in the forenoon or so soon thereafter as may be convenient to the Court and show cause to the court as to why condonation of delay in filing be not condoned and the resultant appeal be not allowed.
Take Further Notice that this Court has passed an interim order pending for disposal of SLP after notice as quoted above.
Take Further Notice that the prayer for interim relief after notice will also be listed before the Court on the aforesaid date.
You may file your affidavit in opposition to the petition as provided under Rule 14(1) of Order XXI, S.C.R.2013 within 30 days from the date of receipt of notice or not later than 2 weeks before the date appointed for hearing, whichever be earlier, but shall do so only by setting out the grounds in opposition to the questions of law or grounds set out in the SLPs and may produce such pleadings and documents filed before the Court/Tribunal against whose order the SLP is filed and shall also set out the grounds for not granting interim order or for vacating interim order if already granted.
TAKE FURTHER NOTICE that if you fail to enter appearance as aforesaid, no further notice shall be given to you even after the grant of special leave for hearing of the resultant appeal and the matter above mentioned shall be disposed of in your absence.

Dated :31st January, 2024
ASSISTANT REGISTRAR

পুনরায় বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র! বিষ্ণুপুরে জল্পনা, কটাক্ষ তৃণমূলের

লোকসভার নির্ঘণ্টের আগেই দেওয়াল লিখন সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাংলায় লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রায় বেজেই গিয়েছে। এখন শুধুমাত্র দিনক্ষণ ঘোষণার অপেক্ষা। ইতিমধ্যেই লোকসভা ভোটকে পাখির চোখ করে বাম-ডান সব শিবিরই প্রচারের ময়দানে মাঠে নেমে পড়েছে। এখন বিষয় হচ্ছে প্রার্থী পদ। কে কোন দলের প্রার্থী হবে, সেটা নিয়েও রয়েছে একটা চাপা গুঞ্জন।

বাঁকুড়া জেলার মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরের বর্তমান সাংসদ হলেন বিজেপির সৌমিত্র খাঁ। বিভিন্ন মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি খবরের শিরোনামে এসেছেন একাধিকবার। এবার ফের খবরে শিরোনামে তিনি। লোকসভার নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই দেওয়াল লিখন শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ। এদিন মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের ১০ নম্বর এবং ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে কার্যত লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করতে দেখা গেল গেরুয়া সাংসদ সৌমিত্রকে। তা হলে কি ফের বিষ্ণুপুর লোকসভার জন্য আর একবার প্রার্থী হচ্ছেন সৌমিত্র খাঁ? সেই বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা তুঙ্গে।

তবে এই বিষয়ে সাংসদ সৌমিত্রকে প্রশ্ন করা হলে জানান, বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী যেই হোন, বাঁকুড়া থেকে মশাগ্রাম হয়ে হাওড়ায় রেলপথ সংযোগ, বিষ্ণুপুর জয়রামবাটী রেলপথ, বিষ্ণুপুর স্টেশন চত্বরের নবীকরণ সবকিছুই ইস্যু তাঁদের ভোটযুদ্ধে। তিনি আশাবাদী, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী যেই হোন, বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে দু' লক্ষেরও বেশি ভোটে জয়লাভ করবেন তিনি।

অপরদিকে সৌমিত্র খাঁয়ের এই দেওয়াল লিখনকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল শিবির। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, সৌমিত্র খাঁয়ের এই দেওয়াল লিখন খুব করুণ দেওয়াল লিখন হতে চলেছে। কারণ তিনি দু' লক্ষেরও বেশি ভোটে হারতে চলেছেন। বিষ্ণুপুর লোকসভার ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাটি অনেকটাই শক্ত।

আধার কার্ড বাতিলের চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর-২ নম্বর কলোনির এক বাসিন্দার বাড়িতে আধার কার্ড বাতিলের চিঠি এসেছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে আধার কার্ড বাতিলের চিঠি আসার পর থেকেই নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কায় চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে গোটা পরিবারের।

জানা গিয়েছে, ভাতারের মাহাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর ২ নম্বর কলোনির বাসিন্দা অমল রায়ের বাড়িতে ডাকযোগে আধার কার্ড বাতিলের চিঠি পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাঁচির আঞ্চলিক অফিস থেকে পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, '২০১৬ সালে যে আধার কার্ডটি তাঁর নামে ইস্যু করা হয়েছিল, সেটিতে ভারতে তাঁর থাকার প্রয়োজনীয় শর্তগুলি নেই। এই কারণে ২৮-এ সংবিধানের অধীনে তাঁর আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।' পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁকে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (ইউআইডিএআই) আঞ্চলিক অফিসে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, অমলবাবু বাড়িতে না থাকায় তাঁর স্ত্রীর শোভারানি রায়ের হাতে আধার কার্ড বাতিলের চিঠি দেওয়া হয়। তবে স্বামীর আধার বাতিলের চিঠি এলেও স্ত্রী সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আধার বাতিলের কোনও চিঠি আসেনি। এদিকে চিঠি নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন অমলবাবু ও তাঁর পরিবার। আধার কার্ড বাতিলের জেরে ব্যাঙ্ক থেকে কী ভাবে তিনি টাকা তুলবেন বা আগামী দিনে রেশনের সামগ্রী তুলবেন, সেই চিন্তায় পড়েছেন তিনি।

সহায়তা কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে সহায়তা কেন্দ্র ঘুরে দেখেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এদিন তিনি সহায়তা কেন্দ্রে বসে সাধারণ মানুষের নাম নথিভুক্ত করেন ও তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি এদিন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতে বসে পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও পঞ্চায়েতে সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করে তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার কথা শোনেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার দাবি করেন, রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের কোষাগার থেকে সাধারণ মানুষের যে ১০০ দিনের প্রাপ্য টাকা তা ফেরতের ব্যবস্থা করেছেন। তার জন্য যাদের বকেয়া টাকা রয়েছে সেই সমস্ত মানুষের নাম নথিভুক্তের প্রক্রিয়া চলছে রাজ্যজুড়ে। সেই কারণে তিনি এদিন সহায়তা কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষকে তাঁদের বকেয়া টাকা দেবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা বিজেপি নেতা আনন্দ কুমার অভিযোগ করেন, লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যের কোষাগার থেকে টাকা দিয়ে ভোটের নাটক করছেন। কিন্তু কেন্দ্রের কাছে ১০০ দিনের কাজের টাকার হিসেব দিচ্ছেন না। যদি হিসেব দিতেন, তা হলে কেন্দ্র টাকা অবশ্যই দিয়ে দিত। ভোট পাওয়ার জন্য পুরোটাই নাটক চলছে।

অন্যদিকে বিজেপির এই মন্তব্যের জবাবে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য জানিয়েছেন, লোকসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি নাটক করছেন, তা হলে সেই নাটক বিজেপি করতে পারত, রাজ্যের মানুষের টাকা ফেরত দিয়ে। তা তারা করতে পারবে না। শুধু প্রচারের আলোয় আসার জন্য এরা বড় বড় কথা বলে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রের কাছে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা চেয়ে বারংবার আন্দোলনে নেমেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। কিন্তু আন্দোলন করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে রাজ্যের মানুষের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা মেটানোর সিদ্ধান্ত নেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষকে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা প্রদান করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণে রাজ্যজুড়ে সমস্ত পঞ্চায়েতে সমস্ত ১০০ দিনের শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য খোলা হয়েছে সহায়তা কেন্দ্র।

এদিন রাজ্যের মন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত,তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়,কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক, সন্দীপ মহল সহ অন্যান্যরা।

আচমকা আধার বাতিলের চিঠি, চিন্তাগ্রস্ত মালদার খোট্টাপাড়ার পাল পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হঠাৎ করে আধার কার্ড বাতিল করার একটি চিঠি পৌঁছল মালদার এক গৃহস্থের পরিবারের কাছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হবিবপুর ব্লকের এই ঘটনায় জানাজানি হতেই বুধবার সকাল থেকে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় মানুষের মধ্যে। এ নিয়ে নতুন করে এনআরসি (জাতীয় নাগরিক পঞ্জি) আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর ব্লকের আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী বকশিনগর খোট্টাপাড়া এলাকায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবারের তিন সদস্যের কাছেই আধার কার্ড বাতিলের চিঠি এসে পৌঁছেছে। আর তাতেই দুশ্চিন্তার কালমেঘ ঘনিয়ে এসেছে ওই পরিবারে। এই অবস্থায় তারা কি করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। ওই পরিবারের এক সদস্য পাপাই পাল জানিয়েছেন, ওই চিঠির বয়ানে লেখা রয়েছে উপযুক্ত নথি না থাকায় আধার কার্ড 'ডিঅ্যাক্টিভেট' করা হয়েছে। আমাদের রেশন কার্ড, প্যান কার্ড ব্যাংকের বই সব রয়েছে। আধারের সঙ্গে প্যানকার্ড লিঙ্ক করেছি। তখনো কোনও সমস্যা হয়নি। হঠাৎ করে কী ঘটল, বুঝতে পারছি না। রীতিমতো ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড সব রয়েছে আমাদের। কিন্তু কেন হঠাৎ করে এই চিঠি আসল তা নিয়ে চিন্তায় ভেঙে পড়েছে ওই পরিবার।

এদিকে এই আধার কার্ডের চিঠি হাতে পাওয়াতে চরম আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছেন বকশিনগর খোট্টাপাড়া এলাকার পাল পরিবার।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের মোদি সরকারের এনআরসির বিল লাগু যাতে না করা হয় সে ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তারপরেও হঠাৎ করে আধার কার্ড বাতিলের চিঠি আসায় এখন বিভিন্ন পরিবারের মধ্যেও নতুন করে আতঙ্ক ছড়াতে শুরু করেছে। বকশিনগর খোট্টাপাড়া এলাকার পাল পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ডাকযোগে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার রাঁচির আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। তাতেই আতঙ্কে রয়েছেন তাঁরা।

আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রাক্তন সদস্য অমৃত হালদার বলেন, কেন এভাবে আধার কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেট হয়েছে বুঝতে পারছি না। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কে রয়েছে ওই পরিবারটি। এমনকী তাঁদের রেশন, ব্যাঙ্কের লেনদেন-সহ আধার নির্ভর কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছি। তৃণমূল-ওই পরিবারটির পাশে রয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত রঘুনাথপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বুধবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রঘুনাথপুর শহরের উপকণ্ঠে কুঞ্জছায়া প্রাঙ্গণে উদযাপিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। অনুষ্ঠানে মহকুমাশাসক জানান, বাংলায় এসে তিনি বাংলার সংস্কৃতি দেখে মুগ্ধ। এখানকার ছেলে মেয়েরা যেমন দু'-তিন বছর বয়স থেকেই গান কবিতার মতো সংস্কৃতি চর্চায় মেতে থাকে তার তুলনা অন্যত্র বিরল।

এদিন অনুষ্ঠানে কবি সম্মেলনে মহকুমার কুড়ি জন বিশিষ্ট কবি তাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। 'অমর একুশে' বক্তৃতামালায় মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা রাখেন রঘুনাথপুর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মণিরুল ইসলাম মহাশয়, মানভূমের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জানান। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মানভূম কালচারাল অ্যাকাডেমির সহ-সভাপতি ডক্টর সুভাষ রায়, সাঁওতালি ও কুড়মালি ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে শত্রুঘ্ন মুর্মু ও রঞ্জিত কুমার মাহাত।

এদিনের অনুষ্ঠানে কবি দেবাশিস সরখেলের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'শঙ্খচিলের ভাষা' পত্রিকার সাম্প্রতিকতম সংখ্যার আবরণ উন্মচিত হয়। ভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার বিভিন্ন স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে স্মারক হিসেবে অভ্যাগতদের হাতে তুলে দেওয়া হয় রঘুনাথপুর মহকুমার ঐতিহ্যবাহী সেনেড়া গ্রামের খেলাইচণ্ডী পুতুল; সঙ্গে সেনেড়া গ্রামের লোটন সূত্রধর আলকাপ পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথপুরের মহকুমাশাসক তামিল অভিয়া এস, (আইএএস) মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দেবকুমার হালদার সহ কৃষি অধিকর্তা পরিমল বর্মন, ভারত সেবাশ্রম সংঘের রঘুনাথপুর শাখার মঠাধ্যক্ষ্য স্বামী যোগযুক্তানন্দ গিরি, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সায়ন ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা।

আধার কার্ড নিষ্ক্রিয়ের চিঠি, আতঙ্গে পূর্বস্থলীর বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর,মেমারির পর এবার কালনার সাতগাছিয়া ও পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত এলাকায় কয়েকটি বাড়িতে পৌঁছেছে এই চিঠি। আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার চিঠি বাড়িতে পৌঁছতেই আতঙ্কিত কালনার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। সরকারি বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন এমনই আশঙ্কায় রয়েছেন তাঁরা। আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়েছে শ্রাবণী দেবনাথ এবং সুস্মিতা দেবনাথের। এছাড়াও এই এলাকায় আরও মানুষের এই রকম আধার কার্ড বাতিল হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে সেই সংখ্যাটা কত সেটি এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। শ্রীরামপুরের বাসিন্দা শ্রাবণী দেবনাথের দাবি, এই আধার কার্ডেই তাঁর রেশন কার্ড, ব্যাংকের বই রয়েছে। ওইগুলি বন্ধ হয়ে গেলে বড় সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে তাঁকে। একই সঙ্গে সুস্মিতা দেবনাথের পরিবারের সদস্যর দাবি, সুস্মিতা দেবনাথের নামেও রয়েছে উজ্জ্বলা গ্যাস, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট। আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ায় তাঁরাও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।

যদিও এই প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সম্পাদক তরুণ মল্লিকের দাবি, এই নিয়ে চিন্তা করার কিছুই নেই, যেখানে আধার কার্ড সংশোধন হচ্ছে সেখানে গেলেই সমস্যার সমাধান হবে। রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের দাবি, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সবাইকে আধার কার্ড বাতিলের চিঠি ধরাচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে ভয় না পাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন এবং তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন যাতে ওই এলাকার মানুষের আধার কার্ড নিয়ে যে সমস্যা হয়েছে, সেটা যাতে দ্রুত মিটে যায় তার ব্যবস্থা করতে। সেই মতো তিনি গোটা এলাকায় নজর রেখেছেন এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত জায়গায় ক্যাম্প করা হয়েছে, সেখানে তিনি গিয়ে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: নিখোঁজ ব্যক্তির ঝুলন্ত অবস্থায় পচা গলা দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঘমুণ্ডি থানা এলাকায়। বুধবার সকালে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত ঠুরগা জলপ্রপাতের নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় গাছের ডাল থেকে উদ্ধার হয় এক নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ। প্রায় দেড় মাস পর ওই ব্যক্তির পচা অবস্থায় পাওয়া গেল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাঘমুণ্ডি থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম গুনধর লাহা(৫৯) বাঘমুণ্ডি থানার মাদলা গ্রামের বাসিন্দা। গত ৫ জানুয়ারি বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। পরে বাড়ির লোকজন থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন। আজ বুধবার প্রায় দেড় মাস পর তাঁর ঝুলন্ত অবস্থায় পচা গলা দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

OFFICE OF THE MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: mukundabaghgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 05/MGP/5th FC/2023-24 & 06/MGP/15th FC/2023-24 Dated: 20-02-2024.** The last date for online submission of tender is **28-02-2024 (Wednesday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Jayanti Mahato
(Prodhan, Mukundabagh GP)

DHABLAT GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Chemaguri, P.S.- Sagar Coastal, Dist- South 24 Parganas
Memo No. 772/DGP Date- 21/02/2024
On behalf of Dhablat Grampanchayat of sagar block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide **NIT No 770 DGP 5TH SFC & UNTIED TIED (2 nos), 771/ DGP (1 NOS) under 15th fc UNTIED** 2nd installment of Dhablat Gram panchayat Dated **21/02/2024**
Details are available in the website wb tenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Dhablat Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-এইচএমসি অধীনে ১৫ টি (পনেরো) বৈদ্যুতিক কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিকতম তিন মাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিল (অনলাইনে) শুরুর তারিখ : ২০.০২.২০২৪ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিল (অনলাইনে) শেষ তারিখ : ০৯.০৩.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
২৭৫(৩) /২৩-২৪ সেক্রেটারি
২১.২.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

DHOSA CHANDANESWAR GRAM PANCHAYET
JOYNAGAR-i PANCHAYET SAMITY, SOUTH 24 PGS, 743337
Notice Inviting E-Tender
E-Tender is invited from Bonafede resourceful contractor for execution of different development works vide **NIT NO. i) 40/5th SFC, ii) 41/5th SFC, iii) 42/5th SFC, iv) 43/5th SFC, Date: 20.02.2024.** Bid Submission start date : **20.02.2024 at 06:00 PM.** Bid submission end date: **27.02.2024 up to 06:00 PM.** Bid Opening date : **29.02.2024 at 06:00 PM.** and **v) 45/15th FC, vi) 46/15th FC, vii) 47/15th FC, viii) 48/15th FC, ix) 49/15th FC, x) 50/15th FC, xi) 51/15th FC, xii) 52/15th FC, xiii) 53/15th FC, xiv) 54/15th FC, xv) 55/15th FC, xvi) 56/15th FC, xvii) 57/15th FC, xviii) 58/15th FC, xix) 59/15th FC, xx) 60/15th FC, xxi) 61/15th FC, xxii) 62/15th FC, xxiii) 63/15th FC, Date: 21.02.2024.** Bid Submission start date : **21.02.2024 at 06:00 PM.** Bid submission end date: **29.02.2024 up to 06:00 PM.** Bid Opening date : **02.03.2024 at 06:00 PM.** For more details visit www.wbtenders.gov.in & Undersigned G.P. Office.
Sd/-
Pradhan
Dhosa Chadaneswar Gram Panchayet

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 260 to 265 Dated. 21-02-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Murshidabad, North PGS, Coochbehar, Burdwan & Nadia District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **22-02-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **06-03-2024 upto 3.00 pm**
Date: 22.02.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

OFFICE OF THE
RADHARGHAT-II GRAM PANCHAYAT
Vill.-Moktarpur, P.O.- Basudevkhali, Berhampore Dev. Block, Dist.- Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO- 18/R-II GP/2023-24
Dated : **21/02/2024** is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-II G.P, Berhampore, MSD. for Civil works up to **29.02.2024. Time: 14.00 hours**
Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
Radharghat-II Gram Panchayat, Berhampore, Murshidabad.

BASUBATI GRAM PANCHAYAT
P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
E-mail ID: gpbasubatisingur@yahoo.in
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from reputed contractors for execution of 1 no. development work under **Fund 5th SFC** vide **NIeT No.: 30/BGP/2024, Date: 21/02/2024.** Tender has been published and for detail information visit our G.P. Office.
Sd/-
Prodhan
Basubati Gram Panchayat

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-07/2023-24 for "Construction of Cement Concrete Road at different wards within Krishnanagar Municipality" The intending Bidders are requested to visit the website: https://wbtenders.gov.in for details Tender Id: 2024_MAD_671576_1 to 2024_MAD_671578_30
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhad, reswar, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the following works vide **e-NIT NO : BM/PWD/806/E-NIT/1-5(1st Call), Date: 16-02-2024**

Sl. No.	Name of Work (s)	Tender Amount	Earnest Money
1	Construction of cement concrete road from Md. Hussain to Sri Mukul Ghosh, in Ward no. 22. **Tender ID: 2024_MAD_668993_1.**	20,02,059.00	40,041.00
2	Construction of cement concrete road from Entrance of Vermi Composte to Dumping ground at N.S. Road Harekrishna Pally, at Ward no. 03. **Tender ID: 2024_MAD_668993_2.**	18,25,293.00	36,506.00
3	Construction of cement concrete road from line no. 01 to line 9, at bathing ghat street, in Ward no. 07 & 08. **Tender ID: 2024_MAD_668993_3.**	13,87,015.00	27,740.00
4	Construction of cement concrete road from Dr. C.C.C. beside Manik Nagar water Tank to G.T. Road (Shib Mandir), at Ward no. 06 & 16. **Tender ID: 2024_MAD_668993_4.**	29,22,008.00	58,440.00
5	Construction of cement concrete road from Hazi Mohsin School to Shibtala Ghat Victoriya Lane, at Ward no. 10 & 15. **Tender ID: 2024_MAD_668993_5.**	28,51,872.00	57,037.00

Time of Completion : 3 Months. Bid Submission Start Date (Online): **22/02/2024 at 11.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **08 /03 /2024 at 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **11 /03 /2024 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website https://wbtenders.gov.in & https://bhadreswarmunicipality-gov.in
Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

TENDER NOTICE
E-Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 14/GGP/ TIED/ 2023-24, With Vide Memo No. 71/GGP/ 2023-24, Dated: - 17-02-2024,** The Last date for online submission of tender is **27/02/2024 upto 04.00 P.M.**
For details please visit website:- htpp://wbtenders.gov. in
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Taki Govt. College
E- tender for Security Services with ref. no. NIT/31/TG-25 is hereby invited. Last date is 08.03.2024.
Please visit https://wbtenders.gov.in and
www.tgc.ac.in
Sd/-
OIC,
Taki Government College.

GOVT. of WEST BENGAL
NIT NO: WBBIR/SURI-II Dev./ Enit-8/2023-24
Dated-20/02/2024
E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II Dev. Block, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafied working contractors for construction of various works under Suri-II Dev. Block. Last date of bid submission is **29.02.2024.** Contractors having sufficient credential in this line are eligible for the above work.
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Dev. Officer
Suri-II Dev. Block

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
Sealed tenders are invite for fourteen numbers Electrical works Vide NIT NO-UKM/Electrical/007/2023-24 Dt-19.02.2024 Last date & time of receiving application: 23.02.2024 upto 2-30P.M. Last date & time for submission of bid documents 04.03.2024 upto 1-00 P.M. For Details: www.uttarparamunicipality.in
Sd/- Chairman
UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Concrete Road at different place of Faridpur Nayek Para, Faridpur Tulliganj Para at Faridpur, within Ward No.- 33, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-449/23-24
Tender ID : 2024_MAD_671515_1 • Estimated Amount : Rs. 9,55,404/-
2) Name of the Work: Renovation and Maintenance of seating arrangement with French Polishing & Painting Work of Accounts Departments and Co-operative Office at DMC Office Building.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-77/23-24
Tender ID : 2024_MAD_671485_1 • Estimated Amount : Rs. 8,03,116/-
3) Name of the Work: Construction of Concrete Road at different place of Suryasen Pally, within Ward No.- 26, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-448/23-24
Tender ID : 2024_MAD_671443_1 • Estimated Amount : Rs. 8,94,661/-
4) Name of the Work: Construction of Concrete Road near Rajak House to Connecting Road, Prasenjit House to Connecting Road, Amar Ghosh's House to Connecting Road at Link Park 1, within Ward No.- 13, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-447/23-24
Tender ID : 2024_MAD_671423_1 • Estimated Amount : Rs. 5,45,606/-
5) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Subhas Sekh to SK Raj House and Md Tofile to Tasima Ansari House at New Muslim Para, within Ward No.- 28, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-446/23-24
Tender ID : 2024_MAD_671399_1 • Estimated Amount : Rs. 8,62,590/-
6) Name of the Work: Construction of Concrete Road at Bijra Paschimpara Kabarsthan, within Ward No.- 02, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-445/23-24
Tender ID : 2024_MAD_671329_1 • Estimated Amount : Rs. 6,14,318/-
7) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Sutapa Dey to Santosh Roy's House, Aparna Saha to Raja Pandey's House, Surya Banerjee to Mani Dey's House, Sukhen Das to Judhisthir Karmakar near Vambey Colony, within Ward No.- 32, uner DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-450/23-24
Tender ID : 2024_MAD_671627_1 • Estimated Amount : Rs. 7,28,218/-
Last Date : 01st March 2024, up to 05:00 pm Sd/- Executive Engineer
For details : wbtenders.gov.in Durgapur Municipal Corporation

Polba Gram Panchayat
Polba, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development work(s) vide **NIT No.: 865/PGP/2024 (Sl. 1-2) & 866/PGP/2024 (Sl. 1-5), Date: 20.02.2024. Fund: 15th FC (Tied & Untied).** Bid Submission Closing Date: **27.02.2024.** Bid Opening Date: **29.02.2024.** For details please visit undersigned GP Office. For detail visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
Polba Gram Panchayat

OFFICE OF THE
RAMPARA-II GRAM PANCHAYAT
P.O- REJINAGAR ✷ P.S. – REJINAGAR ✷ DIST- MURSHIDABAD
TENDER NOTICE
E-Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 12/2nd Call/ Rampara-II GP/2023-24 With Vide Memo No. 78/Ram-II GP/ 2023-24** Dated: - **19-02-2024,** and **NIeT No.-13/Rampara-II GP/2023-24 & 14/Rampara-II GP/2023-24 Memo No-81/Ram-II GP/2023-24 & 82/Ram-II GP/2023-24, Dated: 21-02-2024.** The Last date for online submission of tender is **02/03/2024 upto 02.00 P.M.**
For details please visit website:- htpp://wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY
RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo No 2847/RM
Date – 21.02.2024
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NG-25a/2023-24/SL1 Tender ID : 2024_MAD_671591_1
Name of the work: Supply and delivery of 100 liters capacity Waste Bins(Green 100pcs & Blue 100pcs) = Total 200pcs and 240 liters capacity Waste Bins(Green 100pcs & Blue 100pcs)=Total 200pcs for Ranaghat Municipality Last Date Of Submission of Bid : 09.03.2024. Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
B/O Chairman
Ranaghat Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-104/2023-24
Exe. Engr.(Elect.), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_671549_1, **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_671584_1, **(3)** Tender ID No. 2024_ADDA_671605_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Elect.) ADDA**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/জি/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য আইটেমসমূহের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ১২টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং-১। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-৪৫, তারিখঃ ১৫.০২.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** ভঞ্জপুর-এ (১) ওয়াটার ট্যাঙ্ক স্টেজিং নির্মাণ, (২) ১টি হস্তচালিত নলকূপ-এর ব্যবস্থা, (৩) ৩০০ মিমি x ২০০ মিমি আকারের গভীর নলকূপের ব্যবস্থা-১টি, (৪) বসার বন্দোবস্তের সংস্থান, (৫) পাইপলাইনের কাজের উন্নতিবিধান, (৬) প্ল্যাটফর্ম শেল্টার নির্মাণ-৪টি, (৭) সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ, (৮) স্টেশনের প্রবেশপথের উন্নয়ন, (৯) সার্কুলেটিং এরিয়ার (৩০ মি. x ২০ মি.) উন্নয়ন-এর জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২২,৫৬,৮৯৬.৪৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমাঃ** ৪৫,১০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ১১.০৩.২০২৪। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২ মাস। **জমা দেওয়ার তারিখ ঃ** ১১.০৩.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। **ক্রমিক নং-২। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যাঃ ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-৪৭, তারিখঃ ১৩.০২.২০২৪। কাজের বিবরণঃ** কলাইকুন্ডা-তে বর্তমান গুডস্ শেডের পরিকাঠামোর উন্নয়ন/আধুনিকীকরণের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭২,১৭,২৫৬.১৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমাঃ** ১,৪৪,৪০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ০৪.০৩.২০২৪। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৯ মাস। **জমা দেওয়ার তারিখঃ** ০৪.০৩.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1158)**

NOTICE
Notice Inviting Tender No. 11 of 2023-2024 of Assistant Engineer, Lalbag Sub Division, P. W.Dte. (Abridged)
Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. **[www.wbpwd.gov.in].** Last date & Time limit of submission of application is **29.02.2024 upto 12:00-O-Noon.**
Memo No. 83, Dated: 21.02.2024 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.
Sd/-
Assistant Engineer
Lalbag Sub Division, P.W.Dte.

Tender Notice
On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl No	NIT No. Scheme name &Estd Cost,	
1	Construction of BP road	1) From the house of Ganesh Das towards the house of Srimonta Shi, NIT- 126/ 5th.SFC /NIT/BGP / 2024, Scheme Cost- 209489.00 2) From the house of Chittya Das towards house of Subhankar Das, NIT- 127/ 5th.SFC /NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 209993.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1 is : 02/03/2024,2-00 p.m.
For details Pradhan **Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com**

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of 13 Nos. development work(s) vide **NIT No.: 114/KGP/2024 (Sl.- 01-13), Fund: OWN, Date: 21.02.2024.** Work Comp. Time: 15 Days. Date of Sale of Tender From: **22.02.2024 to 27.02.2024 (from 10.30 am to 05.00 pm).** Last date of dropping of sealed Tender Form: **On or before 28.02.2024 up to 05:00 PM.** Date of Opening of Tender: **29.02.2024 at 01:30 PM.** For more details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/513/23-24 Dated 20.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Udaygarh More, Sahapara, at Ward Number 29, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/514/23-24 Dated 20.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP Kemiapatia, Sahapara, at Ward Number 25, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/515/23-24 Dated 20.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Ghosh Para More, at Ward Number 26, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/516/23-24 Dated 20.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Elar Panja More, at Ward Number 26, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/517/23-24 Dated 20.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Eden Astro Park, Sahapara at Ward Number 28 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/518/23-24 Dated 20.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Jubak the Club More, at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/519/23-24 Dated 20.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Sunny Valley Sahapara at Ward Number 28, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00

Bid Submission end date: 01.03.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 251, KOLKATA, THURSDAY, 22 FEBRUARY 2024, PAGE 8

কলকাতা ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

১২ ছক্কার ডবল সেঞ্চুরিতে ১৪ ধাপ এগোলেন জয়সোয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেট দুনিয়ায় যশস্বী জয়সোয়ালের যশ বেড়েই চলেছে। ভারতের তরুণ ব্যাটসম্যান ব্যাটকে তরবারি বানিয়েছেন টেস্ট ক্রিকেটেও। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রাজকোট টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি করার পথে বিশ্ব রেকর্ড ছোঁয়া ১২টি ছক্কা মেরেছেন ২২ বছর বয়সী ওপেনার।

সেই রাজকোট টেস্টের পারফরম্যান্সের পর আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৪ ধাপ এগিয়েছেন জয়সোয়াল। টেস্ট ইতিহাসের সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে টানা দুই ম্যাচে ডাবল সেঞ্চুরি পাওয়া জয়সোয়াল ২৯ নম্বর থেকে উঠে এসেছেন ১৫ নম্বরে।

সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পথে ভারত রাজকোট টেস্টটা জিতেছে ৪৩৪ রানে। অবশ্য জয়সোয়াল নন, সেই ম্যাচে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের কারণে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। প্রথম ইনিংসে ১১২ রান করা জাদেজা ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। সেঞ্চুরির সৌজন্যে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪১ থেকে ৩৪ নম্বরে উঠে আসা জাদেজা বোলিংয়েও তিন ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ছয়ে।

অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে আগে থেকেই শীর্ষে থাকা জাদেজা নিজের অবস্থান আরও পোক্ত করেছেন। ৫৩টি রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে তাঁর। ৪৬৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে থাকা সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিনের চেয়ে ৩৯ পয়েন্টে এগিয়ে জাদেজা। কদিন আগে মোহাম্মদ নবীর কাছে ওয়ানডে অলরাউন্ডারের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান হারানো বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান টেস্টে আছেন তিনে।

রাজকোটে সেঞ্চুরি পাওয়া ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও ১ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ১২ নম্বরে। সেঞ্চুরি থেকে ৯ রান দূরে আউট হয়ে যাওয়া শুবমান গিল ৩ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ৩৫-এ। ভারতের দুই অভিষিক্ত ব্যাটসম্যান সরফরাজ আহমেদ ও ধ্রুব জুরেল র‍্যাঙ্কিং ক্যারিয়ার শুরু করেছেন ৭৫ ও ১০০ নম্বরে থেকে।

রাজকোটে 'বাজবলে' ১৫৩ রান করা ইংলিশ ব্যাটসম্যান বেন ডাকেট ১২ ধাপ এগিয়ে ১৩ নম্বরে উঠেছেন।

সর্বশেষ সাত টেস্টে সাতটি সেঞ্চুরি পাওয়া নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন আছেন আগের মতোই এক নম্বরে।

বোলিংয়ে বড় ঘটনা বলতে অশ্বিনের দুইয়ে ওঠা। অসুস্থ মায়ের পাশে থাকতে ম্যাচ চলাকালে বাড়ি চলে গেলেও পরে ফিরে এসেছিলেন ভারতীয় অফ স্পিনার। যাওয়ার আগে ১ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে ৫০০ উইকেট নেওয়া অশ্বিন ফিরে এসে নেন আরও ১টি উইকেট। কাগিসো রাবাদাকে পেছনে ফেলে তিনি দুইয়ে। র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই শীর্ষে অশ্বিনের সতীর্থ যশপ্রীত বুমরা। অভিষেক টেস্টে ৯ উইকেট পাওয়া নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট বোলার উইলিয়াম ও'রুর্ক ক্যারিয়ার শুরু করেছেন র‍্যাঙ্কিংয়ের ৬১ নম্বরে থেকে।

ভারত, ইংল্যান্ড চতুর্থ টেস্ট বাতিলে সন্ত্রাসী হামলার হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাঁচিতে শুক্রবার থেকে শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। ম্যাচটা বাতিল করতে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা ভারতের সরকার ঘোষিত সন্ত্রাসীর তালিকায় থাকা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের বিরুদ্ধে। ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, এ অভিযোগে ঝাড়খন্ড পুলিশ গুরপতবন্ত সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর (ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট) রজ্জু করেছে।

২০২০ সালের জুলাইয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুরপতবন্তকে সন্ত্রাসী ঘোষণা করে এবং ইন্টারপোলের লাল তালিকাভুক্ত দুষ্কৃতকারীদের তালিকায় রাখার অনুরোধ করেছিল। অফিশিয়ালরা জানিয়েছেন, গুরপতবন্ত সিং একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে নিষিদ্ধ সিপিআইকে (মাওবাদী) অনুরোধ করেছেন চতুর্থ টেস্টে যেন বিঘ্ন ঘটানো হয়। ঝাড়খন্ডের রাজধানী রাঁচির জেএসসিএ স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

রাঁচির উপকণ্ঠে অবস্থিত হাতিয়া শহর পুলিশের ডিএসপি পিকে মিশ্র সংবাদকর্মীদের বলেন, 'রাঁচিতে ম্যাচ বাতিল করতে ইংল্যান্ড ও ভারতের দলকে হুমকি দিয়েছেন গুরপতবন্ত সিং। তিনি এর পাশাপাশি সিপিআইকে (মাওবাদী) অনুরোধ করেছেন, ম্যাচ বাতিল করতে যেন বিঘ্ন ঘটানো হয়। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের অধীন ধুরওয়া থানায় তার বিরুদ্ধে এফআইআর গঠন করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।'

তিনি আরও জানিয়েছেন, চতুর্থ টেস্ট ঘিরে নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে। রাঁচি পুলিশের এসএসপি চন্দন কুমার সিনহা জানিয়েছেন, নিরাপত্তা নিশ্চিতে চতুর্থ টেস্টে প্রায় ১ হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হবে। ভিডিওতে একটি পুরুষ কণ্ঠ নিজেকে গুরপতবন্ত সিং পান্নুন বলে দাবি করেন। মাওবাদীদের কমান্ডার রবীন্দ্র গান্‌ঝুকে তিনি ম্যাচের দিন মাঠে বিশৃঙ্খলা তৈরির অনুরোধ করেন। ঝাড়খন্ডে ভারত সরকার কর্তৃক আদিবাসীদের জমি দখল এবং পাঞ্জাবে কৃষকদের জমি দখলের প্রতিবাদে মাঠে মাওবাদী ও খালিস্তানের পতাকা উত্তোলনের কথা বলেন। ভিডিওতে যিনি এসব কথা বলেছেন, তিনি ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসকেও বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন।

গুরপতবন্ত সিং পান্নুন ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিখ। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নাগরিক। 'শিখস ফর জাস্টিস' নামের এক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতে এই সংগঠন নিষিদ্ধ। তিনি এ সংগঠনের মাধ্যমে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র খালিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সোচ্চার। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশে থেকে প্রচার চালান।

টি-টোয়েন্টি শেষ বলে চার মেরে অস্ট্রেলিয়াকে জেতালেন ডেভিড

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ ওভারে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিল ১৬ রান। কিন্তু টিম সাউদির প্রথম ৩ বল থেকে মিচেল মার্শ, টিম ডেভিডরা তুলতে পারলেন মাত্র ৩ রান, সঙ্গে ওয়াইড থেকে ১। শেষ ৩ বলে সমীকরণটা দাঁড়ায় ১২ রানের। চতুর্থ বলে ছয়, পঞ্চম বলে ডাবলস আর শেষ বলে চার মেরে সেই সমীকরণটা মিলিয়েই ফেললেন ডেভিড।

ডানহাতি এ ব্যাটসম্যানের ১০ বলে ৩১ রানের ঝোড়ো ইনিংসের সুবাদে নিউজিল্যান্ডকে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ডেভিডের সঙ্গে ৪৪ বলে ৭২ রানে অপরাজিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মার্শ।

ওয়েলিংটনের স্কাই স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে কিউইরা তুলেছিল ২১৫ রান। যে রান তাড়ায় শেষ দুই ওভারে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিল ৩৫ রান। অ্যাডাম মিলনে প্রথম তিন বলে মাত্র ৩ রান দিয়ে চাপে ফেলে দেন ডেভিড-মার্শকে। তবে শেষ ৩ বলে ডেভিড একটি চার ও দুটি ছয় মেরে শেষ ওভারের প্রয়োজন ১৬ রানে নামিয়ে আনেন।

পরের ওভারে সাউদির প্রথম ৩ বলেও বাউন্ডারি হয়নি। কিন্তু পরের ৩ বলে দরকারি রান ঠিকই তুলে নেন সিঙ্গাপুরে জন্ম নেওয়া ডেভিড। ম্যাচসেরার স্বীকৃতিটা উঠেছে অবশ্য মার্শের হাতে। তিনে নামা অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ৭টি ছয় আর ২টি চারে খেলেন ৭২ রানের ইনিংস।

এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নামা নিউজিল্যান্ড দুই শর বেশি রানের সংগ্রহ গড়ে ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্রর সৌজন্যে। কনওয়ে ৪৬ বলে আর রবীন্দ্র ৩৫ বলে খেলেন ৬৮ রানের ইনিংস।

তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শুক্রবার অকল্যান্ডে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড ২০ ওভারে ২১৫/৩ (অ্যালেন ৩২, কনওয়ে ৬৩, রবীন্দ্র ৬৮, ফিলিপস ১৯*, চ্যাপম্যান ১৮*; স্টার্ক ৪,০,৩৯,১, হ্যাজলউড ৪,০, ৩৬,০, ম্যাক্সওয়েল ২,০,৩২,০, কামিন্স ৪,০,৪৩,১, মার্শ ৩,০,২১, ১)।

অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে ২০১৬/৪ (হেড ২৪, ওয়ার্নার ৩২, মার্শ ৭২*, ম্যাক্সওয়েল ২৫, ইংলিস ২০, ডেভিড ৩১*; সাউদি ৪,০,৫২,০, মিলনে ৪,০,৫৩,১, ফার্গুসন ৪,০, ২৩,১, স্যান্টনার ৪,০,৪২,২, সোধি ৪,০,৪২,০)।

ফল অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ মিচেল মার্শ।

মরশুম শেষে টুখেলের বিদায়, জানাল বায়ার্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুন্দেসলিগায় এ মৌসুমে একেবারেই অচেনা লাগছে বায়ার্ন মিনিখকে। যে প্রতিযোগিতায় তারা সর্বশেষ ১১ বারের চ্যাম্পিয়ন, সেখানেই এই মৌসুমে এখন বায়ার্ন শীর্ষে থাকা লেভারকুসেনের চেয়ে ৮ পয়েন্ট পিছিয়ে। এর মধ্যে আবার সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ তিনটি ম্যাচেই হেরেছে বায়ার্ন। এর পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল, চাকরি চলে যেতে পারে বায়ার্ন মিউনিখ কোচ টমাস টুখেলের।

সেই গুঞ্জনই এবার সত্যি হলো। টুখেলকে ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে বায়ার্ন। তবে এখনই নয়, টুখেল ক্লাব ছাড়বেন মৌসুম শেষে। আজ এক বিবৃতিতে মৌসুম শেষে টুখেলের বিদায়ের খবর নিশ্চিত করেছে বায়ার্ন।

এক বিবৃতিতে বায়ার্ন জানিয়েছে, 'এফসি বায়ার্ন মিউনিখ ও প্রধান কোচ টমাস টুখেল যৌথভাবে দাপ্তরিক সম্পর্ক শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা মূলত ২০২৫ সালের ৩০ জুন শেষ হওয়ার কথা ছিল। এখন সেটি ২০২৪ সালের ৩০ জুন শেষ হবে। ক্লাবের প্রধান নির্বাহী ইয়ান ক্রিস্টিয়ান ড্রেসেন ও টুখেলের গঠনমূলক বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

লিগে ৮ পয়েন্টে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বায়ার্ন চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে লাৎসিওর কাছে ১-০ গোলে হেরে গেছে। জার্মান কাপ থেকেও ছিটকে পড়েছে জার্মানির সবচেয়ে সফল ক্লাবটি।

এর আগে জানুয়ারির শেষ দিকে জার্মান সংবাদমাধ্যম বিল্ড জানিয়েছিল, বায়ার্নের কর্তাব্যক্তিরা টুখেলের পারফরম্যান্স নিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট নন। যে কারণে চাকরি নিয়ে শঙ্কায় আছেন এ কোচ। এই খবর সামনে আসার পর নিজের ভাগ্য বদলানোর জন্য বিশেষ কিছু করতে পারেননি টুখেল।

স্কাই স্পোর্টস জানিয়েছে, আগামী মৌসুমে নতুন কোচ হিসেবে সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ ওলে গুনার সুলশার কিংবা সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জিনেদিন জিদানকে আনার কথা ভাবছে বায়ার্ন।

বুমরা না থাকায় ভারতের বোলিংয়ের ধার কতটুকু কমল

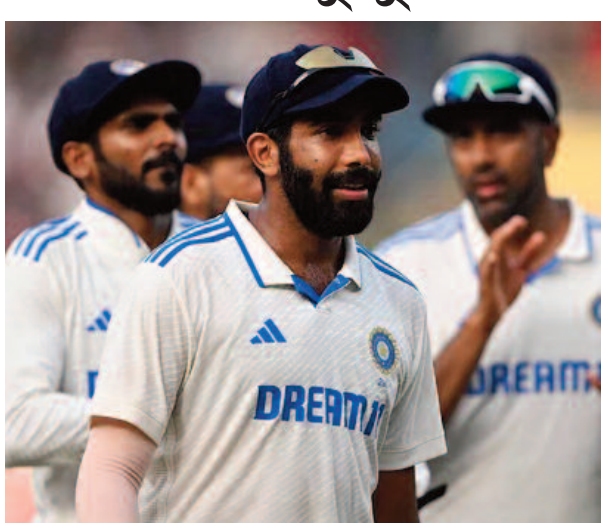

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ শুরুর আগে যশপ্রীত বুমরা কী বলেছিলেন, মনে আছে? ভারতের এই সফলতম পেসার বলেছিলেন, 'বোলার হিসেবে আমার মনে হয়, এই কৌশল (বাজবল) আমার জন্য সুযোগ।' যেমন কথা তেমন কাজ।

বিশাখাপট্টনমে ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হওয়া বুমরা এখন পর্যন্ত এ সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। ১৩.৬৪ গড়ে তিনি নিয়েছেন ১৭টি উইকেট। কিছুটা স্পিন সহায়ক উইকেটেও হয়ে উঠেছিলেন দলের প্রধান অস্ত্র। এই প্রধান অস্ত্রকে বিশ্রাম দিয়ে খেলতে রাঁচিতে খেলতে নামছে ভারত। প্রশ্ন হচ্ছে বুমরাকে ছাড়াও ভারতের বোলিং আক্রমণ এতটা দুর্দান্ত থাকবে?

সিরিজের চতুর্থ টেস্টটি দুই দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভারত জিতলে তাদের সিরিজ জয় নিশ্চিত হবে। আর ইংল্যান্ড জিতলে সিরিজে ফিরবে সমতা। এমন গুরুত্বপূর্ণ টেস্টেও বুমরাকে বিশ্রাম দিতেই হচ্ছে। তিন সংস্করণ দাপিয়ে খেলা এই পেসার প্রথম ৩ টেস্টে বোলিং করেছেন ৮০.৫ ওভার। সামনে আইপিএল আছে, এরপরই হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চাপ বিবেচনায় তাকে বিশ্রামে রাখা হচ্ছে। প্রথমে ভাবা হচ্ছিল তৃতীয় টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হবে তাঁকে। তবে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় টেস্ট তিনি খেলেন।

দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল মুকেশ কুমারকে। রাঁচি টেস্টের জন্যি আবার দলে যোগ দেবেন তিনি। দুই টেস্টের মাঝে বিহারের বিপক্ষে বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফির ম্যা চে খেলেন এই পেসার। সেই ম্যাচে ৫০ রানে ১০ উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ারসেরা বোলিং করেন মুকেশ। চোটের কারণে এই টেস্টেও দলে নেই লোকেশ রাহুল। পঞ্চম টেস্টে খেলতে পারবেন কি না সেটা নির্ভর করছে তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার ওপর। বুমরার অবর্তমানে একাদশে ফিরতে পারেন এই মুকেশ। বাংলার আরেক পেসার আকাশ দীপেরও সুযোগ আছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি তাঁর। এক পেসার নিয়েও খেলতে পারে ভারত। সে ক্ষেত্রে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদবের সঙ্গে দেখা যেতে পারে আরেক স্পিনার অক্ষর প্যাটেলকে। ভারতের এই বোলিং আক্রমণের যে কেউ মূল বোলার হয়ে উঠতে পারেন।

অশ্বিন-জাদেজা ঘরের মাঠে সব সময় ভয়ংকর। ভারতের মাটিতে অশ্বিনের ৩৪৮ উইকেট, যা তাঁর মোট উইকেটের ৬৯.৪৬ শতাংশ। অশ্বিনের সঙ্গী জাদেজা তো ঘরের মাঠে উইকেট পাওয়ার হারে অশ্বিনের চেয়ে এগিয়ে। জাদেজা তাঁর মোট উইকেটের ৭১.৭৭ শতাংশ নিয়েছেন ঘরের মাঠে;গত ৩০ বছরে টেস্টে ঘরের মাঠে আর কোনো বোলার এত বেশি উইকেট নিতে পারেননি। কুলদীপ এই সিরিজে ২ টেস্ট খেলে ৮ উইকেট নিয়েছেন। সর্বশেষ টেস্টেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরিয়ান বেন ডাকেটকে ফেরানোর পর আউট করেছিলেন জনি বেয়ারস্টোকেও। এই দুই উইকেট ম্যাচের ভাগ্য পরিবর্তনে বড় ভূমিকা রাখে। আর অক্ষর দলে এলে বাঁহাতি স্পিনের সঙ্গে ব্যাটিংটাও পাবে ভারত। তবে সে ক্ষেত্রে সর্বশেষ টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট পাওয়া সিরাজকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।

হলান্ডের রেকর্ড, আর্সেনালকে টপকে লিভারপুলের ঘাড়ে নিশ্বাস সিটির

ম্যানচেস্টার সিটি ১ ০ ব্রেন্টফোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটি সর্বশেষ কবে,কার বিপক্ষে হেরেছিল, জানেন? আজকের প্রতিপক্ষ ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে, ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ বিরতিতে যাওয়ার আগমুহূর্তে। গত মৌসুমে সিটিকে নিজেদের মাঠেও হারিয়ে দিয়েছিল ব্রেন্টফোর্ড।

হুলিয়ান আলভারেজ, বের্নার্দো সিলভা, ফিল ফোডেন, অস্কার ববরা আজ যখন একের পর এক সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করছিলেন; বিপরীতে ব্রেন্টফোর্ড দারুণ সব সুযোগ সৃষ্ট করছিল, তখন ইতিহাদে সিটির সর্বশেষ হারের স্মৃতি ফিরে আনছিলেন ধারাভাষ্যকার। তবে শেষ পর্যন্ত ইতিহাদে ২০২২ ফিরে আসেনি। ফিরতে দেননি আর্লিং হলান্ড।

রদ্রির সাজিয়ে দেওয়া আক্রমণে আলভারেজের পাস থেকে বল পেয়ে মাঝমাঠ থেকে চিতার বেগে ছোটেন হলান্ড। বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে কাঁপান ব্রেন্টফোর্ডের জাল।

গোলের উদ্দেশ্যে ২৫ আর লক্ষ্যে ১১ শট নিয়ে হলান্ডের এই একটি শটেই সফল হলো সিটি। ১, ০ গোলের জয়ে আর্সেনালকে টপকে উঠে এল পয়েন্ট তালিকার দুই নম্বরে, সেই সঙ্গে শীর্ষে থাকা লিভারপুলের ঘাড়েও নিশ্বাস ফেলতে শুরু করল।

এ জয়ের পর ২৫ ম্যাচে সিটির পয়েন্ট ৫৬। তিনে নেমে যাওয়া আর্সেনালের পয়েন্ট ৫৫ আর চূড়ায় থাকা লিভারপুলের ৫৭। অর্থাৎ, তালিকার শীর্ষ তিন দলের মধ্যে এখন শুধু ১ পয়েন্ট করে ব্যবধান। দারুণ লড়েও হার মানা ব্রেন্টফোর্ড ২৫ পয়েন্ট নিয়ে রয়ে গেল ১৪ নম্বর অবস্থানেই।

হলান্ডের জয়সূচক গোলটা এবারের লিগে তাঁর ১৭তম। আজকের গোলে হ্যারি কেইনের রেকর্ডে ভাগ বসালেন নরওয়ের তরুণ এই স্ট্রাইকার। এই ম্যাচের আগে এক ব্রেন্টফোর্ড ছাড়া লিগের বাকি সব প্রতিপক্ষের বিপক্ষে গোল ছিল তাঁর। আজ সেই আক্ষেপ ঘোচালেন। লিগে এখন পর্যন্ত খেলা ২১টি দলের বিপক্ষেই গোল পেলেন। টটেনহাম ছেড়ে বায়ার্ন মিউনিখে যাওয়া কেইন প্রিমিয়ার লিগে ৩২টি ক্লাবের বিপক্ষে খেলে সবকটিতেই স্কোরশিটে নাম তুলেছিলেন।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৩৫ ম্যাচ এবং লিগে টানা ২৪ ম্যাচে অপরাজিত থাকল সিটি। গোল করল সর্বশেষ ৫৪ ম্যাচে। এবারের লিগ মৌসুমে হলান্ড সিটির হয়ে প্রথম গোল পেলেন সাতবার, যা যেকোনো দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এ নিয়ে হলান্ড দলের হয়ে পাঁচটি জয়সূচক গোল করলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যৌথভাবে শীর্ষে। ওলি ওয়াটকিন্সও অ্যাস্টন ভিলার হয়ে পাঁচটি জয়সূচক গোল করেছেন।

ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে সিটির আজকের ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর। সেটি প্রায় ২ মাস পিছিয়ে হওয়ার কারণ ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ নিতে পেপ গার্দিওলার দলের সৌদি আরবে যাওয়া।

ম্যাচের শুরু থেকেই গোলের জন্য হন্যে হয়ে ওঠা সিটি প্রথমার্ধে গোলের উদ্দেশ্যে শট নিয়েছিল ১৭টি। তবে প্রথমার্ধে সেরা সুযোগটা পেয়েছিল ব্রেন্টফোর্ড। কিন্তু ১৫ মিনিটে ফ্রাঙ্ক ওনইয়েকা এদেরসনকে একা পেয়েও শট নেন তাঁর শরীর বরাবর।

পরের মিনিটেই ফ্রি কিক থেকে ইভান টনির শট বারে বাতাস লাগিয়ে চলে যায়।

বিরতির আগে একাধিক সুযোগ নষ্ট করেন আলভারেজ। এর মধ্যে ২৫ মিনিটে বক্সে ফাঁকায় বল পেয়েও উড়িয়ে মারেন।

৩৭ মিনিটে অস্কার ববের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন সিটির একাডেমি থেকেই উঠে আসা ব্রেন্টফোর্ড ডিফেন্ডার বেন মি।

বাঁ পাশ থেকে বব শট নিয়েছিলেন জালের মাঝ বরাবর। বেন মি ডান পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হলান্ডকে রেখেছিলেন কড়া পাহারায়। ববকে শট নিতে দেখে মি চোখের পলকে দৌড়ে এসে গোললাইন থেকে বল বিপদমুক্ত করেন। ফলে গোল বন্ধ্যাত্বেই শেষ হয় প্রথমার্ধ।

তবে বিরতির পর সিটিকে আর দমিয়ে রাখা যায়নি। ৭১ মিনিটে গোল করে আরেকবার দলের ত্রাতা বনে যান হলান্ড।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**